গুপ্তলিপি

(রহস্য)

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সোম প্রণীত।

হেরিলে মা এ কুরূপ,
ডুবিবে জগৎ, হাসিবে সতি[illegible] গৌড়ী।

হুতম।

কলিকাতা :

অধিকাংশ—লিটন প্রেস, কলিকাতা প্রেস, নূতন বিডন প্রেস
ও সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত ;
অবশিষ্টাংশ—নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন—১২৮৬।

গুপ্তলিপি।

——✱✱✱✱——

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

——✱✱✱✱✱——

পূর্ব্বকথা।

> And call me guiltless, then that punishment
> Is shame to those alone, who do inflict it.
>
> *Tribunal.*

ভদ্র লোকের পরিচয় কি? যাহাকে চিনি না, বা যাহার সহিত আমার কখন আলাপ নাই, সেই ভদ্র লোক। এ জগতে "ভদ্র লোক" শব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই নহে। পাঠক মহাশয়! আমি আপনাকে চিনি না, বা আপনার সহিত আমি কখন আলাপ করি নাই, সেই জন্য আপনাকে ভদ্র লোক বলিলাম। যদি আপনাকে জানিতাম বা আপনার সহিত কোন বিষয়ের জন্য আমি ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে হয়ত আমি আপনাকে ভদ্র লোক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিতাম না। আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ—শুদ্ধ "গুপ্তলিপি।" আপনি মফঃস্বলে বসিয়া গুপ্তলিপির অগ্রিম মুল্য পাঠাইতেছেন, সেই জন্য আপনি ভদ্র লোক; কিন্তু যদি আপনি [illegible] আমাদিগের বাড়ীর পার্শ্বে বাসা [illegible] [illegible]ভাবে তাহা অপ্রকাশ [illegible]

বুঝিতে পারিলাম। হরিচরণ আমার পালঙ্কের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে ও করজোড়ে বলিতে লাগিল, "সুশীলা! আমি তোমার ধার কোন কালে পরিশোধ করিতে পারিব না, কারণ তোমার উপকারের প্রত্যুপকার নাই; এমন কি, এজগতে এমন কোন সামগ্রী নাই যে তোমাকে দান করিয়া তাহা পরিশোধ করি; তুমি আমার প্রাণদান করিলে সত্য, কিন্তু জানিও আমার এ সামান্য প্রাণ তোমারই কার্য্যের জন্য জীবিত রহিল।" এই বলিয়া হরিচরণ কাঁদিতে লাগিল।

বাসন্তিকা এতাবৎ কাল নিস্তব্ধ ভাবে ছিল, এক্ষণে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "সুশীলা! তুমি এক জনের প্রাণ রক্ষা করিয়া এক জনের প্রাণ দান করিলে। হরিচরণ যদি নিরপরাধে অপরাধী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও এ হতভাগিনীও তাহার সঙ্গের সঙ্গিনী হইত—এ হতভাগিনীও জনমের মত এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিত। ভাই! স্পষ্ট বলিতে কি, হরিচরণ আমার গুরু ও পূজ্য, কিন্তু অগ্রে তোমার চরণ সেবা করিয়া হরিচরণের পদ সেবায় প্রবৃত্ত হইব।" এই বলিয়া বাসন্তিকা পুনরায় আমার চরণ জড়াইয়া আকুলিতচিত্তে কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া সেস্থানে এমন লোক ছিল না যে, তাহার চক্ষে জল পড়ে নাই। আমিও বাসন্তিকার ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম, কেন তাহা আমি জানি না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিচরণ বলিল "সুশীলা! আমি বলিতে সাহস করিতেছি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে যত দিন না তোমার পিতার কোন সন্ধান পাওয়া যায়, তত দিন তুমি আমাদিগের সহিত কাল যাপন কর। আজ হইতে তুমি আমার পূজনীয়া ভগ্নী। অতএব এরূপ অন্যের দ্বারস্থ হইয়া কাল যাপন করা আমার অভিপ্রেত নহে।"

আমি বলিলাম, "হরিচরণ! তোমার এরূপ সদাশয়তার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি কিন্তু আলস্যভাবে কাহারও প্রতিপাল্য হইয়া কালযাপন করা আমার অভিপ্রেত নহে, যত দিন না আমাদিগের সংসারের পুনর্ম্মিলন হইবে, তত দিন আমি আপন পরিশ্রম বিনিময়ে

কালযাপন করিব, ইহাই আমার অভিপ্রেত। যাহাহউক হরিচরণ! তুমি যে প্রাণ রক্ষা পাইয়া পুনরায় বাসন্তিকা লাভ করিলে ইহাই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার। এক্ষণে হরনাথ বাবুর স্ত্রীর প্রদত্ত টাকা, যাহা আমি তোমাকে দিয়াছিলাম এবং যাহা আদালতে সাধুচরণের টাকা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তাহা কি তুমি পাইয়াছ?

হরিচরণ বলিল, "তোমার করুণার গুণে তাহা পুনরায় আমার হস্তগত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তার আর চিন্তা কি? এক্ষণে যাও, বাসন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে কালযাপন কর, যদি অবকাশ পাই তাহা হইলে একবার তোমাদিগের বাড়ী যাইতে আমার ইচ্ছা রহিল। এই রূপ অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া তাহারা বাড়ী চলিয়া গেল, বাসন্তিকার বৃদ্ধা মাতামহী আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের বাড়ী যাইতে প্রার্থনা করিল এবং আমিও আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলাম।"

আমি হরিচরণকে সাধুচরণের খুনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিয়া গেল শ্রীনিবাস ও সাধুচরণের বন্ধু উভয়ে পরামর্শ করিয়া সাধুকে খুন করিয়াছিল, তাহাদিগের উভয়েরই আজন্ম দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে। হরিচরণ আমাকে বলিল, সাধুর বন্ধু নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে যে, সে আপনিই শ্রীনিবাসের পরামর্শে "কেদোর জলার" মাঠে সাধুকে খুন করে। যখন সে সাধুচরণকে অস্ত্রাঘাত করে তখন সাধু তিন হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়া দূরে পতিত হয় এবং এক আঘাতেই তাহার প্রাণ ত্যাগ হইয়া যায়! পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে শ্রীনিবাস যখন আমাকে গাড়ীতে ধৃত করিয়া লইয়া যায় তখন যে গাড়ী হইতে "খুন কর খুন কর" এই রূপ একটী চীৎকার করিয়া উঠে সেটী কেবল সাধুকে খুন করিবার আজ্ঞামাত্র। যাহা হউক এক্ষণে আমার স্মরণ হইল যে, আমি হরনাথ বাবুর কাছারী গৃহের চাবির ছিদ্র দিয়া সাধু ও শ্রীনিবাসকে কোন কর্ম্ম উপলক্ষে টাকা কড়ির লেনা দেনার বিষয়

যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা এই "কেদোর জলার মাঠ।" শ্রীনিবাসের মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে, ঐস্থানে কোন লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধুকে খুন করিবে ও তাহার নিকট হইতে সমস্ত টাকা হরণ করিয়া লইবে।

যাহাহউক সে বিষয়ের আর অধিক উল্লেখের আবশ্যক নাই; তাহারা চলিয়া গেলে আমার নিকটস্থ বৃদ্ধা পরিচারিকা শুইতে গেল; আমি কিয়ৎ-ক্ষণ আপন শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ ভাবিলাম—এরূপ কষ্টে কত দিন কালযাপন করিব, প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল, আমি এই রূপ আত্মজনশূন্য হইয়া বেড়াইতেছি। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে কোথায় গেলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই—মাতার "গুপ্তলিপি" খানিই আমাদিগের যত অনিষ্টের মূল; যাহাহউক দাদার সহিত শুদ্ধ এক বার দেখা হইয়াছিলমাত্র, তাহার পর আর কোন সংবাদ পাই নাই, আর পাইলেও তাহার দ্বারা আমাদিগের সংসারের যে পুনঃ সংঘটন হইবে, এটী কখন বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ তিনি যেরূপ অস-চ্চরিত্র লোকের সহিত কাল যাপন করিতেছেন তাহাতে যে, তাহার মনুষ্যত্ব বা বিবেচনাশক্তি কিছু থাকিবে এরূপ কখনই বোধ হয় না।

আবার ভাবিলাম, যোগেন্দ্র কোথায়? পাঠক মহাশয়! এই প্রিয়—অতিমাত্র প্রিয় নামটী স্মরণ করিয়া আমি ব্যাকুল হইলাম; কেন? তাহা আমি জানি না, আর জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না। অবলা কামিনীর মুখে ইহার কারণ উচ্চারিত হইলে লোকে তাহাকে নির্লজ্জ বলিয়া দোষারোপ করিতে পারে। সেই ভয়ে বলিতে সাহস করিলাম না; পাঠক বা পাঠিকা মহাশয়ের মধ্যে যিনি ইহার কারণ বুঝিয়াছেন তিনি আপন অন্তরে বুঝিয়া থাকুন, বুঝাইবার আবশ্যক নাই; এই পর্য্যন্ত বলিতে পরি, যে তিনি জানিয়া থাকুন অবশ্যই কাল সহকারে তাহাকে আমার ন্যায় এই রূপ ব্যাকুল হইতে হইবে, যাহাহউক আমি যোগেন্দ্রের কথা মনে করিয়া ভাবিলাম, বোধ হয় হরনাথ বাবুর বাড়ী আসিয়া আমার তত্ত্ব লইয়া থাকিবে—আমার কোন সন্ধান না

পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। আবার ভাবিলাম, যদি হরনাথ বাবুর কোন লোক তাহাকে বিজয় বাবুর কর্ত্তৃক আমার অপহরণের কথা শুনাইয়া থাকে, কিম্বা যদি হরনাথ বাবু নিজেই তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, আমি বিজয় বাবুর সহিত কুপথগামিনী হইয়াছি, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে! এইটী স্মরণ করিয়া আমি ঘৃণা, লজ্জা ও বিষাদে মরিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। আবার ভাবিলাম, হরনাথ বাবুর মন্ত্রণায় আমি কি পর্য্যন্তই না উৎপীড়িত হইয়াছি! বিজয় বাবু, রায়মণিও চাঁপা কি ভয়ানক নীচ প্রকৃতির লোক!! জগদীশ্বর করুন এই রূপ কদাচারী লোকের সহিত আর আমাকে যেন কখন মিশ্রিত হইতে না হয়। বোধ হয় বিজয় বাবু ও তাহার অনুচরবর্গের সহিত আর আমাকে কখন সাক্ষাৎ করিতে হইবে না, হয়ত তাহারা এত দিনে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবে। বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে তাহারা সেই শ্বেত অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ খাটের খুরায় রজ্জুবদ্ধ আছে, এইটী চিন্তা করিয়া মনে মনে কখন আমোদ কখন বা বিষাদ উপভোগ করিলাম—যখন ভাবিলাম এরূপ নীচ প্রকৃতির লোক যত শীঘ্র পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করে ততই মঙ্গল—তখন আনন্দ বোধ করিলাম; আবার যখন মনে হইল যে, আমার জন্য দুই তিনটী লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখনই দুঃখিত হইলাম, এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

———*:*———

নগেন্দ্র।

নিয়তকুপথগামী দুর্জ্জনৈঃ সেব্যমানঃ
সদসদিতি বিমূঢ়শ্চেষ্টতে স্বার্থসিদ্ধ্যৈ।

উদ্ভট।

এই রূপে জয়চাঁদ বাবুর বাড়ী আসিয়া আমি চারি পাঁচ দিন পরে আরোগ্য লাভ করিলাম। আমার নিমিত্ত জয়চাঁদ বাবু যে পরিচারিকা ও ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা একে একে অবসর লইলেন। আমিও মনে মনে স্থির করিলাম, এক দিন অবসর পাইলে মাঠাকুরাণীকে আমার যাইবার কথা উল্লেখ করিব, দেখি তাহার অভিপ্রায় কি।

যাহাহউক আজ আমি এই রূপ চিন্তা করিয়া আমার চিরপরিচিত মাঠাকুরাণী (হরনাথ বাবুর স্ত্রীকে) এক খানি পত্র লিখিতে মনস্থ করিলাম, আমি নিজেই তাঁহার নিকট যাইবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে করিলাম, তিনি হয়ত রাজমার্গে আমাকে বিজয় বাবুর সহিত এক গাড়িতে দেখিয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, এইটী আশঙ্কা করিয়া আমি পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রখানি কি তাহা যদি পাঠক মহাশয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দেখাইবার বিশেষ আপত্তি নাই।

পরম পূজনীয়া—

শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী দেবী মহাশয়া

শ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন এই—

আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, কিন্তু হয়ত আপনি এ দাসীর প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকিবেন; যাহাহউক আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি যে, আপনি যাঁহাকে রাজমার্গে আমার সহিত এক গাড়ীতে দেখিয়াছিলেন তিনি বিজয় বাবু নহেন—সেই ছদ্মবেশধারী গণক-কণ্যা, যে বিমলার নিকট হইতে শরৎকে অপহরণ করিয়াছিল। তাহার এরূপ ছদ্মবেশ করিবার কারণ বোধ হয় আপনি বুঝিয়া থাকিবেন—শুদ্ধ আপনার স্বামী আপনাকে মনঃকষ্ট দিবার জন্যই এই রূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। যাহাহউক বোধ হয় আপনি জানিয়া থাকিবেন, আমি এতাবৎ কারাবদ্ধ ছিলাম; কৌশলক্রমে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া হুগলীর একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি। আমি আপনাকে এখানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিতে পারি না সত্য, কিন্তু যদি কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে একবার এখানে আসিলে আমার একটী বিশেষ কার্য্য উদ্ধার করা হয় জানিবেন; আর ছেলেরা কেমন আছে আমাকে পত্রোত্তর লিখিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন এই—

আপনকার চিরানুগত দাসী

শ্রীমতি সুশীলা।

হুগলী—

আমি এই রূপ পত্র খানি লিখিয়া শিরোনাম দিতেছি, এমন সময় জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী আমার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন " সুশীলা! তুমি গোবিন্দ চৌধুরীর নাম শুনিয়াছ?"

কি সর্ব্বনাশ!! অকস্মাৎ কালসর্প সম্মুখে পড়িলে যেরূপ শরীর রোমাঞ্চ হয়,—আত্মাপুরুষ উড়িয়া যায়—গোবিন্দ চৌধুরীর নাম শুনিয়া আমি সেইরূপ হইলাম। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে আমি যে সময় শ্বেত অট্টালিকা

হইতে পলায়ন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালিনীর বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তখন ইনিই আমার শত্রু! এইটী স্মরণ করিবা মাত্র আমি সঙ্কুচিত হইলাম।

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সুশীলা! তুমি ভীত হইতেছ কেন!" গোবিন্দ চৌধুরীর ন্যায় পরনিন্দুক লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি তোমাকে কখন দুশ্চরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি না; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি লজ্জা, ভয়, ও শারীরিক অবস্থায় জলাঞ্জলি দিয়া পরোপকার ব্রতে ব্রতী হয়, তাহাকে কখনই এরূপ নীচ প্রকৃতির লোক বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে না; তুমি হরিচরণের প্রাণরক্ষা করিয়া আমার নয়নসম্মুখে ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছ।"

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আমি আপনার নিকট চিরকালের জন্য বাধিত রহিলাম; যাহাহউক আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমার এই অপ-কলঙ্কের বিষয়টী আপনাকে সমস্তই জ্ঞাত করিব, কিন্তু পাছে আমার কথায় আপনি বিশ্বাস না করেন, এই আশঙ্কায় আমি হরনাথ বাবুর স্ত্রীকে এই খানে আসিতে পত্র লিখিয়াছি; তাহার নিজমুখে আমার ওরূপ অপকলঙ্কের কারণ শুনিতে পাইলে আপনি অবশ্যই আমার চরিত্রের সদসৎ বুঝিতে পারিবেন। এইটী বলিয়া আমি তাঁহাকে আপন পত্রখানি পড়িতে দিলাম।

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সুশীলা! একজনের চিঠি কি অন্যে দেখিতে পারে?—আমি তোমার গোপনীয় চিঠি দেখিতে ইচ্ছা করি না।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে দোষ কি? আমি যখন নিজেই আপনাকে পড়িতে দিলাম, তখন আপনার দেখিবার বাধা কি?"

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী আমার হস্ত হইতে চিঠিখানি লইয়া অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে পত্র খানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলিলেন, "সুশীলে! আমি ত ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুত গণক কন্যা কে—ছদ্মবেশ কি, আর বিজয় বাবুই বা কে? কিছুই বুঝিলাম না; শুদ্ধ তুমি যে তোমার মাঠাকুরাণীকে এখানে আসিতে বলিয়াছ, ইহাই জানিলাম।"

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আপনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করা আমার ইচ্ছা নহে, কারণ বলিলে একটী সদ্বংশের গ্লানি করা হয়; কিন্তু যাহাহউক যখন উহা গোপন করাতে আমাকেই দোষী হইতে হইতেছে তখন প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।" এইটী বলিয়া আমি একে একে হরনাথ বাবুর সংসারের কথা সমস্তই বলিতে লাগিলাম। হরনাথ বাবু কিরূপ প্রকৃতির লোক, বিজয় বাবুর সহিত হরনাথ বাবুর স্ত্রীরই বা কিরূপ সম্বন্ধ, এবং আমিই বা ছদ্মবেশধারী বিজয় বাবুর সহিত কেন রাজপথে যাইতেছিলাম, এতাবৎ সমস্তই একে এ'ক বলিতে লাগিলাম।"

জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সুশীলা! ইহার ভিতর এত কথা, তাহা আমি জানিতাম না। যাহাহউক তুমি যখন এই চিঠিখানি পাঠাইতে আমাকে আদেশ করিতেছ, তখন অবশ্যই আমাকে পাঠাইতে হইবে; কিন্তু আমার নিকট তোমার চরিত্রের প্রমাণ দিবার জন্য যদি পত্রখানি পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে পাঠাইবার আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম, "না মাঠাকুরাণি! শুদ্ধ চরিত্রের প্রমাণের জন্য নহে. চিঠিখানির প্রত্যুত্তর আসিলে আমি হরনাথ বাবুর স্ত্রীর মনের ভাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিব।"

মাঠাকুরাণী আমার কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া এক জন পরিচারিকার দ্বারা চিঠিখানি ডাক যোগে পাঠাইতে আদেশ করিলেন।

আমরা এই রূপ কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে জয়চাঁদ বাবুর একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "মাঠাকুরাণি! দিলেকাশ হইতে দুইটী বাবু সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।"

আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলাম, "দিলেকাশ হইতে! বাবু!"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ। তাহাদিগের নাম অনেকটা, আমার মনে থাকিবে না বলিয়া লিখিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া ভৃত্য আমাকে একটু কাগজ পড়িতে দিল।

পাঠক মহাশয়, দিলেকাশের মধ্যে বা মানবমণ্ডলীতে এরূপ সুদীর্ঘ নাম আমি কখন শুনি নাই, বা পাঠ করি না। প্রথমটীর নাম রাজাধিরাজ

মহারাজ বীরসিংহমদনমোহনভ্রমরবররায়। দ্বিতীয়টীর নাম রাজ অনুচর শ্রীল শ্রীযুক্ত পোননগেন্দ্রচন্দ্রমোহননন্দলালসেট্। আমি নাম দুইটী পাঠ করিবামাত্রই বিস্মিত হইলাম—ভাবিলাম ইহারা কে! অকস্মাৎ অপরিচিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এইটী চিন্তা করিয়া আমি ভৃত্যটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তাহারা কোন ঘরে আছে আমাকে বলিতে পার?"

ভৃত্যটী বলিল, "মাঝের ঘরের পার্শ্বে—যে ঘরদিয়া বাহির মহলে যাওয়া যায়। যাহাহউক তাহারা অতিশয় ভদ্রলোক ও বাবু। তাহাদিগের সহিত তোমার দেখা করিবার বাধা কি?"

আমি বলিলাম, "ভাল, তুমি গিয়া সেই ঘরের মধ্যকার দরজা দুইটী বন্ধ করিয়া দাও—আমি যাইতেছি।" এই বলিয়া আমি ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিলাম।

পাঠক মহাশয় জানিবেন এই ঘরটী বহির্ব্বাটী ও অন্দর মহলের মধ্যবর্ত্তী। ইহার মধ্যস্থ দরজাটী খুলিলে অনায়াসে আগন্তুক-দ্বয়ের ঘরদিয়া বহির্ব্বাটীতে যাওয়া যাইতে পারে, এবং উভয় ঘরের যে কোন ঘরে থাকিলে পরস্পর কথোপকথন শুনা যায়। যাহাহউক অকস্মাৎ এরূপ-নামধেয় লোক-দ্বয়ের নিকট আত্ম-প্রকাশ না হইয়া, আমি স্থির করিলাম, প্রথমতঃ গুপ্ত-ভাবে আগন্তুকদ্বয়ের ঘরের পার্শ্ব হইতে তাহাদিগের কথোপকথন শুনি, এইটী স্থির করিয়া আমি আস্তে আস্তে নীচের ঘরে নামিয়া গেলাম ও তাহার মধ্যস্থ দ্বারের সন্নিকট দণ্ডায়মান হইলাম।

আমি গৃহে প্রবেশ মাত্রই শুনিতে পাইলাম, একজন উচ্চৈঃস্বর বলিতেছে, "প্রেয়সি! তোমার জন্য আমার মন যে কিপর্য্যন্ত কাতর তাহা কি বল্‌ব। তুমি এই প্রমোদ কাননে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে-ছিলে বলে সর্ব্বদাই আমার এস্থানে আস্‌তে ইচ্ছা হয়। আহা! এই সেই লীলাপট—যেখানে তোমার সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি, সুমধুর কণ্ঠস্বর আমার নয়ন ও কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করেছিল। আহা! সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর কি আর কখন আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করবে—সেই

বিলোলদৃষ্টি, সুন্দর অথচ কমনীয় মুখশ্রী কি আর কখন আমার নয়ন মুকুরে প্রতিভাতিত হইবে। ওঃ—হৃদয় যে বিদীর্ণ হচ্চে; জগদীশ্বর যদি প্রণয়ের সৃষ্টি না করতেন, তাহলে পৃথিবী কি সুখের হত। আঃ—আর চিন্তা করতে পারি না; মন, তুমি একটু সুস্থ হও—বিশ্রাম গ্রহণ কর, কিম্বা যে শীলাপটে বসে প্রেয়সী আমার সহিত প্রণয় সম্ভাষণ করেছিলেন, সেই শিলাপটে বসে তাহাকেই একটু চিন্তা কর, অনেকটা সুস্থ বোধ হবে এখন।"

পাঠক মহাশয়! এই বাক্যগুলি শেষ হইতে না হইতে, অপর এক জন করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, বাহোবা, বাহোবা, (ব্রেভো)! বা মহারাজ বীরসিংহ তোমার অংশটী বেশ সুশস্থ হয়েছে। এবারে বাবা খবরের কাগজে আর সুখ্যাতি ধরবে না,—"কলিকাতাস্থ নাট্যাভিনয় সভা" অতি পরিপাটী রূপে অ্যাক্ট-করেছে—এইটী সকল কাগজেই দেখতে পাওয়াযাবে। এবারে হাজার টাকা উপায় করবো।"

পাঠকমহাশয়! যদিও আমি প্রথম ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে ইহাকে চিনিতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু অপর একজনের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। একবার মনে করিলাম তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ হই, আবার সন্দেহ হইল—ভাবিলাম, ওরূপ সুদীর্ঘ-নামধেয় ব্যক্তিতো আমার পরিচিত কেহই নাই, অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; এইটী চিন্তা করিয়া অতি সাবধানে দ্বারের পার্শ্ব দিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম—ইহারা দুইজনই যুবক, একটীকে ছদ্মশ্মশ্রুধারী বলিয়া বোধ হইল; ভাবিলাম, সেই ছদ্মবেশধারী গণক কন্যাতো নহে? আবার ভাবিলাম, তাহার অবয়ব দীর্ঘ—ওরূপ খর্ব্বাকৃতি নহে; তবে এটীকে? মহারাজ বীরসিংহ মদনমোহন ভ্রমরবর রায়টি কে? পোষাকগুলীন রাজার ন্যায় শোভনীয় বটে কিন্তু মূল্যবান নহে, জোব্বা ও মাথার উষ্ণীষ সমস্তই ঝুটা জরীর এবং তাহার কিরণ বিশিষ্ট নহে; শ্মশ্রুও দেখিতেছি, ছদ্মবেশী—ইহারই বা অর্থ কি? এরূপ বেশে এখানেই বা আসিবার আবশ্যক কি! অপরটীর ছদ্মবেশ নহে, মস্তকে কেশরাশি ও স্ত্রীলোকের ন্যায় মধ্যদেশে সিঁতি কাটা, গোঁপটী

কামান, ওষ্ঠে ঈষৎ পানের ও মিশির রাগ—পায়ে এক জোড়া ছেঁড়া ও অতি কদর্য্য বুটজুতা ও মোজা, কাপড়খানি ও গাত্রাভরণটী পরিষ্কার বটে কিন্তু অতিশয় জীর্ণ। আমার ইহাকে দেখিয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখ হইল, কারণ ইনি আমার আত্মজন, দেখিয়া চিনিতে পারিলাম এবং কাল বিলম্ব না করিয়া—ও লজ্জার মাথা খাইয়া, একজন অপরিচিত পুরুষ উপস্থিত থাকিতেও শীঘ্র তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; বলিলাম, "দাদা—তোমার এরূপ বেশ কেন?"

আমি উপস্থিত হইবামাত্রই অপরিচিত ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে বাহুদুটী দোদুল্যমান করিয়া নিকটস্থ একখানি কেদারায় উপবেশন করিলেন।

দাদা বলিলেন, "কেন? তুমি আমার কিরূপ বেশ দেখিতেছ। এখন আমায় নগেন্দ্র দেখিতেছ, আবার রাত্র হইলে আমাকে সখী "মদলিকা" দেখিবে। যাহাহউক সুশীলে! তোমার সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বে আমি আমার প্রিয় বন্ধু বীরসিংহের সহিত তোমার আলাপ করিয়াদি। ইনি আমাদিগের অভিনয় সভার একজন প্রধান আক্টার—মহারাজ বীরসিংহ মদনমোহনভ্রমরবররায়; আমি কখন উহার বয়স্য সাজি—আবার কখন বা উহার রাজমহিষীর সখী মদলিকা সাজি।—নাম পোননগেন্দ্রচন্দ্রমোহন-নন্দলালসেট্—যাহোক সুশীলে, তুমি প্রথমে আমাদিগের নাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হও নাই? (সঙ্গিকে সম্বোধন করিয়া) কেমন মহারাজ, আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, আমাদিগের নাম শুনে সুশীলার "আক্কেল গুড়ুম্ হয়ে যাবে!"

বীরসিংহ উত্তর করিলেন—হে প্রিয় বয়স্য! "আক্কেল গুড়ুম" জাতি ইতর ভাষা; তোমার বলা উচিত ছিল, "সুশীলা বিমোহিতা হবে—বিস্মিতা হবে—আশ্চর্য্যান্বিতা হবে—স্ত্রীলিঙ্গে "তা" প্রত্যয় হয়। যাহাহউক, সুশীলে! অদ্য আমার কি সুপ্রভাতা রজনী যে তোমার ন্যায় সুন্দরী—মৃগনয়না—মরাল-গামিনী—ও অনুপমরূপলাবণ্যশালিনী কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ কারিলাম। ফলে বক্তব্য এই যে তুমি হুগলী কাছারীতে সম্প্রতি যে অভিনয় করিয়াছ তাহা জগতের সকলেই জানেন, এবং তজ্জন্য সকলেই তোমাকে সাধুবাদ করেন;

এক্ষণে আমার পরিচয়টী তোমাকে দিতে মনস্থ করিয়াছি; আমি মহানগরী কলিকাতাস্থ "নাট্যাভিনয় সভার" ম্যানেজার। যদি বিশ্বাস না হয় এই "হ্যাণ্ড-বিল" দেখ, "I am the Sole Lessee, for six nights only, of the Dramatic Company. Calcutta. Boxes 2 Rupees—pit 1 Rupee-gallery, 8 annas : Door open at half-past eight—performance to commence at half-past nine precisely". এই থিয়েটরে তোমার ভাই একজন প্রধান অ্যাক্টর ও অক্টরেস্।

পাঠক মহাশয়! আমি সে সময় এই ইংরাজী গুলির অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু আমার জীবন বৃত্তান্ত ছাপাইবার জন্য ঐ "হ্যাণ্ডবিল" খানি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম জানিবেন। যাহাহউক তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে দাদা উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি বন্ধু! তুমি যে একেবারে গত বারের "হ্যাণ্ড-বিল" খানা সমস্তই পুড়ে ফেল্লে! সুশীলা মেয়ে মানুষ—কি বুঝ্‌বে?"

হাঁ বন্ধু! আমর মনটা সর্ব্বদা থিয়েটর—থিয়েটর করেই ব্যস্ত রয়েচে। (বীরসিংহ মহারাজ অতি গম্ভীরভাবে এই রূপ বলিতে লাগিলেন) যাহাহউক সুশীলা, আমার যা কিছু দেখিতেছ সমস্তই অভিনয় বিষয়ের অন্তর্গত জানিবে। আমি যাহা চিন্তা করি—যাহা কথা কহি—যাহা খাই—যহা পরি সমস্তই নাট্যাভিনয় জানিবে; সংক্ষেপে বল্‌তে কি—অভিনয় করা যেন আমার একটী স্বভাবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।

"আর" জিনের "বোদোলটী কি স্বভাবের মধ্যে নয়?" দাদা পুনরায় হাস্য করিয়া এইটী জিজ্ঞাসা করিলেন।

হাঁ বন্ধু! সে কথাটী বলিতে পার বটে কিন্তু যদি পাওয়া যায়। (অভিনয়-বেশধারী ব্যক্তি এই রূপ বলিয়া পুনরায় আমাকে বলিতে লাগিলেন) "দেখ সুশীলা! সর্ব্বদাই যেরূপ আলোচনা করা যায় মনুষ্যের স্বভাব প্রায় সেই রূপই হয়ে পড়ে। দেখ নাটকই আমার বাক্য—নাটকই আমার কর্ম্ম—ধর্ম্ম—মর্ম্ম সমস্তই, সুতরাং আমিও নাটুকে হয়ে পড়েছি; দেখনা কেন তোমার এই ঘরে আসিবার পূর্ব্বে আমি আপনা আপনি "বীরসিংহ"

নাটক খানি অভিনয় কচ্ছিলেম; রাজমহিষী “চন্দ্রমহিলা” যে প্রমোদ কাননে মহারাজ বীরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই প্রমোদ কাননে আবার মহারাজ একাকী এসে যেরূপ আক্ষেপ করেছিলেন, সেই রূপ আমিও তোমার আসিবার পূর্ব্বে এতক্ষণ অভিনয় কচ্ছিলেম।”

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে দাদা বলিয়া উঠিলেন, “যাহউক বন্ধু, ও সব কথায় আর সুশীলাকে অনর্থক কষ্ট দিওনা; এক্ষণে কাজের কথা উত্থাপন করা যাক—কি বল?”

বীরসিংহ। হাঁ—অবশ্য, অবশ্য। তুমি আমাদিগের কলিকাতাস্থ নাট্যাভিনয় সভার একজন প্রধান হিতৈষী যাহাতে ঐ সভার শ্রীসাধন হয়—যাহাতে দেশের অত্যাচার ও অনিষ্ট তিরোহিত হয়—স্বদেশ উন্নতি করা যায়—তাহা তোমার অবশ্য করা কর্ত্তব্য; সেই হেতু আমি তোমাকে আমাদিগের মনস্থ বিষয়টী সুশীলাকে উত্থাপন করিতে অনুমতি করিলাম।

আমি মনে মনে করিলাম, অভিনয় সভার এই রূপ সভ্য মহাশয়দিগের দ্বারা দেশের যে রূপ শ্রীসাধন ও অত্যাচার নিবারণ হয়, তাহা দেশ-হিতৈষী মাত্রেই বুঝিয়াছেন। যাহাহউক দাদা যে অভিনয় সভার এক জন সভ্য এটী জানিতে পারিয়া আমার অন্তরে হর্ষ হওয়া দূরে থাকুক, মনে মনে দুঃখ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম—মা আমার ভাগ্যবতী বলিতে হইবে, যেহেতু তাঁহাকে দাদার এরূপ অবস্থা দেখিতে হয় নাই—বাবা পরে দেখিবেন কি না, তাহা সন্দেহ। আমি দাদাকে বলিলাম, “দাদা! আমি একান্ত দুর্ভাগিনী যে তোমার এরূপ চরিত্র দেখিবার জন্য জীবন ধারণ করে আছি।”

দাদা বলিতে লাগিলেন, “সুশীলা, তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না, আমি যে সঙ্গে মিশিয়াছি সে সঙ্গে থাকিলে সচ্চরিত্র ও দেশহিতৈষী ব্যতীত কেহই আমাকে আর কিছুই অনুভব করিতে পারিবেনা। যাহাহউক, আমাদিগের অভিপ্রায়টী তোমার নিকট ব্যক্ত করিলে তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিবে, এবং সেই জন্যই তোমার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ করিতে আসা।”

আমি উত্তর করিলাম, “কি অভিপ্রায়?”

দাদা বলিলেন, “দেখ, তুমি মহানগরী কলিকাতার নাট্যাভিনয় সভার

নাম শুনিয়াছ, আমরা সেই সভার কর্ম্মচারী। আমরা যখন কলিকাতায় ছিলাম তখন প্রতি শনিবার রাত্রে ৫০০ টাকা উপায় করিয়াছি; খরচ খরচা বাদ যাহা কিছু থাকিত, তাহা আমার বন্ধু ও আমি অংশ করিয়া লইতাম। যাহাহউক আমরা এক্ষণে হুগলীতে অভিনয় করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি দুই দিন হইল আমাদিগের কতকগুলি লোক এখানে পৌঁছিয়াছে; আর কতকগুলি আসিতেছে, বোধ করি আমরা ছয় সপ্তাহ এখানে অভিনয় করিব। যাহাহউক সুশীলা, আমাদিগের হুগলীতে আসা কেবল তোমার ভরসায়। তুমি যদি একটু মনযোগ কর, তাহা হইলে তোমারও এরূপ দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতে হয় না, আর আমাদিগেরও বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন হয়।"

আমি প্রথমতঃ দাদার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার দ্বারা তোমাদিগের কিরূপ লভ্য হইবার সম্ভাবনা?"

দাদা বলিলেন, "কেন? তুমি মনে করিও না যে, আমাদিগের সভায় কোন অভিনেত্রী নাই? তোমার ন্যায় আরও দুই চারি জন স্ত্রীলোক আছে, তাহারাও বয়স্থা—যদিও গৃহস্থ নহে।"

আমি দাদার মুখে এরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলাম, কারণ দাদা আমাকে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিবেন, তাহা আমি এক প্রকার বুঝিয়াছিলাম যদিও কত দূর সত্য তাহা জানিতাম না।

দাদার কথা শেষ হইতে না হইতে, বীরসিংহ বলিলেন, "যোগেন্দ্র, তুমি সুশীলাকে একেবারেই কোন কথা বলিও না, উহার মনোগত ভাব আমি ভাল বুঝিতেছি না।"

দাদা উত্তর করিলেন, "সে বিষয় তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, আমি ক্রমে ক্রমে উহাকে সম্মত করিব। দেখ সুশীলা, তুমি যে লোকের বাড়ী দাস্যবৃত্তি কর, এটী আমার কোন মতেই অভিপ্রায় নহে, কারণ তোমার মত সুশ্রী ও সুন্দরী মেয়ে মানুষের টাকা উপার্জ্জন করিবার অনেক উপায় আছে, দেখ ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা অভিনয় করে বড় বড় লোকের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন—কি বল মহারাজ বীরসিংহ?"

"হাঁ সত্যইত; ইংরাজদিগের মধ্যে যত লর্ড ও ওমরা আছেন, তাঁহারা প্রায়ই থিয়েটরের উত্তম উত্তম অভিনেত্রী দেখে বিবাহ করে থাকেন; কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে ওরূপ উন্নত প্রথা অবলম্বন করিবার এখনও অনেক বিলম্ব।"

আমি তাহাদিগের এরূপ বাক্য শুনিয়া ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলাম, "দাদা, তুমি আমাকে কিরূপে ওরূপ প্রশ্ন করিলে?"

দাদা বলিলেন, "কেন? এটা কি অন্যায় যুক্তি? তুমি যদি আমাদিগের থিয়েটরে গিয়া অভিনয় কর তাহলে যে কত টাকা উপার্জ্জন করা যায় তাহা কি বলিব! দেখ আমার বন্ধু একখানি নাটক লিখিয়া রাখিয়াছেন, সেখানির নাম, "হরিচরণের বিচার" বা "আদালতে কামিনী।" তুমি যেরূপে হরিচরণকে বিচার গৃহ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছ, সেই গুলিন যদি নিজে অভিনয় করে সর্ব্ব সমক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাও, তাহা হইলে কত লোক যে আমাদিগের থিয়েটর দেখিতে আইসে, আর কত টাকা যে উপার্জ্জন হয়, তাহা কিছুই বলা যায় না!!"

দাদার কথা শেষ হইতে না হইতে মহারাজ বীরসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ—তাহলে এখনই গিয়া সোনার জল দিয়া একখানি "হ্যাণ্ডবিল্" ছাপাও—

"হরিচরণের বিচার"

বা

"আদালতে কামিনী"

যে সুশীলা, কারামুক্ত হরিচরণকে বিচারগৃহ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিল, সেই সুশীলা নিজে অভিনেত্রী হইয়া হরিচরণের মুক্তি দেখাইবে—দেখ! দেখ! অতি আশ্চর্য্য অভিনয়!!! প্রথম এবং শেষরাত্রি!!!

মূল্য ॥০—১,—২,—৫,—টাকা ইত্যাদি।

প্রবেশ দ্বারে টিকিট বিক্রয় হয়।""

এই রূপে মহারাজ বীরসিংহ মদনমোহন অমরবর রায়, ভাবি " হ্যাণ্ড বিলখানি " মনে করিয়া আপনা আপনি পাঠ করিতে লাগিলেন।

আমি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, " আমি আপনার উপদেশ লইতে ইচ্ছা করি না, আমার ইচ্ছা আপনি এস্থান হইতে চলিয়া যান— দাদার সহিত আমার গোপনে কোন কথা আছে।"

মহারাজ বীরসিংহ বলিলেন, "ভাল, ভাল—আমার তাতে কোন আপত্তি নাই; তোমার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে তাহা আমার প্রিয়বন্ধু নগেন্দ্রকে বল, কিন্তু সুন্দরি, আমার ইচ্ছা যে, আমাদিগের সদ্‌যুক্তিটা যেন তোমার অন্তঃকরণে স্পর্শ করে—তুমি যেন আমাদিগের বঙ্গীয় নাট্যাভিনয় সভার শ্রীসাধন করিতে পরাঙ্‌মুখ না হও।" এই রূপ বলিয়া বীরসিংহ অতি গম্ভীরভাবে বাহুদ্বয় দোদুল্যমান করিয়া সজোরে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন—আমি ও দাদা একত্রে রহিলাম।

আমি দাদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "দাদা, তোমার সহিত যে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাহাহউক তুমি এখন কেমন আছ, আর এতাবৎ আমাকে কোন পত্রাদি লেখ নাই কেন? আমি তোমার সাক্ষাৎ জন্য যে কি পর্য্যন্ত উৎসুক ছিলাম, তাহা আর কি বলিব।"

দাদা বলিলেন, " আমার সহিত তোমার সাক্ষাতের আবশ্যক কি? তুমি ত আমার বশবর্ত্তিনী নহ; দেখ এই মাত্র আমি ও আমার প্রিয় বন্ধু তোমার হিতসাধনের জন্য যে বিষয় প্রস্তাব করিলাম তাহাতে ত তুমি সম্মত হইলে না; তুমি কি এটী বুঝিতেছ না যে, পরের দাস্যবৃত্তি করা অপেক্ষা থিয়েটরের অভিনেত্রী হওয়া ভাল।"

আমি বলিলাম, " ভাল দাদা, সে বিষয় লইয়া তোমার সহিত তর্ক করা আমার অভিপ্রায় নহে। এক্ষণে বল, তুমি কেমন আছ? এবং কিরূপেই বা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? অভিনয় সভায় নিযুক্ত হইয়া কি তোমার সুখ ও সচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে?"

"হয় নাই ? অবশ্য। আমি বিলক্ষণ বলিতে পারি যে, আমি এক জন সামান্য রাজা অপেক্ষাও সুখী" দাদা এই রূপ উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, "ভাল, আমি তোমার এরূপ বাক্যে সন্তোষ লাভ করিলাম; কিন্তু যাহাহউক দাদা তোমার এরূপ নাম পরিবর্ত্ত করিবার কারণ কি ?"

দাদা উত্তর করিলেন, "কারণ—সুদীর্ঘ ও সুশ্রাব্য নাম না হইলে, যাহারা অভিনয় সভার "হ্যাণ্ড বিল-খানি" পাঠ করেন, তাহাদিগের মনে একটা আস্থা হয় না। মনে কর—কোন রাত্রে সুবিখ্যাত ইংরাজী নাট্যকার সেক্স-পিয়ারের "হ্যামলেট্" নামক নাটক খানীর অভিনয় হইবে; আমরা যদি হ্যাণ্ডবিলে উল্লেখ করি যে "হ্যামলেট"—(ডেনমারকের রাজপুত্র)—চিন্তামণি নামক এক জন ব্যক্তি সাজিবে, সেইটী কিরূপ শুনায়। আর যদি লিখি—"হ্যামলেট্"—(ডেনমারকের রাজপুত্র)—মহারাজ বীরসিংহ মদনমোহন ভ্রমর বর রায়; "হোরেসিও"—পোননগেন্দ্র চন্দ্রমোহন নন্দলাল সেট্। এটীই বা কিরূপ শুনায়!"

আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল দাদা, তুমি কতদিন অভিনয় সভার সভ্য হইয়াছ ?"

দাদা বলিলেন, "প্রায় এক মাস হইল, আমি একবার গোবার গোপাল ও গদাধরদিগের সঙ্গে কলিকাতায় যাই; তাহারা বড় বাজারে গিয়া কতগুলি সোনার ও জড়ওয়া গহনা বিক্রয় করে; শুনিলাম, সেগুলি নাকি তোমারই।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি ইতিপূর্ব্বে শ্বেত-অট্টালিকা হইতে যখন পলায়ন করি, তখন গোবার গোপাল ও গদাধর তথাকার সমস্ত অলঙ্কারগুলি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করে, আমি মনে মনে করিলাম বোধ হয় সেই গুলি তাহারা বিক্রয় করিয়া থাকিবে। যাহাহউক আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তার পর ?"

দাদা বলিলেন, "তার পর, তাহারা সেইগুলি বিক্রয় করিয়া আমাকে দশ টাকা দিয়াছিল, বলিয়াছিল—তোমার ভগ্নী সুশীলার নিকট হইতে

আমরা এগুলি পাইয়াছি, কাহাকেও বলিও না—এই লও, তোমাকে দশ টাকা দিলাম—তার পর যে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহা আমি কিছুই সন্ধান পাই নাই। সেই দিন হইতে আমি কোন উপায়ে কলিকাতার নাট্যাভিনয় সভার সভ্য হইয়াছি।”

আমি বলিলাম, “দাদা, তুমি আমার প্রাণের ভাই এবং আমার জ্যেষ্ঠ, অধিক কি বলিব, তুমি যে গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছ ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? তাহারা যে কিরূপ চরিত্রের লোক তাহা বোধ হয় তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জানিতে পারিয়াছ; পরমেশ্বর করুন যেন কখন তোমাকে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতে না হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তুমি এক কুসংসর্গ ছাড়িয়া আর এক কুসংসর্গে ঢুকিয়াছ; নিতান্ত কদাচারী লোক ব্যতীত অভিনয় সভায় কেহ প্রবেশ করে না, এই আমার বিশ্বাস। সে যাহাই হউক আমার ইচ্ছা যে, তুমি যেমন গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছ, তেমনি অভিনয় সভাটীও পরিত্যাগ কর। দেখ, তুমি আমাদিগের বংশের একমাত্র তিলক; ও অভিভাবক তুমি বর্ত্তমান থাকিতে আমাদিগকে সামান্য অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে; এ সকল মনে করিয়া কি তোমার একটু ঘৃণা বা দুঃখ হয় না?”

“আঃ—এইতো পাপ! তোমার বক্তৃতা শুনিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই; কারণ আমি ব্রাহ্ম সমাজে আসি নাই;—বাঃ, আবার কাঁদিতেছ কেন? তোমার চক্ষু দুটীতে যেন বরুণ বাঁধা, আমি আসিলেই তোমার কান্না হয়। যাহাহউক সুশীলা, স্পষ্ট বলিতে কি, তুমি যদি আমাদিগের অভিনয় সভায় প্রবেশ কর, তাহা হইলে দেশের ও বঙ্গীয় নাট্যাভিনয় সভার যে কি পর্য্যন্ত শ্রীসাধন করা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।”

আমি বলিলাম, “দাদা, সে কথায় আর আবশ্যক নাই; এক্ষণে আমি যাহা প্রস্তাব করি সে বিষয়ে তুমি কি বল? আমার ইচ্ছা আজ কালের

মধ্যে দিলেকাসে যাইব, কারণ সুকুমারীর সহিত অনেক দিন আমার সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহার পত্রাদিও কিছুই পাই নাই ; তুমি যদি আমার সঙ্গে দিলেকাসে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার পথ খরচ যাহা লাগিবে আমি দিব।"

দাদা বলিলেন, "কেন ? তুমি কি কুমারীর কথা কিছু শুন নাই ? তাহার ছোট মাসী যে মরিয়াছে ; বুড়ীর অনেক গুলি টাকা ছিল, বোধ হয় সুকুমারীকে দিয়া গিয়া থাকিবে।"

আমি শুনিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কি দাদা, ছোট মাসী মরিয়াছেন ! তুমি কিরূপে শুনিলে ?"

দাদা। আমি শুনিয়াছি, কিন্তু কতদূর সত্য তাহা জানি না।

দাদার এরূপ বাক্য শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল—ভাবিলাম, দুঃখিনীর একমাত্র ভগ্নী অন্যের আশ্রয়ে ছিল—তাহাতেও বিধাতা বিমুখ ! আহা ! ছোট মাসী যদি যথার্থ মরিয়া থাকেন, তাহা হইলে সুকুমারীর কি দুরবস্থাই না হইয়াছে—মনে মনে করিলাম, এখানে আর অধিক কাল অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, কল্যই সুকুমারীর নিকট যাইব।

যাহাহউক আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তুমি কি বাবার কোন সংবাদ পাইয়াছ ?"

দাদা বলিলেন, "না, আমি কিছুই জানি না ; দেখ, সুশীলা, আমার একটুমাত্র অবকাশ নাই ; আর বিশেষ আমাদিগের এখন "রিহারস্যাল" পড়েছে। যাহাহউক তুমি আমাকে আমার খরচা দিয়া বাড়ী যাইতে বলিতেছ, কিন্তু বাড়ী যাইতে হইলে আমার জন্য তোমাকে ৩৲ টাকা পথ খরচ করিতে হইবে—আর আমারও এখন সময় নাই, তা তুমি একটী কর্ম্ম কর না কেন ? সেই তিন টাকা আমাকে হাওলাত দাও, আমি পরে তোমাকে পরিশোধ করিব।"

আমি বলিলাম, "দাদা, তুমি এই বলিলে, যে আমি রাজার অপেক্ষা সুখে আছি, কিছুরই অভাব নাই—তবে টাকা লইয়া কি করিবে ?"

দাদা। না, এমন কিছুরই আবশ্যক নাই, তবে আমাদিগের থিয়েটরের এক জন দরোয়ানকে বক্‌সিস দিব।

আমি বলিলাম, "দাদা তোমার ভগ্নী লোকের বাড়ী দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; কোথায় আমি তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব, তা না হয়ে তুমি আমার কাছে টাকা চাহিতেছ। যাহাহউক দাদা, তুমি যখন এরূপ প্রার্থনা করিলে তখন আমি তোমাকে দিতে সম্মত আছি।" এই বলিয়া আমি জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহাকে তিনটী টাকা আনিয়া দিলাম।

দাদা পাইবামাত্রই আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "সুশীলা, তুমি অতি সৎ—আর সেই জন্যই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। যাহাহউক তুমি যদি আমাদিগের থিয়েটারের এক জন অভিনেত্রী হইতে তাহা হইলে তোমার ভাল হইত এবং আমিও সুখী হইতাম।" এই রূপ কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া দাদা আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আমিও অনন্য মনে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপন কক্ষে উপস্থিত হইলাম।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——*※*※*——

পথিমধ্যে।

This is my own, my native land !
Whose heart hath ne'er within him burn'd,
As home his footsteps he hath turn'd ?

Sir. W. Scott.

"জন্মস্থান—মাতৃভূমি" এই শব্দটী কি মধুময়! মনুষ্য বহু—বহু কাল পর্য্যন্ত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করুক; অনেক দিবসাবধি অন্যত্রে জীবনাবসান করুক; বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া, যুবা, বালক, যে যে স্থানে অবস্থান করুক, "স্বদেশ, জন্মস্থান" এই সুমধুর বাক্যটী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, কাহার না অন্তঃকরণে স্বদেশের প্রতি আন্তরিক স্নেহ, ভালবাসা ও অনুরাগের উদয় হয়? বস্তুতঃ যে জাতির স্বদেশের প্রতি অনুরাগ নাই, যে জাতি জন্মস্থানের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রুপাত না করে, যে জাতি পরাধীন হইয়া অন্যের পাদুকা বহন করে—অন্যের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে—সেই জাতি এই অবনীতল হইতে বিদায় হউক—সেই জাতি স্ববান্ধবে একত্র হইয়া জাহ্নবী-সলিলে নিমগ্ন হউক—সেই জাতি জলন্ত অগ্নিশিখায় নিপতিত হউক। দেশানুরাগ-বিহীন মনুষ্য অদূরে ঐ নীড়সঙ্কিত আশ্রয়তরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; ছেদক উহার মূলচ্ছেদনে কুঠার অবলম্বন করিয়াছে, নীড় হইতে বিহঙ্গকুল আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া ক্রন্দন করিল—"জন্মস্থান," পুত্রকলত্রপরিপূর্ণ আশ্রয়তরু—মূলচ্ছেদনে বিনষ্ট করিওনা—তোমাকে করযোড় করি।"

মাঠকরর আর সেই জন্ম স্থানটী আমার স্মৃতিপথে পতিত হইল; বস্তুতঃ ক্রীড়াশক্ত শিশু যদ্রূপ বহুক্ষণ পরে মাতৃক্রোড় স্মরণ করিয়া চঞ্চল হৃদয়ে তথায় গমন করিতে উদ্যত হয়, অনন্তরূপ ক্রীড়া বেষ্টনে থাকিয়া স্বদেশ গমনে আমার মন সেই রূপ চঞ্চল হইল। আমি সেই হেতু মাঠাকুরাণীর নিকট বিদায় হইবার জন্য তথায় গমন করিলাম।

আমি যে সময় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করি, সে সময় তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা আমি দেখি নাই; আমি যাইবামাত্র তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "সুশীলা! তুমি যে চিঠিখানি হরনাথ বাবুর স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলে, সেখানি ফিরিয়া আসিয়াছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"জগচাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন," জানি না, কিন্তু চিঠিখানি সেই রূপ অবস্থাতেই আমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; আমার বোধ হয় তাহারা বাটীতে কেহই নাই: যদি আদালতে তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করাতে, হয় ত হরনাথ বাবু সপরিবারে লজ্জায় দেশ হইতে পলায়ন করিয়া থাকিবেন।"

আমি বলিলাম, "আশ্চর্য্য কি, সংসারের কলঙ্কই ইহার প্রধান কারণ হইবার সম্ভাবনা; যাহাউক আমি দেশে যাইতেছি, বোধ হয় যাত্রাকালীন হরনাথ বাবুর বাড়ীর সংবাদ লইয়া যাইব।"

জগচাঁদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সে কি সুশীলা, তুমি এত অল্প দিনের মধ্যেই আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইবে - সেটী হইবে না; দেখ তোমার কথায় আমার বিপিনের আর সুখ্যাতি ধরে না, বিপিন সর্ব্বদাই আমাকে তোমার কথা বলে, এবং তুমি যাহাতে আমাদিগের বাড়ী হইতে না যাও, সর্ব্বদাই এরূপ পরামর্শ দেয়।"

আমি বলিলাম, "আপনারা সকলেই একরূপ যত্ন করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু কি করি; আমি যে ভগ্নীটীকে এক প্রতিবাসিনীর গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি মরিয়াছেন; সেই জন্যই আমাকে দেশে যাইতে হইল।"

মাঠাকুরাণী বলিলেন, "যদি এরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই, তবে মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিও ? তোমার কুশল সংবাদ পাইলে আমরা সুখী হইব। আর আমি তোমাকে যে তিনটী টাকা দিয়াছি তাহা আমার আবশ্যক নাই, বরং তোমার পথ খরচের জন্য আমি তোমাকে আরও কিছু টাকা দিতেছি, বোধ করি তুমি অগ্রাহ্য করিবে না।" এই রূপ বলিয়া তিনি আপন বাক্স হইতে আমাকে ১০টী টাকা ও হরনাথ বাবুর স্ত্রীর প্রত্যার্পিত চিঠিখানি প্রদান করিলেন।

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি, আমি আপনাকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি; কিন্তু আপনি যে টাকা আমাকে দিলেন, তাহা আপাতত আমার প্রয়োজন বশত লইলাম—সুবিধা হইলে আপনাকে প্রত্যাপণ করিবার ইচ্ছা রহিল।"

এই রূপে জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রীর ও আর আর পরিচারিকা বর্গের নিকট বিদায় লইয়া আমি সে দিবস আহারাদির পর এক খানি গাড়ী করিয়া স্বদেশ গমনে যাত্রা করিলাম।

হুগলী হইতে "দিলেকাসে" যে পথ দিয়া যাইতে হয়, আমি সে পথ দিয়া গমন করিলাম না, কারণ হরনাথ বাবুর বাড়ীটী প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব এইটী আমার ইচ্ছা ছিল।

যাহাহউক গাড়ীখানি "আমতা" গ্রামে হরনাথ বাবুর বাটীর সন্নিকট হইবামাত্র আমি দেখিতে পাইলাম যে,বাড়ীটীর বহির্ভাগের নিচের ও উপরের সমস্ত ঘরের জানালা এবং দরজা বন্ধ; তাহাতে বোধ হইল, যে পরিবার-বর্গ সত্য সত্যই এখানে নাই। আমি এক বার মনে করিলাম যে, গাড়ী হইতে আর নামিব না, আবার ভাবিলাম, যদিও হরনাথ বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা এখানে কেহ না থাকেন, তত্রাচ তাঁহার কোন না কোন দাস দাসী থাকিবার সম্ভাবনা; তাহাদিগের নিকট হইতে অবশ্য মাঠাকু-রাণীর সংবাদ পাইতে পারিব এবং যেথায় পত্র লিখিলে তিনি পাইতে পারেন, এটীও জানিতে পারিব; এইটী ভাবিয়া আমি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমি যে সময় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, সে সময় হরনাথ বাবুর বৃদ্ধ মালীটি বসিয়াছিল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি ঐই মালাকারের কথা এক বার বলিয়াছি। যে সময় গণককন্যা শরৎ বাবুকে অপহরণ করিয়া যায়, সে সময় এই মালাকার ও বিমলা উপবন মধ্যে শরৎ বাবুর সন্ধান করিয়া বেড়ায় এবং তাহার কোন সন্ধান না পাওয়াতে এই ব্যক্তিই মাঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া হরনাথ বাবুর স্ত্রীকে তাঁহার পুত্রের অপহরণ বৃত্তান্তটী জ্ঞাত করে। যাহাহউক মালী আমাকে দেখিবা-মাত্র বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "একে সুশীলা!! তুমি কেমন আছ, আমি তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই; বস্তুতই আমি তোমাকে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে বেশ বড় সড়টী দেখিতেছি। আমি বুড় মানুষ, এরূপ সম্ভাষণে বোধ হয় দোষী হইলাম না; কারণ আমি তোমার ঠাকুর দাদার বয়সী।"

আমি বলিলাম, হাঁ, "তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সুস্থ হইয়াছি—মধ্যে পীড়িত ছিলাম।"

মালাকার বলিল, "ভাল, তুমি নাকি হুগলীর কাছারীতে, হরিচরণের ফাঁসী রদ করিয়া দিয়াছ? যাহাহউক সুশীলা, তুমি সর্ব্বদাই পরহিতার্থী, শরৎ বাবুকে যে রূপে চোরদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ তাহাও আমি জানি।"

মালাকার এই রূপ বলিতে বলিতে আমাকে বহির্ব্বাটীর একটী ঘরে লইয়া গিয়া এক খানি বসিবার আসন দিল, এবং একে একে হরিচরণের মকর্দ্দমার বৃত্তান্তটী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি তাহাকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত জ্ঞাত করিয়া অবশেষে হরনাথ বাবু ও তাঁহার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহারা কোথায় আছেন, কবে প্রত্যাগমন করিবেন, আর কেনই বা বাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

মালাকার উত্তর করিল, "কেন গিয়াছেন তাহা আমি জানি না; কিন্তু যে দিন হরিচরণের মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তার পর দিবস প্রাতেই তাঁহারা এস্থান হইতে কাশী ধামে যাত্রা করিয়াছেন। আজ এক পক্ষ

হইল কর্ত্তামহাশয় দাওয়ানজীকে এক খানা পত্র লেখেন, তাহাতে তাঁহারা কুশলে নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন ও ভাল আছেন, এই মাত্র লিখিয়াছেন—বিশেষ কোন সংবাদ দেন নাই।”

আমি মনে মনে করিলাম, জয়চাঁদ বাবুরস্ত্রী ইহাদিগের দেশ পরিত্যাগের কারণ যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, সেটী অযথার্থ নহে, যেহেতু এরূপ অকস্মাৎ বাড়ী হইতে গমন করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই দেখিতেছি না; যাহাহউক আমি বৃদ্ধ মালাকারকে বলিলাম, “তবে ইহারা সত্য সত্যই কাশী গিয়াছেন; ভাল, আমি যদি মাঠাকুরাণীকে ঐ ঠিকানায় এক খানি পত্র লিখি, তাহা হইলে তিনি পাইতে পারেন?”

মালী বলিল, “কেন পাইবেন না, অবশ্য পাইবেন,” এইটী বলিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, “আজ দুই চারিদিন হইল, নূতন ঝীকে বিমলা এক খানী চিঠি লিখিয়াছে; বিমলাকে তোমার মনে পড়ে?”

আমি বলিলাম, “বিমলাকে কি কখন আমি বিস্মৃত হইব! তার পর—বল।”

মালাকার বলিল, “তার পর; নূতন ঝী সেই চিঠিখানি আমাকে দেখিতে দিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিতে কি মাঠাকুরাণী অতিশয় মনের দুঃখে আছেন; এবং দিন দিন এরূপ মলীন ও দুর্ব্বল হইতেছেন যে, তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না; আর বস্তুত তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, একে ত বড়লোকের সর্ব্বদাই চিন্তা, তাহার উপর এই পথকষ্ট, দুর্ব্বল হবার আর বিচিত্র কি?”

আমি বলিলাম, “হাঁ সমস্ত বুঝিলাম, কিন্তু মাঠাকুরাণীর বিষয় তুমি কি বলিতেছিলে? স্পষ্ট করিয়া বল, আমি অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি।”

মালাকার উত্তর করিল, “সত্য বলিতে কি, বিমলা মাঠাকুরাণীর অতি শোচনীয় অবস্থা লিখিয়াছে; সে বলে,” মাঠাকুরাণী আপনার মনের কষ্টে এরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছেন যে, বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।”

মৃত্যু!!" শুনিবামাত্রই আমি চমকিত হইলাম, চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইল!!!

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, "হাঁ, সত্য সত্যই; তাঁহার এরূপ হইবার কারণ শুদ্ধ হরনাথ বাবু তাঁহার পরিবারের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানেন না; সুশীলা, তুমি ইহার কারণ সমস্তই জ্ঞাত আছ—কিন্তু হউক, যদিও তিনি জানেন যে, তাঁহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, তত্রাচ তাঁহাকে ওরূপ মনকষ্ট, গঞ্জনা, দিয়া দিন দিন মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা হরনাথ বাবুর কর্ত্তব্য নহে—যদি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে না দেখিতে পারেন, ভালই—তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করুন, কিম্বা অপর একটা বাড়ীতে রেখে কিছু কিছু মাসহারা দিন, মুখ দর্শন করিবার আবশ্যক কি? তাহা হইলেই তো স্ত্রীকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হইল। যাহাহউক সুশীলা, আমি বুড় মানুষ, যদিও তোমার ন্যায় ওরূপ অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকের সম্মুখে আমার এই সমস্ত কথা বলা উচিত নহে, তত্রাচ তুমি নাকি মাঠাকুরাণীর প্রিয়, ও তাঁহার সুখ ও দুঃখে, সুখী ও দুঃখী সেই জন্যই তোমাকে বলা, বস্তুতঃ নূতন ঝী এখানে থাকিলে, আমি তোমাকে বিমলার প্রদত্ত সেই শোচনীয় চিঠিখানি দেখাইতাম। তুমি কি আজ এখানে থাকিবে?"

আমি বলিলাম, "না, আমি দেশে যাইতেছি, যদি জীবনের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা হইলে পুনরায় তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

বৃদ্ধ মালী বলিল, "তবে তোমাকে আজ আমি চিঠিখানি দেখাইতে পারিলাম না; আহা! সুশীলা, মাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে যদি বিমলার সেই চিঠিখানি পড়, তাহা হইলে তুমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হবে তাহা বলিতে পারি না। বিমলা লিখিয়াছে যে, আমি এক দিন আড়াল হইতে হরনাথ বাবুর সহিত মাঠাকুরাণীর কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, মাঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীকে বলিতেছেন, "আপনি আমাকে প্রাণে মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; বস্তুতঃই আমি আপনা আপনই জানিতে পারিতেছি যে, শীঘ্রই আমার

মৃত্যু হইবে—শীঘ্রই আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় হইব, যেহেতু আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় লইবার পাত্রী; কিন্তু আমার এই শেষ অবস্থাতে আর আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না; আমি আপনার চরণে ধরিয়া বলিতেছি যে, আমাকে সচ্ছন্দে মরিতে দিন, মৃত্যুমুখে অবলা কামিনীকে এরূপ মনকষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়া আপনার ন্যায় বিবেচক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।" বিমলা লিখিতেছে, এরূপ উক্তিতেও হরনাথ বাবুর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না, তিনি পুনরায় মাঠাকুরাণীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন. যাহাহউক সুশীলা, আমি দুঃখিত হইলাম যে, আমি তোমার এরূপ ক্রন্দনের কারণ হইলাম, কিন্তু আমার দোষ কি? তুমি আমাকে মাঠাকুরাণীর কথা বলিতে বলিলে, আমি বলিলাম।"

পাঠক মহাশয়, আমি আকুলিত নয়নে কাঁদিতে লাগিলাম, কারণ হরনাথ বাবু, দেবালয় গমন কালীন গাড়ীতে মাঠাকুরাণীকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন—যে সমস্ত নিদারুণ বাক্য মাঠাকুরাণীর হৃদয়ে শূল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই সমস্ত আমার স্মরণ পথে পতিত হইল।

"বিমলার ইচ্ছা নহে যে, বাবুর বাড়ীতে আর চাকরী করে, কারণ সে মাঠাকুরাণীর এরূপ কষ্ট দেখিতে অপারক।" (বৃদ্ধ মালী পুনরায় বলিতে লাগিল) "তবে কি করিবে; মাঠাকুরাণীর অনুরোধে এবং এরূপ সময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনায় সে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, মাঠাকুরাণী আমার কথা কখন উল্লেখ করেন?"

"মালাকার বলিল," না—বরং বিমলা তোমার কথা পাড়িলে তিনি তাহা গোপন করিবার জন্য অন্য কথা ফেলেন; বিমলা বলে, "সুশীলা যে আপন ইচ্ছায় এখান হইতে অন্যত্রে গমন করিয়াছিল তাহা মাঠাকুরাণী বিশ্বাস করেন না; তিনি জানিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃকই এই রূপ সংঘটন হইয়াছিল।"

আমি পুলকিত চিত্তে বলিয়া উঠিলাম, "হাঁ, তাহাই আমি অশঙ্কা

করিতেছিলাম এবং সেই কারণই আমি তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাল, তুমি কি আমার চরিত্রের বিষয় কোন সন্দেহ কর ?"

মালী উত্তর করিল, "কিছুই নহে, এবং আমাদিগের দাস দাসীর মধ্যে কেহই তোমাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া ভাবে না, আর বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি দুশ্চরিত্রা হইলে, আমি তোমার সহিত কখনই এরূপ বন্ধুভাবে কথা কহিতাম না? তোমার চরিত্রে যে বিন্দুমাত্র দোষ নাই, একথাটী বিমলাও মাঠাকুরাণীকে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, "আহা! বিমলার হৃদয় সরল—আমি তাহাকে একখানা পত্র লিখিব, সে খানি সে মাঠাকুরাণীকে দেখাইলে, আমার উপর তাঁহার অনেক বিশ্বাস হইবে, এবং তিনি মনে মনে সুখী হইবেন।"

মালাকার বলিল, "উত্তম পরামর্শ, যাহাহউক সুশীলা, আমি সন্তুষ্ট হইলাম যে তুমি মাঠাকুরাণীর দুঃখে দুঃখীত হইয়াছ। এই ঘরে কাগজ ও কলম আছে, যদি তোমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে বল, আমি দিতে পারি—কিন্তু দোয়াতে কালি নাই, একটু হুকার জল দিয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "তাহাই দাও, কারণ তোমার নিকট হইতে বিমলার সবিশেষ ঠিকানা না লইলে, চিঠিখানি পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই।

এই রূপ কথোপকথনের পর, বৃদ্ধ দোয়াতে হুকার জল ঢালিতে বসিল, এবং আমি পত্রখানি লিখিয়া তাহার নিকট হইতে বিমলার ঠিকানাটী লিখিয়া লইলাম ও অল্পক্ষণ পরে দিলেকাস যাইতেছি এইটী মালাকারকে জানাইয়া সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

—**@**—

ভগ্নীর রহস্য।

অন্ত তব, প্রেম, বুঝে ওঠা ভার!
কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমার?
নর সাজে নারী!—নারী সাজে নর!—
পুরুষেরে নারী ধরায় পায়!

অবসর সরোজিনী।

পাঠকবর, সুকুমারীর আশ্রয় তরুটী দুরন্ত কালের কুঠারাঘাতে বিনষ্ট হইল; বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে? দুর্ভাগ্যের কুটীল মন্ত্রণায় কে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়? আহা! বালিকা, নিকট পিতা মাতা আত্মজন কেহই নাই, হয়ত কষ্টে, অনাহারে, প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবে! সংসারের বিচ্ছিন্নতা উপস্থিত হইলে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কুমারী বালিকা, আমার সহিত দুঃখ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না, সেই হেতু তাহাকে এক জন প্রতিবাসিনীর আশ্রয়ে রাখিয়াছিলাম, বিধাতা তাহাতে বিমুখ হইলেন, এক্ষণে উপায় কি? কি উপায়ে সুকুমারীর জীবিকা নির্ব্বাহ করি; অকুল পাথার ভাবিতে লাগিলাম, গাড়ীখানীও দ্রুতগমনে চলিতে লাগিলাম।

আমি এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বদেশে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় অকস্মাৎ দুইটী লোক রাস্তার উভয় পার্শ্ব হইতে দ্রুত আসিয়া অশ্বের মুখ ধরিল, গাড়ীখানিও অনতি বিলম্বে দণ্ডায়মান হইল।

আমি মনে মনে করিলাম—ইহারা কে? গাড়ীখানিই বা এরূপ পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইল কেন? পরক্ষণেই দেখিলাম, সেই পাপময় মূর্ত্তিদ্বয়—গোঁয়ার গোপাল ও গদাধর!। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই আমায় ভয় হইল—শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, ভাবিলাম, দুরাত্মারা বোধ হয় আমার নিকট যে কয়েকটী টাকা আছে, তাহাই অপহরণ করিবে; কিন্তু ভাগ্য বশতঃ তাহাদিগের সেরূপ ভাব দেখিলাম না। গদাধর আমার গাড়ীর দ্বারস্থ হইয়া বলিল, "সুশীলে। তুমি দেশে আসিয়াছ—কিন্তু সাবধান; আমাদিগের বিষয় যদি উদ্দেশেও গ্রামবাসীদিগের নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মুণ্ডচ্ছেদন করিব।"

আমি বলিলাম, "না—তোমাদিগের কথা আমার বলিবার আবশ্যক কি?"

গদাধর আর কিছু না বলিয়া গোপালকে অশ্বের মুখ ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত করিল—গাড়িখানি পুনরায় চলিতে আরম্ভ হইল।

আমি কিয়দ্দূর আসিয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাগা, তুমি বলিতে পার, এখানে সুকুমারী নামে একটী মেয়ে কোথায় থাকে?"

বৃদ্ধা বলিল, "সুকুমারী কে! গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে নয়?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে এক্ষণে তাহাদিগের পৈত্রিক বাটীতেই আছে।"

আমি সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিকেই অশ্ব চালাইতে আদেশ করিলাম এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাঠক মহাশয়! এই সেই অট্টালিকা—যে অট্টালিকার ভূমিখণ্ডে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি—যে অট্টালিকায় আমি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া শৈশবাবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে হস্তপদনিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছি, ও তাঁহার সেই স্নেহ পরিপূর্ণ মুখখানি দর্শন করিয়া কখন হাস্য, কখন বা ক্রন্দন করিয়াছি—অদ্য সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম—সেই স্নেহ পরিপূর্ণ নয়নতৃপ্তিকর ভূমিখণ্ডে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু এ চিরদুঃখিনীর

পক্ষে একণে আর নয়নতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল না—সেই মাতৃবিয়োগ গৃহ, সেই পাঠ্যস্থান, সেই অনিষ্টকর বাতায়ন—যে বাতায়ন দিয়া সেই হাবা পুরুষ মাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়াছিল ; সেই পার্শ্বের গৃহ—যে গৃহ হইতে পিতা "গুপ্তলিপিখানি" পাঠ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন ; একে একে সমস্তই আমার নয়ন পথে পতিত হইল—একে একে সকলই আমার মাতৃবিয়োগজনিতশোকানল উদ্দীপ্ত করিয়া দিল—আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, "মা—আমাদের কোথায় রাখিয়া গেলে, এ যে তোমার সংসার—আমি কাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইব ?"

আমার ক্রন্দন শব্দ শুনিবামাত্রই সুকুমারী গৃহাভ্যন্তর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ; আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম ; কিন্তু কে শুনিবে ? বিধাতা যদি শোকাতুরের ক্রন্দন শুনিতেন, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে কাহাকেও দুঃখভার বহন করিতে হইত না।

যাহাহউক অনেকক্ষণের পর আমরা প্রাঙ্গণ হইতে গৃহে উপস্থিত হইলাম এবং শোক সম্বরণ করিয়া উভয়ের মনের দুঃখ উভয়কে প্রকাশ করিলাম। সুকুমারী একণে আর সেরূপ বালিকা নাই—আমি যখন তাহাকে ছোট মাসীর নিকট রাখিয়া যাই, তখন তাহার বয়স প্রায় আট বৎসর ; আজ প্রায় তিন বৎসরের পর আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম ; এই তিন বৎসরের মধ্যে কুমারী এরূপ বাড়িয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে আমা অপেক্ষা বয়োধিকা বলিয়া বোধ হইত। কিয়ৎক্ষণ পরে সুকুমারী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিল, "দিদিমণি, আমি তোমার জন্য লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না।"

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কুমারি—কেহ কি তোমাকে কোন কথা বলিয়াছে ?"

সুকুমারী বলিল, "লোকে বলে তুমি নাকি বিজয়বাবুর সহিত একটী বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলে ?"

আমি উত্তর করিলাম, "না ; আমি ভাড়া করি নাই, কোন দুষ্টলোকের

চক্রে পড়িয়া আমাকে সেইখানে যাইতে হইয়াছিল। তুমি এই সংবাদ কোথা হইতে পাইলে?"

কুমারী বলিল, "কেন আমি শুনিয়াছি। যোগেন দাদা প্রথমতঃ তোমাকে দুই তিন বার হরনাথবাবুর ঠিকানায় পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তোমার কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে তিনি নিজে তথায় তোমার অনুসন্ধান করিতে যান—সেই পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতে আসেন নাই, এবং কোথায় গিয়াছেন তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই—

এইটী শুনিবামাত্র আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইল; আমি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলাম, "তবে কি যোগেন্দ্রের সহিত আর আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে না?"

কুমারী বলিল, "কি জানি? যোগেনদাদার বাপ পরদিবস তাঁহার তত্ত্ব লইবার জন্য হরনাথবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। হরনাথ বাবু তাঁহাকে তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করান এবং তুমি যে বিজয়বাবুর সহিত একত্রে বাস করিয়াছিলে তাহাও বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "যোগেন্দ্র যখন আমার মুখে সুশীলার দুশ্চরিত্রের বিষয় শ্রবণ করে, তখন তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল এবং সেই দিন হইতে সে আমার বাড়ী ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

যোগেন্দ্রের চক্ষের জল—একজন ধনাঢ্য লোকের পুত্রের অশ্রুবারি—আমার জন্য—একজন সামান্য কাঙ্গালিনী পরিচারিকার জন্য নিপতিত হইল! কেন? কে বুঝিবে? প্রণয় সৌভাগ্যের বশবর্ত্তী নহে, দুর্ভাগ্যেরও আয়ত্তাধীন নহে; হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বন্ধ—অন্তরে অন্তরে মিলন, এটী যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন—এবং তিনিই বুঝিবেন যে, যোগেন্দ্রের অশ্রুবিসর্জ্জন শুনিয়া আমার হৃদয় সে সময় কিরূপ কাতর হইয়াছিল—কিরূপ অধৈর্য্য—কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহাহউক আমি কুমারীকে সে সমস্ত কিছুই বলিলাম না, কারণ, সুকুমারী বালিকা, আমার হৃদয়ের এরূপ গুরুভার বুঝিতে পারিবে না; যদি কোন প্রেমিক পাঠক বা পাঠিকা নির্জ্জনে বসিয়া আমার এই "গুপ্তলিপি" খানি

পাঠ করেন তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন, সেই জন্য বাহুল্যে লিখিলাম না।

যাহাহউক এক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় রাত্রি ১০টা বাজিতে গেল; আজি আমরা আহারাদি করিলাম না, উভয়ে শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদিগের বাটীতে তিনটী মাত্র ঘর ছিল; একটীতে মাতার মৃত্যু হয়, একটীতে বসিয়া আমরা তাঁহার নিকট পাঠ করিতাম, এবং একটীতে বাবা বসিতেন। আমি শয়নকালীন কুমারীকে আমার নিকট শুইতে আদেশ করিলাম; কুমারী তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল, " কাহারও বিছানায় শুইলে আমার নিদ্রা হয় না। যোগেনদাদার ঝী আমাদিগের বাটীতে শুইতে আসে, কিন্তু আমি তাহাকে সতন্ত্র ঘরে শুইতে দি। "

আমি বলিলাম, " কুমারী, যদি একত্র শুইলে তোমার অসুখ হয় তাহা হইলে তুমি অন্য ঘরে শুইতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। " এই রূপ বলিয়া আমরা উভয়ে সতন্ত্র গৃহে শয়ন করিলাম এবং যোগেন্দ্রের ঝী আসিলে তাহাকেও অপর একটী ঘরে শুইতে দিলাম।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া—দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইল, আমারা দুই জনে কালযাপন করিতে লাগিলাম। জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রী আমাকে বাড়ীতে আসিবার সময় যে কয়টী টাকা দিয়াছিলেন, তাহাই ভাঙ্গাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম।

এক দিন রাত্রে আমি শুইয়া আছি, নিদ্রা হয় নাই; অনন্যমনে আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছি—"যোগেন্দ্র কোথায়? আর কি তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না? লোকে চাকরী করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ লইয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, কিন্তু আমি অমূলক কলঙ্কের ডালি লইয়া বাড়িতে আসিলাম; তাহাতেও ক্ষান্ত নাই; যে আশারূপ তৃণটী লইয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম, বিধাতা তাহাতেও বঞ্চিত করিলেন! যোগেন্দ্রের সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না—এবং হইলেও সে যদি আমার শ্বেত অট্টালিকার বৃত্তান্তটী শুনিয়া থাকে তাহা হইলে

হয়ত আমার সহিত আর বাক্যালাপ করিবে না ; তবে কি আমি যাবজ্জীবন এইরূপ লোকের বাড়ী দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবন অতিপাত করিব ? লোকে বলে সুখ ও দুঃখ মনুষ্যের জীবনচক্রে ঘুরিতেছে, সুখের শান্তি হইলে দুঃখ এবং দুঃখের অবসান হইলে সুখ ; কিন্তু কৈ ? আমার অদৃষ্টে সুখ লৌহকবচে আবদ্ধ, কাহার সাধ্য তাহা উন্মোচন করে !

আমি এই রূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ একটী শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ; বোধ হইল যেন কোন লোক অতি সাবধানে, কুমারীর ঘরের দরজাটী খুলিতেছে ; ভাবিলাম, কুমারী যদি উঠিয়া থাকে তাহা হইলে ওরূপ আস্তে আস্তে চৌরভাবে দরজাটী খুলিবে কেন ? এইটী মনে উদয় হইবামাত্রই চোর, ডাকাইত, খুনী. ইহাদিগের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগরূক হইল—গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরের মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইল, অকস্মাৎ ভয় ও অধৈর্য্যতা আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল : আমি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া কর্ণপাত করিয়া রহিলাম; কিন্তু পরক্ষণে আর সেরূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম না—সকলই নিস্তব্ধ, নীরব—পৃথিবী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম—কিন্তু সচ্ছন্দে নহে—কাক নিদ্রার ন্যায় একটু নিদ্রা আসিল ; অল্পক্ষণ পরেই আবার সেইরূপ শব্দ শুনিয়া জাগ্রত হইলাম ; এবারে দ্বার উদঘাটনের শব্দ নহে, কোন ব্যক্তি যেন বহির্বাটী হইতে আসিয়া অতিসাবধানে সুকুমারীর ঘরের দরজাটী বন্ধ করিল ! !

আমি বিস্মিতভাবে উঠিয়া বসিলাম। এক্ষণে রাত্রি প্রায় ৩টা, জানালার দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া জ্যোৎস্নালোক আসিয়াছে ; আমি সাহসে ভর করিয়া দ্বার উদঘাটনপূর্ব্বক বাহিরে আসিলাম, এবং সুকুমারীর দ্বারস্থ হইয়া আস্তে আস্তে তাহা ঠেলিয়া দেখিলাম ; দ্বারটী আবদ্ধ—কাহারও শব্দ মাত্র নাই ; মনে করিলাম, ও কিছুই নহে—আমার শুনিবার ভ্রান্তি। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে আসিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিবস আমি কুমারীকে কোন কথা বলিলাম না, কারণ শব্দটী কি তাহা আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। সে দিবস কাটিয়া গেল; পৃথিবীর দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি অতিবাহিত হইতে লাগিল; সময়ের অমূল্য পাখা হেলিতে—দুলিতে—হাসিতে—হাসিতে নাচিতে—নাচিতে আকাশপথে উড়িতে লাগিল। ভ্রমান্ধ মনুষ্য দেখুক—পুত্র কলত্র পরিপূর্ণ মায়াময় সংসার দৃষ্টি করুক; দুশ্চরিত্রা যুবক যুবতী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুক, তাহাদিগের অমূল্য জীবনের এক দিন কাটিয়া গেল—সুখের সংসারের পরমায়ু একদিনের জন্য অতিবাহিত হইল—যুবতীর গর্ব্বের যৌবন চৌরভাবে অতিবাহিত হইল; সময় হাসিতে হাসিতে—নাচিতে—নাচিতে যাইতে লাগিল; আমি পুনরায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া শয়ন করিলাম।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় ১২টা, অকস্মাৎ আমার গৃহের প্রদীপটা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; আমি মনে মনে করিলাম, যদি পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় আজি আবার সেই রূপ শব্দ হয় তাহা হইলে কি হইবে! ভয় ও অধৈর্য্যতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল; আমি অস্থির হইলাম: এক বার মনে করিলাম এরূপ অমূলক চিন্তার আবশ্যক নাই; অন্যমনা হইয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করি—কিন্তু বৃথা; মন এরূপ অধৈর্য্য হইল যে, কিছুতেই নিদ্রা হইল না—পূর্ব্বরাত্রের ঘটনাটী আন্দোলন করিতে লাগিলাম।

কি সর্ব্বনাশ! পরক্ষণেই আবার সেই রূপ শব্দ—সেই পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ। অদ্য বোধ হইল, কেহ যেন কুমারীর দরজাটী খুলিয়া আস্তে আস্তে সদর দরজা হইতে বহির্ভাগে চলিয়া গেল; শ্রবণমাত্রেই আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল—ভয় ও উদ্বিগ্নতাপ্রযুক্ত আপনা আপনি অস্থির হইতে লাগিলাম; ভাবিলাম, প্রত্যহ রাত্রে ঠিক্ এইরূপ সময় দ্বার উদ্ঘাটনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার অর্থ কি—আমাকে ইহার তত্ত্ব লইতে হইবে। এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া আমি গৃহের বহির্ভাগে আসিলাম, দেখিলাম, কিছুই নহে; চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন—পৃথিবী নীরব—নিস্তব্ধ: প্রাঙ্গণটী অতিক্রম করিয়া সদর দরজার নিকটবর্ত্তী হইলাম, দেখিলাম,

দ্বারটী আবদ্ধ; উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না; মনে করিলাম যদি কেহ বাহিরে গিয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই দরজাটী খোলা থাকিত—কিন্তু তাহা নহে। আবার ভাবিলাম, "ভাল, এরূপ শব্দে কুমারী কি জাগ্রত হয় নাই?" কুমারীকে ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না—কুমারী নিদ্রিতা—অচৈতন্য, এইটী স্থির করিয়া গৃহে আসিলাম। একবার মনে করিলাম প্রদীপটী জ্বালিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিক দেখিয়া আসি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নিকট প্রদীপ জ্বালিবার কোন উপকরণ ছিল না, সুতরাং নৈরাশ হইয়া শয়ন করিলাম—আজিও ভোর হইয়া গেল।

পরদিনও আমি কুমারীকে কোন কথা বলিলাম না; কিন্তু স্থির করিলাম, আজি আমি প্রদীপ জ্বালিবার উপকরণ লইয়া শয়ন করিব। যাহাহউক অদ্য আমি শয্যায় প্রবেশ করিয়া আপনা আপনি বলিলাম, "ঠিক রাত্রি ১১টা ও দুই প্রহরের মধ্যে সেই শব্দটী শুনিতে পাওয়া যায়; অতএব আজ আর শয়ন করিব না; তন্দ্রা আসিলে হয়ত শব্দটী অনুধাবন করিতে পারিব না; সেই হেতু প্রদীপটী জ্বালিয়া মশারির ভিতর বসিয়া রহিলাম।

ক্রমে ১১টা বাজিয়া গেল, নিকটস্থ খ্রীষ্টানদিগের গির্জ্জার লৌহ দণ্ডে একাদশ বার আঘাত হইল, আমি আপনা আপনি গণনা করিলাম, "১,২,৩,৪,৫," ইত্যাদি। পাঠকমহাশয়, "এই সেই সময়!" ভয় ও বিস্ময়ে হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল—অধৈর্য্যতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই সেই শব্দ, সেই নৈশিক সন্দিগ্ধধ্বনি—বায়ু অতিক্রম করিয়া আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! কি সর্ব্বনাশ!! অদ্যও বোধ হইল যেন কেহ অতি চৌরভাবে কুমারীর শয়ন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে!! ইহার অর্থ কি? কুমারী কি দুশ্চরিত্রা? এরূপ বয়সে দুশ্চরিত্রতা কি সম্ভবে? আপনা আপনি বলিলাম, "না, কখনই না—কুমারী বালিকা, বাল্যস্বভাব নির্ম্মল—নিষ্কলঙ্ক। আবার ভাবিলাম, বিচিত্র কি? বালিকা হইলেও কুমারীকে দেখিতে আমা অপেক্ষা বয়োধিকা, হয়ত কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শে এরূপ ব্রতে ব্রতী হইয়াছে—ঘৃণা, লজ্জা ও বিষাদ এককালীন আমার অন্তরে উপস্থিত হইল।

পরক্ষণেই বোধ হইল [illegible], [illegible] দ্বারের পার্শ্ব দিয়া [illegible]। [illegible] আছে। দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া প্রদীপটী নিবাইয়া দিলাম এবং অতি সাবধানে গৃহের দরজাটি ঈষৎ মুক্ত করিয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলাম।

কি সর্ব্বনাশ! কুমারী—কুমারী! আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী! তাহার হাতে একটী আধ্‌ঢাল, কাপড় খানি পুরুষের ন্যায় পরিধান, গায়ে একটী জামা, মস্তকের কেশগুচ্ছে একখানি চাদর বেষ্টিত! ভাবিলাম "ইহার অর্থ কি? কুমারীর এরূপ বেশ কেন?"

দেখিলাম কুমারী প্রাঙ্গণের মধ্যদেশে গিয়া আলুমিনের ভিতরে একটী দেশলাইয়ের বাক্স রাখিয়া প্রদীপটী নিবাইয়া দিল এবং আস্তে আস্তে সদর দরজার নিকটবর্ত্তী হইয়া খিলটী খুলিয়া চলিয়া গেল।

আমি মনে মনে কহিলাম, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?" একবার ভাবিলাম, "কুমারীকে ডাকি"; কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করিলাম সেটী যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, তাহার যদি কোন কুমতলব থাকে, তাহা হইলে আমাকে দেখিয়া সতর্ক হইবে এবং গোলযোগ হইয়া পড়িলে হয়ত বোসেদের বাড়ীর স্ত্রী জাগ্রত হইবে—হয়ত সে সকলকে বলিয়া দিবে—অনন্ত, অমুছেদিত কলঙ্করেখা সুকুমারীর চরিত্রপটে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে! সেই হেতু তাহাকে ডাকিতে সাহস করিলাম না; "কিন্তু কুমারী এরূপ নিশীথ সময়ে কোথায় গমন করে—তাহা দেখিব"। এইটী চিন্তা করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গমন করিবার মানসে তৎক্ষণাৎ সদর দরজার নিকটবর্ত্তী হইলাম; সদর দরজা খোলা! কুমারী বহির্ভাগে শিকল দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্বরাত্রে সদর দরজা ও কুমারীর শয়নগৃহের দ্বার আবদ্ধ দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে কেহই বাড়ী হইতে বাহিরে গমন করে নাই; কিন্তু তাহা নহে, কুমারী নিত্য নিত্যই এই রূপ শিকল দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইত। যাহাহউক এক্ষণে [illegible] বাড়ী হইতে বহির্গত হইব [illegible] স্থির করিয়া আমি খিড়কীর দ্বার দিয়া কুমারীর পশ্চাৎ গমন করিলাম।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কোথায় ?

" Grief should be the instructor of the wise,
Sorrow, is knowledge; they who know the most
Must mourn the deepest o'er the fatal truth.

Byron.

রাত্রি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আকাশে চাঁদ নাই—নক্ষত্র নাই। এই দেখিলে, চন্দ্রমা অর্দ্ধকলেবরে দীপ্যমান, তারকামণ্ডলী চন্দ্র কিরণে কেহ লুপ্ত কেহ বা প্রভাশূন্য। এই দেখিলে, মৃদু-বায়ু হেলিতে দুলিতে বৃক্ষের পাতায় লাগিল, নদীর জলে পড়িল,—জল দুলিল। পদ্মের মৃণালে লাগিল,—মৃণাল কাঁপিল। যুবতীর অলকে ছুঁইল,—অলক দুলিল। হৃদয়ে বাজিল,—অন্তর কাঁদিল। বসনে লাগিল,—বসন উড়িল। এই দেখিলে, কাল জলের অতলগর্ভে আকাশের ছবি—নক্ষত্র মণ্ডলীর বিচিত্র শোভা—চন্দ্রমার কম্পিত কলেবর—পার্শ্বস্থ লতা-মণ্ডপের কম্পিত ছায়া; আবার দেখিলে কিছুই নাই, সকলই নিস্তব্ধ, নিরব, অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নাই—সে নক্ষত্র নাই, সে কম্পিত মৃণাল নাই, সে যুবতীর বায়ুতাড়িত অলক নাই, সে জলগর্ভস্থ বিচিত্র শোভা নাই। জড়জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সকলই অলীক—সপ্নবৎ! বাঃ!! ভোজ রাজার ভোজবাজী, কে বুঝিবে, কে খেলিবে? যে বুঝিতেছে সেই বুঝিবে, যে খেলিতেছে সেই খেলিবে, যে ভাঙ্গিতেছে সেই গড়িবে, তোমার আমার সে কথায় আবশ্যক কি? ঐ দেখ পশ্চিমাকাশে—পৃথিবীর শেষে—দূরে—অনেকদূরে, একটু একটু মেঘের সঞ্চার হইল, একটু একটু মেঘ হইতে বিজলি খেলিল, একটু একটু মেঘ গর্জ্জন করিল, একটু একটু—ধীরে ধীরে—স্তবকে

স্তবকে—মেঘ উঠিল, কিয়দ্দূর উঠিল, মেখলায় উঠিল, স্কন্ধে উঠিল, মস্তকে উঠিল, ক্রমে ক্রমে মেদিনী ছাইল, পৃথিবী ঘোর ঘটায় মেঘাচ্ছন্ন হইল, আমি এইরূপ সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম।

একে বর্ষাকালীন পল্লিগ্রামের কর্দ্দমময় পথ, তায় রাত্রি ঘোর মেঘাচ্ছন্ন! অন্ধকার!! পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষশারির ছায়া—পথ অন্ধকার, কোথাও বা শুষ্ক বিটপীর আলবাল—আরও অন্ধকার; কোথাও দুই একখানি পর্ণকুটীরের পশ্চাদ্ভাগ—ততোধিক অন্ধকার, কেবল মাত্র খদ্যোৎগণ ইতস্ততঃ যাইতেছে—আসিতেছে—জ্বলিতেছে—নিবিতেছে; গাছের পাতায় বসিতেছে, আগায় উড়িতেছে, ডালে যাইতেছে। পুষ্করণীর ধারে, নালার পার্শ্বে ভেকরব, উচ্চীংড়ার শ্রুতিকঠোর উচ্চরব, শৃগাল ও কুক্কুরের দ্রুত গমনের খস্ খস্ ধ্বনি? পাঠক মহাশয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমি একে কুলবালা—তায় একাকিনী, এই ঘোর নৈশ অন্ধকারে রাজপথে বহির্গত হইলাম, সঙ্গে কেহ নাই—কোথায় বা কে আছে? জগৎ নিদ্রিত, শুদ্ধ সম্মুখের কিয়দ্দূরে কুমারী একটী লাল্‌ঠান্ লইয়া চলিয়াছে, কুমারী প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া বোধ হয় লাল্‌ঠান্‌টী জ্বালিয়াছিল, আমি সেই আলোকটী লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুগমন করিলাম।

মনে মনে কতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, "কুমারী কোথায় যায়? অন্ধকার, মেঘ, বিদ্যুৎ, মাথায় করিয়া কুমারী কোথায় যায়? লোকভয়, লজ্জা, অপবাদ বিসর্জ্জন দিয়া কুমারী কোথায় যায়? কুল ও মান সমস্তই ত্যাগ করিয়া, কুমারী কোথায় যায়? প্রণয়ী ব্যতীত এরূপ সময়ে বাড়ী হইতে বহির্গমন করা কাহারও সাধ্য নহে, প্রণয়ীর জীবন প্রণয় বা প্রণয়ীর জন্য, সে জীবন, জীবনের আশা করে না—প্রণয়ের আশা করে, যদি প্রণয় আসিয়া তাহার সম্মুখে বলে, 'এই লও এক গাছা দড়ি ও কলস লও, আর ঐ যে সম্মুখে অগাধ জলধি দেখিতেছ উহাতে অবগাহন কর।' প্রণয়ী উত্তর দেয়—'কলস কোথায়, জলধিই বা কতদূর?' কিন্তু কুমারী কি প্রণয়ের এক চালায় বাস করিয়া থাকে? না প্রণয়ের নিকট কখন কোন বিষয়ের জন্য কর্জ্জ লইয়াছিল? না,—তাহাই বা কিরূপে বলি, কুমারী বালিকা—দশ বা একাদশ বৎসরের অধিক নহে, ইহার মধ্যেই এত'। ভাল তাহাই যদি হয়, তবে ত এ অপমান রাখিবার স্থান

নাই। একেত আমি লোকের দাসত্ব করিয়া কলঙ্কের ডালিখানি মাথায় করিয়া আনিয়াছি, তাহে যদি কুমারী দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে ত আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

আমি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ কুমারী আপন হস্তস্থিত লাল্‌ঠান্‌টী নিবাইয়া একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিল, আমি দ্রুত পদে গলির মোড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—কুমারী কোথায় যাইল? এদিকে আকাশে, বেগে—অতিবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বিদ্যুৎ হানিতে লাগিল, বায়ু ছুটিতে লাগিল, আমি নিরুপায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ একটী গৃহস্থের মৃত্তিকানির্ম্মিত দিয়ালের ছাঁচের নীচে দাঁড়াইয়া রহিলাম ও সেই গলিটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম।

বৃষ্টি ধরিল—ধরিল না, আকাশে আর সে বাতাস নাই, বৃষ্টির আর সেরূপ বল নাই, বিন্দু বিন্দু,—জলের ধুলাবিন্দু, আকাশে উড়িতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, একবার দেখিলাম, ধরিল না, আবার দেখিলাম, ধরিল না, এইবার ধরিবে—নিশ্চয়ই ধরিবে, কিন্তু না, হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, ধরিল না, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, চৌরবৎ, জলাধিপ এই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আমি শেষে অধৈর্য্য হইয়া আঁচলটী মাথায় দিয়া সম্মুখস্থ গলিটির ভিতর প্রবেশ করিলাম।

কি সর্ব্বনাশ। গলিটী কূপ—অন্ধকূপ—কর্দ্দমময়, ও এরূপ অল্প প্রশস্ত যে, বোধ হয় কোন স্থূলকায় পুরুষ সমভাবে গমন করিতে পারে কি না সন্দেহ, আমি উভয় পার্শ্বস্থ দিয়াল ধরিয়া যাইতে লাগিলাম, কিয়দ্দূর গেলাম—আরও গেলাম, কিন্তু কোথায় যাইতেছি বা কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কুমারীই বা কোথায়, তাহাও জানিনা, যতদূর যাইতেছি, ততদূর অন্ধকার, অগম্য—অদৃশ্য। আমি এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অকস্মাৎ বাম পার্শ্বস্থ একটী অট্টালিকার খিড়কীর দ্বার দিয়া প্রদীপের আলোক দেখিতে পাইলাম, দ্বারটী ক্ষুদ্র ও আবদ্ধ, ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রদীপের আলো আসিতেছে। আমি মনে মনে করিলাম এত রাত্রে গৃহস্থ জাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই, বোধ হয় কুমারী ইহার অভ্যন্তরে গিয়া থাকিবে। আমি দ্বারের পার্শ্ব দিয়া চক্ষু সন্নিবেশিত

করিয়া দেখিলাম—কুমারী। কুমারী প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ একটী গৃহের নিকট দণ্ডায়মান আছে—আস্তে আস্তে খিড়কীর দ্বারটী খুলিয়া নিঃশব্দে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম ও অতি গোপনে থাকিয়া কুমারীর কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

আমি যে সময়ে বাড়ীতে প্রবেশ করি ও অট্টালিকার চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করি, সে সময় প্রথমতঃ আমার মনে হইয়াছিল যে, এই অট্টালিকা মৃত ছোট মাসীর বাড়ী হইবে। বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যখন আমি যোগেন্দ্রের সহিত হরনাথ বাবুর বাড়ীতে চাকরি করিতে গমন করি, তখন আমি এই স্থানে কুমারীকে রাখিয়া যাই; কিন্তু এক্ষণে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম বাড়ীটী ছোটমাসীর বাড়ী নহে, কারণ তাঁহার প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে এরূপ গৃহ ছিলনা বা তৎপার্শ্বস্থ এরূপ পর্ণ কুটীরও ছিলনা, আর যদিও ছোট মাসী আমার অবর্ত্তমানে এইরূপ ঘরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গৃহগুলিই বা পুরাতন বলিয়া বোধ হইবে কেন? যাহা হউক আমি এই সমস্ত বিষয় অধিক্ষণ চিন্তা না করিয়া, কুমারীর প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কুমারী যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল সেই স্থানটী উক্ত গৃহ ও পর্ণকুটীরের মধ্য ভাগ ও অতি নিভৃত স্থান; অভাগিনী প্রথমতঃ ঐ পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া একখানি সাবল লইয়া আসিল এবং তাহার হস্তস্থিত আলোকটী নিকটে রাখিয়া সেই নিভৃত স্থানটী খনন করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে করিলাম ইহার অর্থ কি? এরূপ সময়ে কুমারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া জনৈক গৃহস্থের উঠান খুঁড়িতে বসিল কেন? যাহা হউক আমি সেই স্থানটীর চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ইহার মধ্যে মধ্যে খনন করা রহিয়াছে, অনুমানে স্থির করিলাম আমি যে প্রত্যহ রাত্রে আমাদিগের বাড়ী হইতে কাহার বহির্গমনের পদ শব্দ পাইতাম, বোধ হয় কুমারীই আসিয়া ইহার এক একস্থান খনন করিয়া গিয়া থাকিবে।

যাহা হউক কুমারী কিয়ৎক্ষণ এইরূপ খনন করিয়া মনে মনে কি আন্দোলন করিল এবং সেই সাবলটী হস্তে করিয়া অন্দর মহলের দিকে প্রবেশ করিল। আমিও অজ্ঞাতসারে তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া একটী সুড়ঙ্গের ন্যায় স্থানে

লুক্কায়িত রহিলাম। পাঠক মহাশয় জানিবেন কুমারীর হস্তে এক্ষণে আর সে আলোকটী নাই, কুমারী সেটী বহির্বাটীতে রাখিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং সে যে, কোন ঘরে প্রবেশ করিল বা কোথায় গমন করিল তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

আমি একাকিনী সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অকস্মাৎ অদৃশ্যতার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ অন্দরমহলের একটী গৃহ হইতে "বাবারে গেলাম, ওগো তোমরা আমায় প্রাণে মেরো না—তোমাদের দুটী পায়ে পড়ি" এইরূপ একটী উচ্চ ও ভয়সূচক কণ্ঠ স্বর শুনিতে পাইলাম। কি সর্ব্বনাশ।! কণ্ঠস্বরটী কার?—শুনিবামাত্রই আমার হৃদকম্প হইল। ভয় ও আতঙ্কে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।! স্বরটী কুমারীর—ভীতা বালিকা কুমারীর! কিন্তু এরূপ চীৎকার কেন!!

পরক্ষণেই শুনিলাম, একজন ব্যক্তি আস্তে আস্তে বলিতেছে, " বেটীর মুখ চেপে গলায় ছুরি দে" কি সর্ব্বনাশ। কুমারীকে কেহ খুন করিতেছে।। কুমারী পরক্ষণেই আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া অকস্মাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম—শরীর ঘর্ম্মাক্ত—ভয় ও আতঙ্কে অধৈর্য্য ও উন্মাদিনী। যাইবামাত্রই দেখিলাম, দুই জন যমদূতের ন্যায় পুরুষ বিস্মিতভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। উহাদিগের একজনের হস্তে একখানি বড় ছোরা ও অপরের হস্তে একটি দূরপ্রক্ষেপণ লাল্ঠান্ ও কতকগুলি চাবির থোলো। পাঠক মহাশয় ইহাদিগকে চিনিবেন, ইহারা সেই দুরাত্মা গোঁয়ার গোপাল ও গদাধর! দেখিবা মাত্রই আমার ভয় হইল। কুমারী আমাকে দেখিয়াই "দিদিমণি গো আমাকে বাঁচাও" এই বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

আমি কুমারীকে সাহস প্রদান করিবার নিমিত্ত ও দস্যুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম, "কুমারি, তোমার ভয় কি? উঁহারা কেন আমাদিগের অনিষ্ট করিবেন?"

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতে, গোঁয়ার গোপাল সক্রোধে বলিয়া

উঠিল, "গদা, এবেটী আবাব কোথা থেকে এলো? এইমাত্র কুমারী বল্লে একা এসেছি—আমাব সঙ্গে আব কেহই নাই— তবে এবেটী কে?"

আমি সভয়ে বলিলাম, "কুমাবী সত্য সত্যই একাকী এসেছে—আমি গোপনে উহার পশ্চাৎ এসেছি—কুমাবী তাহা জানিতে পাবে নাই।"

গোপাল শ্রবণ মাত্রই সক্রোধে তাহাব হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছোবা খানি ধবিয়া দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক বলিল, "দ্যাখ্ তোদেব সঙ্গে আমাব ছুটি সত্য আছে যদি, স্বীকাব করিস্ ত বল—নচেৎ এই দণ্ডেই দুজনকে শেষ কবেবো।"

গদা। না না গোপাল ওদেব কাছে আর কোন কথাব আবশ্যক নাই, একেবাবেই যাহা কবিবাব হয় কর।

কুমাবী তাহা শ্রবণ মাত্রই ভযে চীৎকাব কবিযা কাঁদিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "কুমাবি, ভয় কি? কেন উহাবা অকাবণ দুইটি অনাথিনীব প্রাণ সংহাব কবিবেন, স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহাব কবিলে উহাদিগেব কি পুরুষত্ব হইবে? বিশেষ আমবাত উহাদিগেব কোন অনিষ্ট কবি নাই।"

গোঁয়ার গোপাল আমাব বাক্য শুনিয়া কথঞ্চিৎ সৌম্যভাব ধাবণ করিল ও তাহাব পদতলস্থ গৃহ ভূমে দৃষ্টিপাত কবিযা বলিল, "ভাল তবে এখন টাকাগুলিব উপায় কি কবি।"

আমি দেখিলাম, গোপাল যে স্থানটি লক্ষ্য কবিয়া টাকাব বিষয় উল্লেখ কবিল, সেই স্থানে প্রায তিনহাত ব্যাপিযা একটা কাল বেখাব ন্যায় ফাটাব চিহ্ন রহিয়াছে। গোপালেব বাক্য শেষ হইতে না হইতে গদাধব তাহাব হস্তস্থিত দূবপ্রক্ষেপণ লাল্‌ঠানেব আলোক, গোপালেব পদতলস্থ কক্ষভূমে নিক্ষেপ করিল, আমি দেখিলাম, স্থানটীতে কাল দাগেব ন্যায় যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা কোন দাগ বা ফাটা নহে, একখানি কাষ্ঠ ফলক মাত্র, অর্দ্ধ অন্ধকারে দেখিযাছিলাম বলিয়া উহাকে ফাটা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যাহা হউক ঐ কাষ্ঠফলকেব নিকটেই একটা প্রায় তিনহাত ব্যাপক গর্ত্ত, অনুমান কবিলাম বোধ হয় ঐ তক্তা খানি গর্ত্তে আববিত ছিল। যাহা হউক আমি এতাবৎকাল নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, বাড়ীটী অপব কাহাবও হইবে, কিন্তু এক্ষণে ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক দৃষ্টি কবিয়া দেখিলাম, এটী মৃত ছোটমাসীব শয়ন গৃহ ব্যতীত আর

কাহারও নহে; তাঁহার সেই সিন্ধুক, সেই পালঙ্গ, সেই প্যাঁটরা, সেই বাক্স ও সেই সমস্ত দেবপ্রতিমূর্ত্তীর ছবি দিয়ালের চারিধারে সাজান রহিয়াছে, লোকাভাব প্রযুক্ত গৃহের চারিদিকে ধুলা, কোথাও বা আরসুলা, মাকড়সা, মাকড়সার জাল, ইঁদুরের গর্ত্ত প্রভৃতি বিস্তারিত রহিয়াছে। ভাল, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, গোঁয়ার গোপাল ও গদাধর এ বাটীতে কেন? আর কুমারীই বা এ রাত্রে এখানে কি করিতে আসিয়াছে? ছোট মাসীর কি কোন গুপ্ত ধন ছিল? আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপালকে বলিলাম, "গোপাল, এ বাড়ীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই তোমরা গ্রহণ কর—আমাদিগের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই কিন্তু আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

গোপাল উত্তর করিল, "হাঁ—আর তোমরা গিয়া পুলিষে সংবাদ দাও—এই যে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দি" এই বলিয়া দুরাত্মা আমার প্রতি বিকট দৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তস্থিত শাণিত ছোরা খানি দেখাইল।

আমি ভীতা হইলাম ও এবারে গদাধরকে অতি বিনিত ভাবে বলিলাম, "গদাধর, আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্চি—তোমাদিগের কোন কথা কাহাকেও বলিব না—তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও—তোমাদের পায়ে পড়ি।"

গদাধর বলিল, "ভাল, তোরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিস্, তাহলে তোদের প্রাণে মারিব না, কি বল গোপাল—অ্যাঁ?"

গোপাল। আমি জানিনা, ওদের দুজনকে কি করবো, আমার ইচ্ছা দুটকেই ঠিক্ করে দি।

আমি উত্তর করিলাম, "কেন গোপাল, তুমি কি আমার সহিত এই প্রথম ব্যবহার করিতেছ, আমি কি তোমাদিগের কোন বিষয় কখন প্রচার করিয়াছি?"

আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপাল কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য হইল, বলিল, "ভাল, আমি তোদের ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমরা এখানকার কর্ম্ম সমাধা করি, সে পর্য্যন্ত তোদের এখানে থাক্‌তে হবে।"

আমি মনে মনে আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা তাহাতে আমাদিগের

কিছুমাত্র আপত্তি নাই"। এইরূপ বলিয়া আমরা উভয়ে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম।

পরক্ষণেই গদাধর তাহার করস্থিত লাল্ঠানের আলোকটী সেই খনিত স্থান নিক্ষেপ করিল। আমি দেখিলাম ইহার অভ্যন্তরে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা চিক্ চিক্ করিতেছে ও দুই চারিটা ঘড়া ও কতকগুলি বড় বড় ঘটি প্রোথিত রহিয়াছে! একটি ঘটি উবুড় হইয়া পড়াতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি ভুমে পড়িয়াগিয়াছে। গোপাল প্রথমতঃ হাঁটু গাড়িয়া তাহারা অভ্যন্তর হইতে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি একে একে কুড়াইতে লাগিল, কতক আপনার কাপড়ে বাঁধিল—কতক বা গদাধরকে দিল। এইরূপে একে একে সমস্তগুলি বাহির করিয়া, অবশেষে ঘটি ও ঘড়াগুলি বাহির করিতে লাগিল। ঘড়াগুলির মুখ পিত্তলের থালা দিয়া বাঁধা, গোপাল তৎসমুদায় খুলিল, দেখিল. ইহার অভ্যন্তরে টাকা, ও ঘটিগুলির ভিতর মোহর। তাহারা এই সমস্ত দেখিযা উভয়ে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

কুমারী এতাবৎকাল এক দৃষ্টে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি দৃষ্টি করিতেছিল, এক্ষণে সমস্তই দস্যুদিগের অধিকারে দেখিয়া সজোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আমি মনে মনে করিলাম, কুমারী এই সমস্ত ধনের আশয়ে এখানে আসিয়াছিল এক্ষণে সেই সমস্ত পরহস্তগত দেখিয়া মনস্তাপ পাইল।

যাহা হউক দস্যুরা এইরূপ পরস্ব হরণ করিয়া উভয়ে কি. . . . . . কি পরামর্শ করিতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে ভীতা হইলাম, ভাবিলাম হযত দুরাত্মারা পুনর্ব্বার আমাদিগের প্রাণ সংহার করিবার পরামর্শ করিতেছে, কিন্তু ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিল না; গোঁয়ার গোপাল পুনশ্চঃ ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্ সুশীলা, এক্ষণে আর একটি সত্য আছে তাহা করিতে হইবে যদি অস্বীকার করিস্ তাহা হইলে এই খানেই রাখিয়া যাইব।"

আমি বলিলাম, "কি বল, আমি এক্ষণই স্বীকার করিতেছি"। বস্তুতঃই দুরাত্মারা যেরূপ প্রকৃতির লোক তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া আসিতেছি সুতরাং এরূপ সময়ে ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষা করিয়া তাহারা আমাকে যেরূপ অঙ্গীকার করিতে বলিবে তাহাই অবাধে করিতে হইবে।

গোঁয়ার গোপাল বলিতে লাগিল, "তবে শোন্, আমি ও গদা দুইজনে প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা আর এগ্রামে থাকিব না, কোন দেশান্তরে গিয়া এই টাকার ব্রাজত্ব করিব (অবশ্য যতদিন এই টাকাগুলি থাকিবে)" এইরূপ বলিয়া দুরাত্মা আপন বসনাচ্ছাদিত মোহরগুলি বাজাইয়া আমাকে দেখাইল। "কিন্তু এক্ষণে স্থির করেছি যে, যত দিন না এই বাড়ীটির সমস্ত সম্পত্তি আমাদিগের হস্তগত হইবে, ততদিন এস্থান হইতে যাইব না, নিশ্চয় জানিও এবাড়ীতে যাহা কিছু আছে বা রহিল সে সমস্তই আমাদিগের, যদি তুমি কিম্বা তোমার বোন্ কিম্বা পুলিষের কোন লোক, বা যে কেহ, এখানে আসিবে ও এই সমস্ত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আমরা তোমাকেই ধরিব; এবং কোন না কোন সময়ে তোমাদিগের রক্ত পান করিব"।

আমি বলিলাম, "না—গোপাল, আমাদিগের দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইবে না, তাহা আমি তোমার কাছে সত্য করিতেছি"।

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতে গদাধর বলিয়া উঠিল, "না—না, উহারা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহে, এক্ষণে উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও"।

গোপাল প্রত্যুত্তর করিল, "যা—তবে তোরা চলে যা, কিন্তু সাবধান—খবরদার—খুব খবরদার।" এইরূপ বলিয়া তাহার হস্তস্থিত সেই ছোরাখান পুনরায় দেখাইল—আমরা দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

কুমারীর হাতে সে লাল্‌ঠান্ নাই, যেখানকার লাল্‌ঠান্ সেই খানেই পড়িয়া রহিল, তাহার যেরূপ বেশ সেইরূপ রহিল, হতভাগিনী সভয়ে ও দ্রুতপদে আমার পশ্চাৎপশ্চাৎ আসিতে লাগিল। আমি তাহার এরূপ দুশ্চরিত্রের জন্য পথিমধ্যে কোন কথা বলিলাম না, কারণ আমি জানিয়াছিলাম যে, কুমারী দস্যুহস্ত হইতে আপন দুষ্কর্ম্মের যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক শিক্ষা কি হইবে? বিশেষতঃ তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমি সে সময় যেরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিলাম, তাহাতে কুমারীর দুশ্চরিত্রজনিত ক্রোধ আমার অন্তরে স্থান পায় নাই, বরং পূর্ব্বে যে, তাহাকে কুলটা বলিয়া স্থির করিয়া ছিলাম, তাহা না দেখিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম।

যাহা হউক আমি মনে মনে স্থির করিলাম, কুমারীকে যদি কিছু বলিতে হয়, বাড়ী গিয়া বলিব।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম, কুমারীর নিকট সদর দরজার চাবি ছিল। কুমারী চাবিটী খুলিল ও আমরা উভয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। যোগেন্দ্রের স্ত্রী আমাদিগের বাটীতে শুইয়াছিল, পাছে সে আমাদিগের রাত্রি বিচরণের কথা জানিতে পারে, এই ভয়ে আমরা নিঃশব্দে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলাম। ঘরটী অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার উপকরণগুলি কোথায় রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না, সুতরাং দুইজনে অন্ধকার গৃহে বসিয়া রহিলাম।

আমি কুমারীকে বলিলাম, "কুমারি, তোমার যদি পরিশ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি শয়ন কর, আমার যাহা কিছু বলিবার হয়, কালি বলিব।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে কুমারী কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "না—দিদিমণি, তোমার যাহা বলিবার হয়, আজ রাত্রেই বল, কাল সকালে উঠিয়া তোমাকে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হইবে, এবং তুমিও হয়ত আমাকে দেখিলে ঘৃণা করিবে, কারণ আমি অপরাধী, শুদ্ধ তোমার নিকট কেন? জগদীশ্বরের নিকট অপরাধী, এবং জনসমাজেও অপরাধী," এইরূপ বলিয়াই কুমারী সজল নয়নে আমার দুইটী পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ও বলিল, দিদিমণি, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

তাহার এই প্রকার বিনয় ও কাতরোক্তি শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম "কুমারি, তোমাকে তিরস্কার করিবার পূর্ব্বেই তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে—বস্তুতঃই মনুষ্যের উচিত আপন শত্রুকেও ক্ষমা করা—তাহে, তুমি সহোদরা ভগ্নী। বিশেষ তুমি যে বলিলে, 'কাল প্রাতে উঠিয়া আমার মুখ পানে চাহিতে লজ্জিত হইবে' ইহাই যথেষ্ট, কারণ তোমার অন্তঃকরণে যে এরূপ লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা তিরস্কার করিবার আর কিছুই নাই, তোমার অন্তর তোমাকেই তিরস্কার করিতেছে। কিন্তু সাবধান—ভবিষ্যতে আর এরূপ কার্য্যে কখন প্রবৃত্ত হইও না—দেখিলে ত জগদীশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রতিফল সাক্ষাৎ দেখাইয়া দেন।"

কুমাবী বলিল, " দিদিমণি, দস্যুদিগেব হস্তে পড়িয়াছিলাম বলিয়াই এক্ষণে উহাকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বে আমাব সেটী বিবেচনা হয় নাই।" এই বলিয়া কুমাবী তাহাব পূর্ব্ব বিশ্বাসেব হেতুগুলি বলিতে লাগিল। পাঠক মহাশয়কে এক্ষণে সেইগুলি পাঠ কবিতে দিলাম।

কুমাবী বলিতে লাগিল, " দিদিমণি " বোধ হয় তুমি জানিতে যে, ছোট মাসীব কিছু টাকা ছিল এবং সেই টাকাব উত্তবাধিকারী আব কেহই ছিল না। আমি তোমাবই দ্বাবা তাহার নিকট রক্ষিতা হইয়া একাল পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছিলাম ; ছোট মাসী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ কবিতেন ও বলিতেন যে, তাঁহাব যাহা কিছু আছে সমস্তই আমাকে দিয়া যাইবেন , স্নুতবাং আমি যে তাঁহাব বিষযেব একমাত্র উত্তরাধিকাবিণী তাহাতে আব জিজ্ঞাসা কি ? কিন্তু আক্ষেপেব বিষয এই যে মৃত্যুব পূর্ব্বে তাঁহাব বাক্‌শক্তি বহিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আমাকে কোন কথা বলিয়া যাইতে পাবেন নাই।"

দ্বিতীযতঃ যখন গ্রামেব দুই চাবিটী ভদ্রলোক ছোটমাসীকে সংকাব কবিতে লইযা যান, তখন আমিই তাঁহাব বাক্স হইতে সৎকাবেব টাকা বাহিব কবিয়া দি, এবং ঐ সকল ভদ্রলোকেবা সংকাব কবিয়া ফিবিয়া আসিলে সংকাবেব বাকী টাকা তাঁহাবা আমাকেই ফেবৎ করিয়া দেন ; অতএব আমি যে, ছোট মাসীব বিষযেব একমাত্র উত্তরাধিকাবিণী, ইহা একপ্রকাব সর্ব্ববাদী সম্মত বলিতে হইবে।"

"যাহা হউক আমি এই সমস্ত বিবেচনা কবিয়া তাঁহার গুপ্তধনেব সন্ধানে গিযাছিলাম। মনে কবিযাছিলাম যে, তাঁহাব বাড়ীতে দুই চাবিদিন বাস করিয়া টাকা গুলি হস্তগত করিব, কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে, যে বাত্রে তাঁহাব কাল হয, সেই বাত্রে একাকী থাকিতে আমাব সাতিশয় আতঙ্ক হওয়াতে ঐ সকল ভদ্রলোকেবা আমাকে বাটীতে বাখিয়া যান ও যোগেন দাদাব পিতাঠাকুবকে বলিয়া তাঁহার একজন পবিচাবিকাকে আমাব নিকট শুইতে আদেশ কবিয়া দেন ? সেই পর্য্যন্ত যোগেন্দ্র দাদাব ঝী আমাদিগেব বাড়ীতে শয়ন কবে।

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম, " হা—তাব পব।"

" তার পর, তাঁহারা বাড়ীর সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া চাবিগুলি আপনাদের নিকট রাখিলেন, ('যদিও তাঁহারা জানিতেন যে সেগুলি আমারই নিকট রাখিবার কথা) কারণ আমিই তাঁহার অধিকারী। তত্রাচ আমাকে দিলেন না—বোধ হয় এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে, আমি সেই সমস্ত হারাইয়া ফেলিতে পারি। যাহা হউক আমি সে বিষয় কিছু উল্লেখ না করিয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ও স্থির করিলাম যে, গোপনে গোপনে ছোটমাসীর টাকাগুলি হস্তগত করিব। একবার মনে করিয়াছিলাম যে, তোমাকে এ বিষয় জ্ঞাত করিব, কিন্তু পাছে তুমি ইহাতে সম্মত না হও, সেই জন্য কোন কথা বলি নাই।"

"তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে যোগেন দাদার স্ত্রী আমার কাছে শুইত বলিয়াই আমি কিছু করিতে পারি নাই, শুদ্ধ দিনের বেলা এক একবার বাড়ীটীর নিকট গিয়া তত্ত্ব লইয়া আসিতাম—সদর দরজার চাবিটী কিরূপে খুলিতে হইবে, বা কোন স্থান দিয়া যাইলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব, এসমস্ত সন্ধান লইয়া আসিতাম। একদিন বেলা দুইপ্রহরের সময়—যখন কেহ কোথাও ছিল না, আমি কতকগুলি চাবির থোলো সংগ্রহ করিয়া বাড়ীর নিকটে গেলাম, কিন্তু সদর দরজার চাবি বিলাতী, (ইংরাজী অক্ষরের সঙ্কেৎ) বলিয়া খুলিতে পারিলাম না। পরে তুমি দেখিয়া থাকিবে ছোটমাসীর বাড়ীর পশ্চাতে একটী অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাচীর ছিল, আমি আস্তে আস্তে সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম ও থিড়কীর দরজার খিলটী খুলিয়া দরজা দুটী ভেজাইয়া আসিলাম। যে দিন তুমি প্রথমে এখানে আসিলে তাহার পূর্ব্বদিনে আমি এইটী করিলাম এবং তোমার আসিবার দিন হইতে প্রত্যহ রাত্রে গিয়া ছোটমাসীর টাকার সন্ধান করিয়া আসিতাম, এক এক রাত্রে যাইতাম ও এক একস্থান খনন করিয়া আসিতাম, আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে, তাহার টাকাগুলি বাড়ীর কোনস্থানে পোতা থাকিবে। যাহা হউক দিদিমণি, আমাদিগের অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে, এতদিন পরিশ্রম করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। গোঁয়ার গোপাল ও গদাধর একরাত্রে আসিয়াই তাহার সমস্তই অপহরণ করিয়া লইল। দিদিমণি যদি তুমি আজ আমার সহিত না যাইতে

তাহা হইলে হয়ত দুরাত্মারা আমাকে প্রাণে বিনাশ করিত।" এইরূপ বলিয়া কুমারী আমাকে কৃতজ্ঞ নয়নে দেখিতে লাগিল।

কুমারীর রাত্রি-বিচরণের কথা শেষ হইলে আমি তাহাকে বলিতে লাগিলাম—"কুমারি, আমি তোমার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিলাম, এক্ষণে আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তোমাকে বলি—শ্রবণ কর। তোমার নৈশ কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি তোমাতে দুইটী বিশেষ গুণ উপলব্ধি করিলাম; তাহার একটী "সাহস" ও অপরটী "একাগ্রতা।" বস্তুতঃই পৃথিবীতে থাকিতে হইলে এরূপ সদ্‌গুণের আবশ্যক; কিন্তু ভবিষ্যতে উহাদিগকে এ প্রকার কদর্য্য কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। আমি বিলক্ষণ বলিতে পারি যে, যদি তুমি ঐ সদ্‌গুণদ্বয়কে কোন মহৎ বা বৈষয়িক কর্ম্মে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে তুমি কখনই এ জীবনে কষ্ট পাইবে না। এতদ্ব্যতীত তোমার অন্যান্য যে সকল ব্যবহার দেখিলাম, সেগুলি সমস্তই অতি জঘন্য, কদর্য্য ও নিন্দনীয় এবং তুমি যে মার ন্যায় সচ্চরিত্রা ও পুন্যবতী স্ত্রীলোকের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যাহা হউক কুমারি, তোমার এ কার্য্যটীর প্রথম সূচনাতে "লোভ" যাহা কখন, কোন কালের জন্য মনুষ্যের হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এমন কি "পরস্ব হরণ করিব," এইটী একবার মনে করিলেও নরকগামী হইতে হয়।"

"দ্বিতীয়তঃ তুমি যে বলিলে, ছোটমাসীর কেহই নাই, তুমিই তাঁহার বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, এবং তাঁহার সৎকারের অবশিষ্ট টাকা তোমাকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল বলিয়াই, তুমি তাঁহার বিষয়ের সর্ব্ববাদী সম্মত "ঈশ্বরী," এইটী তোমার হৃদয়-জনিত লোভের আশ্বাস বাক্য ব্যতীত আর কিছু নহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে যে, যতক্ষণ কোন বিষয় কাহাকে অর্পিত বা প্রদত্ত না হয়, ততক্ষণ সে বিষয় কাহারও নহে। ছোটমাসী তোমাকে বলিয়া থাকিতে পারেন যে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিবেন কিন্তু যখন একাল পর্য্যন্ত দেন নাই, তখন সে বিষয় তোমারই কিরূপে হইল?"

"তৃতীয়তঃ তুমি যেরূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ও প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ছোট মাসীর বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহা সামান্য চোরের কর্ম্ম নহে। এরূপ রাত্রি বিচরণ করাতে তোমাকে দুইটী দোষে দূষিত হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ তুমি এরূপ চৌরভাবে বাড়ী হইতে বহির্গমন করিয়া প্রকৃত প্রতারকের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। সংক্ষেপতঃ বলিতে কি, তুমি আমাকে এবং জগতের সর্ব্বসাধারণকে প্রতারণা করিয়াছ ও তজ্জন্য তুমি জগদীশ্বরের নিকট অপরাধী। দ্বিতীয়তঃ তুমি, যে উদ্দেশে বাটী হইতে বহির্গমন কর না কেন, স্ত্রীলোক এরূপ রাত্রি বিচারক হইলে লোকে তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, অতএব এরূপ কর্ম্ম করিয়া তুমি আপনার চরিত্রকে ও আমাদিগের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিবার উপক্রম করিয়াছিলে, সেই জন্য তুমি আমার নিকট এবং আমার স্বর্গীয় মাতার নিকট অপরাধী।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে, কুমারী আমার গলা ধরিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "কুমারি, যাহা হইবার হইয়াছে, আর এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।"

কুমারী গদগদ বচনে বলিল, "না দিদিমণি, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর—আমি আর কখন এরূপ কর্ম্ম করিব না।"

আমি বলিলাম, "কুমারি, তুমি আমার প্রতি রুষ্ট [illegible] তোমার জ্যেষ্ঠ ভগ্নী, তোমার দুশ্চরিত্র দেখিলে, তোমাকে উপদেশ দিবার আমার অধিকার আছে। যাহা হউক এক্ষণে সে বিষয় আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে—যাও, আপন শয্যায় গিয়া শয়ন কর।" এইরূপ বলিয়া আমি কুমারীকে আপন শয্যায় শয়ন করাইলাম ও আমিও তাহার নিকট শুইলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে কণ্টক।

"The course of true love never did run smooth."

Keneth.

পরদিন প্রভাত হইল। স্বভাব নিত্য খেলায় খেলিতে লাগিল। আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখে কতকগুলি নারিকেল গাছ ছিল; তাহার কতক পশ্চাতে দুই চারিটী আম্রবৃক্ষ; তাহার পশ্চাতে, পার্শ্বে ও সম্মুখে সুপারী গাছের মেলা; তাহার দূরে—কতকদূরে ঝাউ গাছের শারি। সূর্য্যদেব সেই শারির মধ্য দিয়া সুপারী, আম্র ও নারিকেল বৃক্ষ ভেদ করিয়া উদয় হইতে লাগিলেন। প্রভাত-কিরণ গাছের পাতায় ও বৃক্ষের ঝোপে ওত-প্রোত ভাবে প্রবেশ করিল। ঘন-পল্লব বিশিষ্ট বিটপি সমূহের মধ্য ভাগে, ছায়া ও কিরণ একত্রে খেলাইতে লাগিল। বৃক্ষ ও লতাসমূহের নব কিশলয় সূর্য্য কিরণ পাইয়া চিক্ চিক্ করিতে লাগিল—কখন বা মৃদু বায়ু পাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল—ধিরি ধিরি, ঠমকে ঠমকে, বায়ুর [illegible] করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া স্বভাবের গায়ক গায়িতে লাগিল; মনের উল্লাসে—হৃদয়ের আনন্দে গাইতে লাগিল—আকাশভেদী কণ্ঠস্বর আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। বনবাসিনী প্রতিধ্বনি সে আনন্দের পোষকতা করিতে লাগিলেন। কোথায় বা মৃদুলভাষী ক্ষুদ্র পক্ষি সমূহ কোমলস্বরে গাইতে লাগিল। যে স্বরে সরস্বতীর বিনা যন্ত্র গাইয়া থাকে, সেই স্বরে গাইতে লাগিল—যে স্বরে মিষ্টভাষী গায়িকা গাইয়া থাকে, সেই স্বরে গাইতে লাগিল। যে স্বরে সুললিত "আরগিন্" যন্ত্র গাইয়া থাকে সেই স্বরে গাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে জগৎ আনন্দে পূরিত হইল, পৃথিবী নবরাগে নবজীবন ধারণ করিল, আমরা এইরূপ সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

আজি আমরা গৃহ কার্য্য সমাধা করিয়া আহারাদির পর বসিয়া আছি,

এমন সময় ডাক ঘর হইতে দুই খানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি পত্র পাইয়া ব্যগ্র ভাবে তাহার একখানি উন্মোচন করিলাম। এখানি বিমলার পত্র; বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি "দিলেকাসে" আসিবার সময় মালাকারের গৃহে বসিয়া, বিমলাকে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলাম, এখানি তাহারই প্রত্যুত্তর। বিমলা লিখিতেছে—

প্রিয় সুশীলা,

ভাই, তোমার একখানি চিঠি পাইয়াছি। যে সময় তোমার চিঠি খানি এখানে পৌঁছে, সে সময় আমরা কাশী, গয়া, তীর্থের পর বৃন্দাবনে যাত্রা করিতেছিলাম। সেই জন্য তখন আমি মাঠাকুরাণীকে চিঠিখানি দেখাইতে পারি নাই। গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া ছিলাম ও তোমার শ্বেত অট্টালিকার সমস্ত বিষয়টী জ্ঞাত করিয়া ছিলাম। মাঠাকুরাণী তোমার পত্র পাঠ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তুমি যে নির্দ্দোষী ও সচ্চরিত্রা তাহা তিনি বিশেষরূপ জানিয়াছেন। যাহা হউক, তাহাকে মনকষ্ট দিবার জন্যই হরনাথ বাবু, বিজয় বাবুর সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে যারপরনাই [illegible]। মাঠাকুরাণী সেই জন্য তোমার নিকট একান্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত আছেন। আর তুমি যে বিজয়-বেশধারী গণককন্যার সহিত রাজপথে একগাড়ীতে যাইয়াছিলে, একথা সত্য, তাহা তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন—তজ্জন্য তোমাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। যাহা হউক ভাই, হরনাথ বাবুর ইচ্ছা বৃন্দাবনে দুইমাস কাল বাস করিয়া পুনর্ব্বার "আমতা" গ্রামে যাইবেন। সেই সময় মাঠাকুরাণী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি বলেন, "তোমার সহিত তাঁহার যে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে এইটী তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে কি না সন্দেহ।" যে হেতু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সেইরূপই মনকষ্ট দিয়া দিন দিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন; এমন কি, হয়ত তাঁহাকে শীঘ্রই এদেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আহা! সুশীলা, তাঁহার ভগ্ন শরীর দেখিলে বোধ হয় তুমি কাঁদিয়া ফেলিতে।

যাহা হউক ভাই, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে; বোধ হয় লিখিলে বিমলা দ্বিতীয় " মহাভারত " লিখিয়া ফেলে, সেই জন্য এক্ষণে লিখিলাম না—সাক্ষাৎ পাইলে সমস্তই বলিব। সংক্ষেপে বলিতে কি, কাশীতে আসিয়া আমার একজন রাজপুত্র জুটিয়াছিল। বস্তুতঃ সুশীলে, রাজপুত্রটি যদি জোয়াচোর না হইত, আব যদি আমার সমস্ত টাকাগুলি ফাঁকি দিয়া না যাইত—তাহা হইলে কি গণককন্যার কথা যথার্থ হইত না? বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিবে, যে গণককন্যা শরৎ বাবুকে অপহরণ করিবার সময় আমাকে রাজপুত্র দেখাইয়া ছিল। শুনিয়াছি, সেই রাজপুত্রবেশধারী জোয়াচোরের ফরেসডাঙ্গায় বাড়ী, সেখানে সে একজন ধনাঢ্য লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সর্ব্বশান্তি করিতেছে। সুশীলা, ভাই, আগে যদি জানিতাম তাহা হইলে কি বিমলা তাহার কথায় ভুলিত?

অধিক কি লিখিব, বৃন্দাবনে আসিয়া আমি বৈষ্ণবীর বেশ ধরিয়াছি কিন্তু ভজিবার শ্রীকৃষ্ণ পাই নাই। এখানে রাধিকার ভাগই অধিক সুতরাং আমার ন্যায় বৈষ্ণবীর শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া সুকঠিন। তুমি ডাক্‌যোগে আমাকে একটী দুধের কলস পাঠাইতে পার? তাহা হইলে আমি "আয়ান ঘোষের" গৃহিনী হইবার চেষ্টা করি। ইতি——

বশম্বদ

শ্রীবিমলা দাসী।

আমি এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলাম, কারণ আমি বোধ করিয়াছিলাম যে, হয়ত আমার শ্বেত অট্টালিকায় বাস করাতে, মাঠাকুরাণী আমাকে একজন কদাচারী স্ত্রীলোক বলিয়া জানিয়াছেন ও মনে করিয়াছেন যে, আমিই বিজয় বাবুকে, তাঁহার হৃদয় সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে সে সংশয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

দ্বিতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিয়া দেখিলাম, এখানি হরনাথ বাবুর বাড়ীর মালাকার লিখিয়াছে। কাক ও বকের ছানা কিরূপে লিখিতে হয় তাহা মালাকার বিশেষরূপ জানে; তাহার হস্তাক্ষর ছাপাইতে হইলে অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া আমরা তাহা পাইলাম না, নচেৎ পাঠক মহাশয়কে দেখাইতে ইচ্ছা ছিল। শুদ্ধ

তাহা নহে, মালাকার, শ্যামাচরণ, লোহারাম প্রভৃতি বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদিগের মাথা খাইয়াছে—মালাকার লিখিয়াছে।

"সুশিলে। তোমার জন্নে দুটি চাকরি ঠিক করিআ রাখিআছি, পচোন্দ হয় এখানে আসিলে করে দিব। দুটোর মধ্যে একটা ভাল, ফরেশডাঙ্গায় এদের বাড়ি—খুব বড মানুষ, রাজা বাহাদুর, এদের খেতাব। সুনেছি ফরেসডাঙ্গার রাস্তার ধারে একটা ইঁদুর বেড়াইতেছিল, ইনি সেই ইঁদুরকে মারিআ "রাজা বাহাদুর" খেতাব পাইআছেন, একথা কতদুর সত্তি তা যানি না। কিন্তু এদের অনেক টাকা যাছে— রানি নাকি খুব বড মানুষের মেএ, দুটী ছেলে যাছে, তোমাকে তাদের মানুশ মুনুষ করিতে হবিবে। এরা এখন "যামতা" গ্রামে যাস্থিআছেন—কিছু দিন থাকিবেন—তুমি কি বল। আর একটী গেরস্ত লোক, কিন্তু ভাল মানুশ—তোমার যেটী পচন্দ।"

শ্রীহরিচরন মালি।

আমি মালাকারের চিঠি খানি পাঠ করিয়া মনে মনে হাসিলাম, ও ভাবিলাম, বিমলা যে ফরেসডাঙ্গায় রাজপুত্রবেশধারী জোয়াচোরের কথা লিখিযাছে মালাকারের উল্লিখিত "রাজবাহাদুর" ত সেই নহে। আর হলেইবা, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যদি আমি তাহার বাটীতে চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে, অগ্রে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিযুক্ত হইব ও দ্বিতীয় স্থানটীতে কুমারীকে রাখিয়া দিব। এইরূপ স্থির করিয়া আমি মালাকারকে তাহার সদাশয়ের জন্য ধন্যবাদ দিলাম ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বিমলাকে অধিক কিছু লিখিলাম না, শুদ্ধ এই মাত্র লিখিলাম, যে, তুমি যে আমার চিঠিখানি মাঠাকুরাণীকে দেখাইয়াছ ও আমার বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিযাছ, ইহাতে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম, আর মাঠাকুরাণী যখন আমতা গ্রামে আসিবেন, তাহার পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ পাঠাইও—আমি তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

যাহা হউক আমি পত্রদ্বয় এইরূপে লিখিযা শিরনাম দিতেছি এমন সময় যোগেন্দ্রর বাড়ীর একজন ঝী আসিযা আমার সম্মুখে দাড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ঝি—কি মনে করে?"

ঝী বলিল, " মাঠাকুরাণী, তোমাকে একবার ডাকিতেছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, " কেন ? "

ঝী। কি জানি বাছা, তা আমি বলিতে পারি না—বোধ হয় যোগেন্ বাবুর কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

যোগেন্দ্রর নাম শুনিয়া আমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—এখনও কাঁদিল এবং যখন বাড়ীতে আসিয়া সুকুমারীর মুখে তাহার বিদেশ গমনের কথা শুনিয়াছিলাম তখনও কাঁদিয়াছিল। বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যখন আমি শ্বেত অট্টালিকায় কারাবদ্ধ থাকি তখন যোগেন্দ্র আমার সন্ধান লইতে হরনাথ বাবুর বাড়ী গিয়াছিল, এবং তাঁহার দ্বারা আমার মিথ্যা অপবাদটী শুনিয়া দেশত্যাগী হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক সেই পর্য্যন্তই আমি যোগেন্দ্রর কোন সন্ধান পাই নাই—এবং সেই পর্য্যন্তই তাহাকে মনে হইলে আমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। আমি মনে মনে করিলাম যোগেন্দ্র কি আমাকে সত্য সত্যই দুশ্চরিত্রা বলিয়া জানিয়াছে ? হরনাথ বাবুর নিকট আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমার জীবন কাননের আশারূপ সুখপদ্মটী উচ্ছিন্ন করিলেন। এ হতভাগিনীর কি এ জগতে এমন কেহ নাই যে, আমার সাপক্ষে যোগেন্দ্রকে কোন কথা বলে। এইরূপ ভাবিয়া আমি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ঝী বলিল, " ওমা—তুমি যে যোগেন্ বাবুর নাম শুনিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলে। আহা! নূতন ভালবাসার এই রূপই হইয়া থাকে। "

আমি তাহাকে গোপন করিবার জন্য বলিলাম, " না ঝি, আমার কিছুই হয় নাই—আজ কাল আমার চক্ষের স্বভাবই এইরূপ হইয়াছে। " এই প্রকার বলিয়া আমি তাহার অনুগামী হইলাম। যাত্রা কালীন একবার মনে করিলাম, যোগেন্দ্রর মাতার সম্মুখে আমি কি করিয়া দাঁড়াইব। তিনি জানেন যে, যোগেন্দ্রর সহিত আমার বাল্যকাল হইতে প্রণয়—এবং এক্ষণে যোগেন্দ্র আমার পাণিগ্রহণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে—অতএব বিবাহের অগ্রেই তাহার মাতার সম্মুখে পুত্রবধূ হইয়া দাঁড়ান কি লজ্জা! কি ঘৃণা!! আবার ভাবিলাম না—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, অবশ্যই যোগেন্দ্রর কোন না

কোন সংবাদ পাইব। এইরূপ স্থির করিয়া আমি পরিচারিকার সহিত যোগেন্দ্রের বাটীতে গমন করিলাম ও কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার মাতাঠাকুরাণীর শয়ন গৃহে উপস্থিত হইলাম।

গৃহটীর বিস্তারিত বর্ণনায় আবশ্যক নাই, প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের শয়ন-গৃহ যেরূপ সজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ইহাও তাহার অন্যরূপ নহে। চতুর্দ্দিকে দেয়ালগিরি—তেলা রঙের ছবি, কৌচ, আলমারী, মেহগিনী কাষ্ঠের খাট প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে। আমি যে সময় গৃহে প্রবেশ করি, সেই সময় গৃহস্বামিনী একখানি কোচের উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিলেন—এক একবার ফুকারিয়া কাঁদিতেছিলেন ও এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার কৌচের নিকটবর্ত্তী হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না, অবশেষে আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন?"

বলিবা মাত্রই মাঠাকুরাণী আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কাঁদিতেছেন কেন?"

মাঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, "আমার কাঁদিবার হেতুই তুমি—সেই জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।" এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সন্নিকট বসিতে আদেশ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি যদি আপনার এরূপ ক্রন্দনের কারণ হই তাহা হইলে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমার বিবেচনায় আমি আপনার নিকট অপরাধী নহি।"

বলিবা মাত্রই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "অপরাধী নও, তবে আমার ছেলেটীকে জাদু করিয়া রাখিয়াছ কেন? তোমাদিগের মায়া কে বুঝিতে পারে?"

আমি শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম, বলিলাম, "মাঠাকুরাণি—আপনি আমার মাতৃ তুল্য, আমি আপনার সম্মুখে সত্য করিতেছি যে, আজ চারি মাস

হইল যোগেন্দ্রর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই—ও সে কোথায় তাহাও জানি না।"

মাঠাকুরাণী। হাঁ, হাঁ—তাহাও আমি জানি, তুমি বিজয় ডাক্তরের সঙ্গে কোথায় বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলে, সে তাই শুনিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শুনিবা মাত্রই আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। মনে মনে করিলাম, মা বাসুকী যদি আমায় স্থান দেন তাহা হইলে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে এ লজ্জা নিবারণ করি।

মাঠাকুরাণী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "দেখ সুশীলে, তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তাহাকে বিবাহ করে তুমি লক্ষেশ্বরী হবে? যদি তাহা করিয়া থাক তাহা হইলে এটী তোমার অন্তরের সামান্য গর্ব্ব নহে। দেখ তুমি একজন সামান্য গরিব লোকের মেয়ে, লোকের বাড়ী দাসত্ব করে জীবন ধারণ কর, আর আমার ছেলে একজন লক্ষপতির পুত্র, আমরা বর্ত্তমানে তুমি কি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে?—এটী তোমার অন্তরের এক কোণেও স্থান দিওনা। স্পষ্ট বলিতে কি বিজয় বাবুর সহিত তোমার যে দুর্ণাম ঘটিয়াছে তাহাতে তোমাকে ব্রাহ্মণ কন্যা বলিলেও নরকগামী হইতে হয়।"

আমি তাহার বাক্য যার পরনাই দুঃখিত হইয়া বলিলাম, "মাঠাকুরাণি, আপনি আমাকে সমস্তই বলুন শিরোধার্য্য করিয়া লইব—কিন্তু আপনাকে মিনতি করি—আমাকে ও অপবাদটী দিবেন না—আমি দরিদ্র কামিনী বলিয়া আমাকে ওরূপ বলিবেন না।" এইরূপ বলিয়া আমি আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলাম।

মাঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেখ সুশীলা—কাঁদিও না, আমাদিগের অভিমত কর্ম্ম করিলে তোমার অবশ্যই ভাল হইবে। দেখ, কর্ত্তা বলিয়াছেন যে, সুশীলা যদি যোগেন্দ্রকে বিবাহ না করিতে চাহে, তাহা হইলে আমি তাহাকে অন্য একটী সুপাত্র দেখিয়া বিবাহ দিব এবং বিবাহের সময় তাহাকে পাঁচশত টাকা যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু যদি কোনরূপ কুহকে যোগেন্দ্রকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে, তাহা হইলে যাহাতে তাহাদিগের

উভয়ের অনিষ্ঠ হয় তাহা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিব, এমন কি, সুশীলার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে ক্রটি করিব না।"

আমি মনে মনে করিলাম, আমার জীবন যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহাকে এ জীবন সমর্পণ করেছি তাহাকে যদি না পাই, তাহা হইলে আমার বাঁচিবার আবশ্যক কি?—এ চিরদুঃখিনীর পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়।

আমার এরূপ নিরুত্তর থাকাতে বোধ হয় মাঠাকুরাণী মনে মনে করিলেন যে হয়ত আমি অন্য পাত্রে বিবাহ করিতে মনন করিতেছি। তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ সুশীলে, কর্ত্তা যে পাত্রটীর সহিত তোমাকে বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছেন সেটী তাঁহার একান্ত অনুগত ও অতি সজ্জন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি সে তোমার ন্যায় সচ্চরিত্রা পাত্রী পাইলে কখনই বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবে না।"

আমি আর নিরুত্তর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "মাঠাকুরাণি, আমার বিবাহের আবশ্যক নাই—আপনি পুনঃ পুনঃ আমাকে ওরূপ বলিয়া দুঃখিত করিবেন না।"

মাঠাকুরাণী। তবে কি তুমি যোগেন্দ্রর আশা ছাড়িবে না?

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি,—আমি যে আপাততঃ কাহার নিকট বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইব এরূপ নহে, যত দিন না আমার পিতার কোন সংবাদ পাওয়া যায়, তত দিন আমি কাহারও কাছে আবদ্ধ হইব না। তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলে ও আমাকে অনুমতি দিলে আমি বিবাহ করিতে পারিব, ইহাই তাঁহার আজ্ঞা।"

মাঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "ভাল, এ কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম কিন্তু দেখিও তোমার পিতার অমতে বিবাহ করিও না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাঠাকুরাণি, কেন আপনি আমাকে এরূপ বলিলেন, আমার পিতা কি আর বাড়ী ফিরিবেন না?"

মাঠাকুরাণী। সে কথায় তোমার আবশ্যক কি—আর আমারও বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে যোগেন্দ্রর সহিত তোমার বিবাহ না হলেই ভাল।

আমি আরও সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "না মাঠাকুরাণি, আপনাকে মিনতি করি, আপনি বলুন আমার পিতার সংবাদ কি?" এইরূপে আমি বারম্বার তাহাকে বিনয় করিতে লাগিলাম।

অবশেষে মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "সুশীলা, তোমার পিতাঠাকুর কর্ত্তার নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। তোমরা এবাটী হইতে চলিয়া গেলে কর্ত্তা তাঁহার টাকার উপায় করিবার জন্য তোমার পিতার অনেক সন্ধান লইয়াছিলেন। চারিদিকেই লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারে নাই। অবশেষে দুইটী লোক আসিয়া বলিল যে, কিছু দিন হইল একটী ব্রাহ্মণ "দামোদর" নদীর নিকট হত্যা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ব্যক্তিটী নদীর জলে অবগাহন করিয়া প্রাণত্যাগ করে নাই, তটে দাঁড়াইয়া একখানি ছুরিকা দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার দেহ নদীর জলে পড়াতে ভাসিয়া গিয়াছে। যে স্থানে দাঁড়াইয়া সে এই কর্ম্ম করে সেই স্থানের ঘাসের চারিদিকে রক্তের স্রোত ও তন্নিমগ্ন একখানি ছুরি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণটীর অবয়ব তাহারা যেরূপ বলিল, তাহাতে তাহাকে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ব্যতীত আর কাহাকেও বোধ হইল না। বিশেষ হিসাব করিয়া দেখা গেল, যে দিবস তোমার পিতা দেশত্যাগী হইয়া যান সেই দিবসেই এই কার্য্যটী হইয়া যায়।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু একেবারে অধৈর্য্য না হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাঠাকুরাণি! আপনি কি আমাদিগের বিবাহের প্রতিবন্ধকতার জন্য এরূপ বলিতেছেন, না সত্য সত্যই আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে?"

মাঠাকুরাণী বলিলেন, "সুশীলা, মৃত্যু সংবাদ কখন মিথ্যা হয় না, আর আমারই বা তোমাকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যক কি? এ কথা সকলেই জানে, তুমি বরং আমার বাড়ীর অপরাপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, পিতৃবিয়োগজনিত শোকানলে অবলা হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

মাঠাকুরাণী বলিলেন, "সুশীলা, আর কাঁদিলে কি হইবে, যাহবার হইয়াছে—এক্ষণে বাড়ী যাও "

আমার ক্রন্দন শুনিয়া নিম্ন হইতে দুই তিন জন পরিচারিকা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহাদিগের মধ্যে একজন মাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল " আপনি কি সুশীলার বাপের খবর বলিয়াছেন ? "

মাঠাকুরাণী বলিলেন, " হাঁ ? "

আমি আরও বিশ্বস্থ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম ও পরক্ষণেই চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সুকুমারী কি করিতেছিল তাহা আমি জানি না; আমার ক্রন্দন শুনিয়া শুষ্কমুখী হরিণীর ন্যায় দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল " দিদিমণি, তুমি কাঁদিতেছ কেন? কাল রাত্রে আমি বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম তাহা কি কেহ জানিয়াছে? আমার জন্য কি তোমাকে কোন কথা শুনিতে হইয়াছে? আমি তাহাকে কোন উত্তর করিলাম না—তাহার গলায় বাহুদ্বয় আলিঙ্গন করিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলাম। কুমারী আমার ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃসম্বোধন শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমরা দুই অনাথিনী একত্রে কাঁদিতে লাগিলাম—হৃদয় ভেদী শোকানল হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল—কে শুনিবে? " দুঃখিনী হইলে জগতের লোক বধীর হয়—অন্ধ হয়।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

রাজাবাহাদুর।

"কি কাজ এ প্রেমে শেষে এই যদি হবে,
কি কাজ বা ভালবেসে, হাসিয়ে দুদিন,
কাল যদি দুই জনে কাঁদিব নীরবে,
জনমের মত হবে বিষাদে বিলীন ?"

নলিনী।

আমার দুঃখের সময় কাটিল কৈ? ঐ দেখ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল,—সন্ধ্যা হইতে সন্ধ্যা যাইতে লাগিল, কিন্তু এ চিরদুঃখিনীর দুঃখের সময় কাটিল কৈ? ঐ দেখ, অসীম উচ্চাকাশে উড্ডীয়মান ক্ষুদ্রাকৃতি পক্ষীর ডানায়, সময় কাটিতে লাগিল—দ্রুত গামিনী স্রোতস্বতী কল্লোলিনীর কোলে সময় কাটিতে লাগিল। দেখ, পূর্ণ যৌবনা হাস্যমুখী নিতম্বিনীর অধর-প্রান্তে সময় কাটিতে লাগিল; চ্যুত নক্ষত্রবৎ বেগে—অতিবেগে, সময় কাটিতে লাগিল; তুমি দেখ, দেখিতে পাইবে, আমি দেখিব না, কারণ দেখিতে পাইব না—আমি চিরদুঃখিনী—চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। লোকের দুঃখের সময় হইলে অন্ধ হয়—দিব্য চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হয়—সময়ের গুরুত্ব বোধ হয়, জীবনের নিরাশতা উপস্থিত হয়—আত্মজন পর হয়, আমারও সেই রূপ। ভাল, বলিতে পার আমার যোগেন্দ্র কোথায়? পিতা কোথায়?, মাতা কোথায়? ভ্রাতা কোথায়? আর সেই "গুপ্ত-লিপি" খানিইবা কোথায়? যেখানি আমার ভবিষ্যৎ জীবন-কাননের আশারূপ সুখপত্র। নিশ্চিত ছিলাম, পিতা সেই খানি হস্তে লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকটেই আছে—ফিরিলে পাইব। কিন্তু আবার শুনিতেছি—পিতা নাই, তিনি

আত্মঘাতী হইয়া নদীর জলে ভাসিয়া গেছেন! (ওহো হো!! দর দর নয়নে কাঁদিতে লাগিলাম।) তবে কি আমাদিগের "গুপ্ত-লিপি" খানি তাঁহার সহিত ভাসিয়া গেছে? এ চিরদুঃখিনীর ভবিষ্যৎ জীবনের আশারূপ সৌভাগ্য কবচটী কি নদীর স্রোতে ভাসিয়া গেল! তবে আর এ জীবনের প্রয়োজন নাই, যোগেন্দ্রের সহিত আলাপেরও আবশ্যক নাই, আর পাঠক মহাশয়ের "গুপ্ত-লিপি" খানি পাঠ করিবারও প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? অথিত নৈরাশ সাগরে ডুবিলাম, লোকে বলে, জলমগ্নমুখী, মনুষ্য প্রাণাশয়ে স্রোত-পতিত তৃণরাশীর উপর নির্ভর করিতে যায়, কিন্তু আমার এ নৈরাশ সাগরে এমন একটী কুটা নাই যে, তাহা ধরিয়া এ জগতে রক্ষা পাই—জগৎ অন্ধকারময়! নিরাশতায় পরিপূর্ণ!

আজ আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় কুমারী একখানি পুস্তক পাঠ করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, দেখ দেখি এটী কেমন সুন্দর রচনা!"

"পড়েছি তুফানে কিন্তু ছাড়িব না হাল
আজিকে বিফল হলো হতে পারে কা'ল"।

আমি বলিলাম, "কুমারি, গ্রন্থকার তোমার জন্য ঐ চরণ দুটী রচনা করেন নাই—আমার জন্য করিয়াছেন, এবং জগদীশ্বর, আমাকে শুনাইবার জনাই এরূপ সময়ে তোমাকে ঐ স্থানটী দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহাহউক এক্ষণে এই বাটীতে অনর্থক সময় নষ্ট করিলে কি হইবে? জয়চাঁদ বাবুর স্ত্রীর নিকট আমি যে দশটী টাকা আনিয়াছিলাম তাহাত সমস্তই নিঃশেষিত হইল, এক্ষণে চল, অদ্যই আমরা এস্থান হইতে গমন করিয়া উভয়ে অন্যত্রে চাকরীর চেষ্টা করি—দেখি কত দিন দুর্ভাগ্য-রাক্ষসী আমাদিগের বেষ্টন করিয়া থাকে।" এইরূপ বলিয়া আমরা সেই দিবস বৈকালেই উভয়ে "আমতা" গ্রামে যাত্রা করিলাম। "আমতা" গ্রাম সেই কাঁই আছে, সেই পাখী—সে পাখী ডাকে

বসিয়া গ্রামবাসীদিগের শ্রবণ কুহরে মধুবর্ষণ করিত, পাখী সেইরূপই মধুবর্ষণ করিতেছে। সেই " কথাকও—" যে কথাকও " পল্লবের অন্তরালে থাকিয়া দিবারাত্রি গ্রাম্য মানিনীর মান ভঙ্গ করিত, "কথাকও" সেই রূপই মান ভঙ্গ করিতেছে। সেই পিক—যে পিক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গ্রাম্য বিরহিনীর অন্তরের জ্বালা জ্বালাইয়া দিত, পিক সেই রূপই জ্বালাইতেছে। আমি পথিমধ্যে একে একে সমস্ত দেখিতে লাগিলাম, রাজপথ, মাঠ, বন, উপবন, গৃহস্থের বাটী ইত্যাদি দেখিতে লাগিলাম ও কুমারীকে তদ্বিষয়ের পরিচয় দিতে লাগিলাম। "ইটী সেই "কেদোর জলাব" মাঠ, যে মাঠে দুরাত্মা সাধুচরণের বন্ধু হরিচরণের প্রাণ সংহার করে, এটী সেই দুঃখিনী বাসন্তিকার পর্ণ-কুটীর, যে কুটীরে আসিয়া দুষ্ট সাধুচরণ বাসন্তিকাকে অপহরণ করিবার ছলে তাহার স্বামীর সহিত বিবাদ করে ও তৎকর্ত্তৃক প্রহারিত হয়; এটী সেই পুষ্করিণী, যাহাতে মৎস্য অপহরণের অপবাদ দিয়া দুষ্ট সাধুচরণ হরনাথ বাবুর নিকট বাসন্তিকার স্বামীকে কারাবদ্ধ করে। এটী সেই দেব-মন্দির, শরৎবাবুর অপহরণের পর যে দেবালয়ে যাইবার উপলক্ষ্য করিয়া, হরনাথ বাবু গাড়ির ভিতর তাঁহার পত্নী ও বিজয় বাবুকে তিরস্কার করেন; এটী সেই নির্দ্ধারিত স্থান, যে স্থানে আমি কারাবাসী হরিচরণকে মাঠাকুরাণীর প্রদত্ত টাকা দিতে আসিয়া সাধুচরণ কর্ত্তৃক ধৃত হই ও শ্বেত অট্টালিকায় গমন করি। এটী সেই নহবৎ খানার ঘর, যেখানে হরনাথ বাবু নির্দ্দোষী সাধুচরণকে কারাবদ্ধ করেন।" উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, আমরা হরনাথ বাবুর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমরা যে সময় তথায় উপস্থিত হই সে সময় হরনাথ বাবুর মালী গৃহে ছিল না; তাঁহার বাড়ীর পশ্চাতে যে বাগান ছিল সেই খানে বসিয়া আপন কর্ম্ম করিতেছিল। আমি বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, " কুমারি, এই স্থান হইতে সেই দুই জন গণককন্যা, বিমলার কোল হইতে শরৎবাবুকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। যাহাকউক বৃদ্ধ মালী

আমাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, " কি গো, তোমরা যে এবারে দুই " রূপসী " একত্রে আসিয়াছ।"

আমি তাহার ব্যঙ্গ শুনিয়া উত্তর করিলাম, "আ--মর বুড়, আমার সঙ্গে তামাসা ? "

বৃদ্ধ মালী বলিল, " সুশীলা, আমি বুড় মানুষ, তোমাদিগের ঠাকুর-দাদার বয়সী, দুই একটা ঠাট্টা তামাসা করি, তাহাতে কিছু মনে করিও না; সত্যই কিছু তোমরা আমাকে বিবাহ করিবে না। "

আমি বলিলাম, " তোমার এখন তামাসা রাখ। এখন আমাকে যে দুইটি চাকরীর জন্য লিখিয়াছিলে, তাহা কোথায় ? আমাদিগকে লইয়া চল—আমরা দুই জনে চাকরী করিতে আসিয়াছি। "

মালাকার বলিল, " ভাল, কিন্তু একটী এ গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূর হইবে ও আর একটী এই গ্রামেই। "

আমি প্রথমতঃ মনে মনে করিলাম, দুই জনে পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকিলে ভাল হইত; বিশেষতঃ কুমারী বালিকা, পরের দাসত্ব কি, তাহা জানেনা। আবার ভাবিলাম, উপস্থিত ত্যাগ করা উচিত নহে, আপাততঃ যেরূপ হউক কুমারীকে নিযুক্ত করিয়া দি, পরে যাহা সুবিধা হয় করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি মালাকারকে বলিলাম, " চল, অগ্রে যে স্থানটী দূরবর্ত্তী সেই স্থানে কুমারীকে রাখিয়া আসি; পরে আমি সেই ফরেসডাঙ্গা নিবাসী রাজাবাহাদুরের বাড়ী নিযুক্ত হইব। "

মালাকার বলিল, ' কেন ? তোমার রাজাবাহাদুরের বাড়ীতে কর্ম্ম করিতে এত ইচ্ছা কেন ?"

আমি বলিলাম, " ইহার কারণ আছে; বিমলা আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে সে আমাকে এইরূপ একজন ফরেসডাঙ্গা নিবাসী রাজপুত্রের কথা উল্লেখ করে। জানি না এ ব্যক্তি সেই রাজ-পুত্র কিনা। "

মালাকার বলিল " তাহাতে তোমার কি ? '

আমি বলিলাম, "আমার কিছুই নহে—তবে তাঁহাকে দেখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা আছে।"

মালাকার আর কিছুই উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানটীতে গমন করিলাম। যাত্রাকালীন আমি পথিমধ্যে কুমারীকে দুই একটী উপদেশ দিলাম, বলিলাম" কুমারি আমার ন্যায় তোমাকেও দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইল। যদিও তুমি বালিকা, পরের দাসত্ব কি তাহা জাননা, তত্রাচ দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকেও এই অসাধ্য সাধন সাধিতে হইল। যাহাহউক তজ্জন্য আমাদিগের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নহে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য যখন যেরূপ অবস্থা তখন তাহাই অবাধে বহন করা; সুখ হইলে তাহাতে মুগ্ধ হইবে না, এবং দুঃখ হইলেও তাহাতে কাতর হওয়া উচিত নহে। মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর যাহাই করিতেছেন তাহাই মঙ্গল ও পূজ্য। দ্বিতীয়তঃ পরের দাসত্ব করিতে হইলে অগ্রে মনিবের ও তৎপরে অপর পরিজনের প্রিয় হইতে হয়। শুদ্ধ তাহা কেন? জগতে কাহারও অপ্রিয় হইও না, সর্ব্বদা আপন ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা অদূরবর্ত্তী একটী গৃহস্থের বাটীর সম্মুখীন হইলাম। মালাকার বলিল, "ঐ উমেশ বাবুর বাটী দেখা যাইতেছে।"

আমি দেখিলাম, বাড়ীটীর সম্মুখে একতলা দুই চারিটী ঘর, পশ্চাতে দ্বিতল, অন্দর মহল বলিয়া বোধ হইল। মালাকার বলিল, "উমেশ বাবু অতি সজ্জন, তাঁহার নিকট থাকিলে তোমার কুমারী সুখে থাকিবে।"

আমি বলিলাম, "সেটী তোমার আশীর্ব্বাদ ও আমার ভাগ্য; যাহাহউক এক্ষণে তুমি কি রূপে আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইবে?"

মালাকার বলিল, "আমি পুরুষ মানুষ,—বাড়ীর ভিতর কি যাইতে পারি? তবে উমেশ বাবুর সহিত এক দিন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনিই আমাকে একটী লোকের কথা বলিয়াছিলেন, তাই তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।"

আমি মনে মনে করিলাম, স্ত্রীলোক হইয়া অকস্মাৎ অপরিচিত পুরুষ মানুষের নিকট কিরূপে উপস্থিত হইব! কিন্তু কি করি," আবশ্যকতা নিয়মের বশবর্ত্তী নহে" সুতরাং মালাকারের আদেশানুযায়ীক আমরা বহির্বাটীর একটী ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম।

গৃহটী ক্ষুদ্র, কিন্তু সুসজ্জিত। অনুমানে বোধ করিলাম, এইটী বৈটকখানা হইবে। আমরা যে সময় তথায় উপস্থিত হই, সে সময় দুইটী লোক বয়ঃক্রম আন্দাজ ২৮ বা ২৯ বৎসর হইবে, সেখানে বসিয়া তাশ খেলিতেছিলেন। মালাকার তাহাদিগের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবু, আপনি যে লোকের কথা বলিয়াছিলেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

বাবুটী আমাদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "আনিয়াছ? ভাল, কাহাকেও সঙ্গে দিয়া উহাদিগকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দাও।" বাবুটী দেখিতে গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, মুখে বসন্তরোগের চিহ্ন ও তোতলা, তিনি যে উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে বোধ হইল সেগুলির উচ্চারণ করিতে তাঁহার প্রায় পাঁচ মিনিট্‌ কাটিয়া গেল। কুমারী তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি যার পর নাই অপ্রতীভ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাবুদিগের সম্মুখ হইতে কুমারীর হাত ধরিয়া লইয়া গেলাম। মালাকারও আমাদিগের সমভিব্যাহারে আসিল। আমি যখন বৈটকখানার পাশ দিয়া চলিয়া যাই, তখন যেন শুনিলাম তন্মধ্য হইতে একজন বলিতেছে, "এই রকম চাকরাণী দুই একটী যদি পাই, তাহা হইলে আমিও রাখি।" পরক্ষণেই দেখিলাম যে, লোকটী বাবুর সহিত তাশ খেলিতেছিল, সে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া আসিল। ব্যক্তটী আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আইস, আমি তোমাদিগকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাই।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সহিত উমেশ বাবুর কিরূপ সম্বন্ধ?"

ব্যক্তিটি বলিলেন, "উমেশ বাবু আমার ভগ্নীপতি।" এইরূপ

বলিয়া, তিনি ঘন ঘন আমাদিগের মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু সে বিষয় কোন উল্লেখ না করিয়া তাহার সহিত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। এ সংসারের অনেক কথা পাঠক মহাশয়কে বলিবার ইচ্ছা রহিল, সময়ান্তরে বলিব। যাহাহউক এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতে কি, আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামিনীর সম্মুখীন হইলাম। ইনি অতি সুজন, মিষ্টভাষী। কুমারীকে নিযুক্ত করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। ইহার তিনটী কন্যা, ক্রমান্বয়ে পাঁচ, সাত ও আট বৎসর বয়ঃক্রম। কুমারীকে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। আমি কিয়ৎক্ষণ মাঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথন করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম, ও মালাকারের সমভিব্যাহারে "আমতা" গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

মালাকার যে বাটীতে আমাকে নিযুক্ত করাইয়া দিবে বলিয়াছিল, সেটী হরেনাথ বাবুর বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। স্থানটী অতি রম্য, চতুর্দ্দিকে বাগান ও পুষ্পবন, মধ্যে প্রায় এক বিঘা ভূমির উপর একটী সুন্দর অট্টালিকা। বাড়ীটী দুই তিন বৎসর প্রায় গরমেরামতী ছিল বলিয়া, এ পর্য্যন্ত ইহাতে কোন ভাড়াটিয়া উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি রাজাবাহাদুর এইটী ভাড়া লওয়াতে ভূস্বামী ইহা সম্পূর্ণরূপ সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, রাজাবাহাদুর "বিমল'র পত্রোল্লিখিত রাজপুত্র-বেশধারী ব্যক্তি নহেন" ইনি পশ্চিমাঞ্চলের কোন মহৎ জমিদারের পুত্র—সদ্বংশজাত। প্রায় চারি বৎসর হইল, দেশ ভ্রমণচ্ছলে করেসডাঙ্গায় বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার ইদানীন্তন সুন্দর গৃহিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আমি যে সময় তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হই, সে সময় তাঁহারা উভয়ে শয়নগৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন।

রাজাবাহাদুর দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহেন। বয়স আন্দাজ ৩৫ বৎসর হইবে। রঙ গৌরবর্ণ, মস্তকের কেশরাশি সুন্দর ও কুঞ্চিত, শ্মশ্রুর কেশগুলি পরিস্কার আঁচড়ান। হাতের অঙ্গুলিতে দুই তিনটী ক্রিমতীয় হীরার

অঙ্গুরী আছে। পরিচ্ছদ গুলি সুন্দর ও রাজ-পরিচ্ছদ অপেক্ষা ক্রিমতীয় বলিয়া বোধ হইল। আটপৌরা বস্ত্র, উত্তম সরু পেড়ে ঢাকাই। বাহাদুর বস্ত্রের যে দিকে কোমর বন্ধন করিতেন, সেইদিকের কাপড়ের পাড়টী ছিন্ন করিয়া পরিধান করিতেন, পাছে তাহার কোমরে কোন আঘাত হয়। নূতন ঢাকাই কাপড় আনিলে চাকরেরা প্রায়ই তাহার একদিকের পাড় ছিড়িয়া ফেলিয়া দিত, ইহাই তাহাদিগের উপর আজ্ঞা ছিল। গাত্রাবরণ একটী ইংরাজী ধরণের কামিজ। আমি যে সময় তথায় উপস্থিত হই, সে সময় বাহাদুর একখানি মখমল কেদারায় বসিয়া তাহার পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। এক জন পরিচারিকা আমাকে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করাইলে তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনাদিগের একজন পরিচারিকার আবশ্যক হইয়াছিল, তাই আমি আসিয়াছি।"

আমার কথা শেষ হইবামাত্রই বাহাদুর-পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ আমি একজন দাসীর কথা কামিনীকে বলিয়াছিলাম বটে, তা তুমি কি কামিনীর দেশের লোক?"

আমি বলিলাম "কামিনী কে, তাহা আমি জানিনা তবে হরনাথ বাবুর মালাকার আমাকে এখানে আনিয়াছে, তাহার সহিত কামিনীর আলাপ থাকিবে।"

বাহাদুর পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন "হরনাথ বাবুটা কে? বোধ হয় কোন সামান্য লোক হইবে।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না" তিনি এখানকার একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ও বিষয়াপন্ন সম্প্রতি তীর্থবাসে গিয়াছেন।"

বাহাদুর-পত্নী বলিলেন, 'তবে তাহাই হইবে, নতুবা বড়লোক হইলে আগে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেন। এ দেশের ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের যতবড় লোক ও জমীদার আছেন, সকলকেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছে।"

রাজাবাহাদুর। আমারও কাহার সহিত আলাপ করিতে আর ইচ্ছা নাই. যেখানে যাব, সেই খানেই ঐ বিরক্তি—ঐ যন্ত্রণা! দেশেরত কথাই নাই, যে আসুক; রাজা আসুন, রাণী আসুন. রাজকুমার আসুন, মহাজন, জমিদার, যিনিই দেশে পদার্পণ করুন, আমারসহিত তাঁহাকে একবার দেখা করিতে হইবেই হইবে। আমি সেই জন্য নিয়ম করে ছিলেম যে, বিশেষ বড় লোক না হলে, তার সহিত সাক্ষাৎ করবো না। সাক্ষাৎ করিবার সময় প্রাতেঃ ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। ইহার অতিরিক্ত যিনি আসিতেন, তিনি আর আমার সাক্ষাৎ পাইতেন না।"

বাহাদুর-পত্নী স্বামীর বাক্যে আরও গর্ব্বিত হইয়া বলিলেন, "বাহাদুর, বড় লোক না হলে, বড় লোকের মর্য্যাদা জানে না, তবে আপনি নাকি সকলের উচ্চ, সেই জন্যই আপনার বিরক্তি বোধ হত।"

রাজা। শুদ্ধ তা নয়, আমি যেখানে না যাব, যে সমারোহে, বা যে সভায় উপস্থিত না হব, সে সভাই নয়, সেই সমারোহই নয়; কাহার বাড়ী কোন কার্য্য বা সমারোহ হলে, আগে লোকে জিজ্ঞাসা করিত," "বিজয় বাহাদুর আসিবেনত?" আমি এইরূপ নানা রকমে বিরক্ত হয়ে, শেষে দেশ ভ্রমণের উপলক্ষে বাড়ী পরিত্যাগ করেছি।

রাণী। বাহাদুর আপনার এরূপ বিরক্তি আমার সৌভাগ্যের কারণ বলিতে হইবে, যেহেতু আপনি বিদেশে না আসিলে, আপনার ন্যায় "মন্মথ" কোথায় পাইতাম।

রাজা। উত্তর পক্ষে—আমিও তোমার মত সুন্দর ছবিখানি কোথায় পাইতাম?

মহিষী। সে কথায় কোন উত্তর না করে, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, বাহাদুর, আপনি কি ভ্রমক্রমেও কোন সামান্য লোকের সহিত আলাপ করেন নাই?"

বাহাদুর। না, কখনই না—এক মুহূর্ত্তের জন্যও না। মহিষি, নিশ্চয় জানিও সংসর্গই মনুষ্যের শিক্ষা।

মহিষী। বা কেমন মিষ্ট ভাষা! কেমন সুন্দর উপমা!! "সংসর্গই

মনুষ্যের শিক্ষা," কেমন অন্যের সত্য ! মহারাজ, আপনি যেমন রূপবান, তেমনি গুণবান। আপনার বাক্য শুনলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী আপনার কণ্ঠে বাস করে আছেন। আপনার ঐ সকল গুণেইত আমি মৃত্যুপ্রায় হয়ে আছি।

ওঃ ! কি বল্লে মহিষি, "মৃত্যুপ্রায়" ! তোমার মৃত্যু !! এইটী শ্রবণমাত্রেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, শোকানলে অন্তঃকরণ উচ্ছলিত হচ্চে। বাহাদুর এইরূপ বলিয়া বাহ্যিক বিষণ্ণতাব প্রকাশ করিলেন।

আমি মনে মনে করিলাম, ইহার অর্থ কি ? আমি অনেক স্থানে গিয়াছি, অনেক স্ত্রী পুরুষের বাক্যালাপ শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ নির্লজ্জ ও কপটতাপরিপূর্ণ ভালবাসাত কখন দেখি নাই। বোধ হয় অবশ্যই ইহাব মূলে কোন রহস্য থাকিবে। যাহাহউক আমি তাঁহাদিগের কথায় মনে যোগ না করিয়া পূর্ব্ববৎ চাকরীর প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান রহিলাম।

রাজাবাহাদুর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় তাঁহার পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, "ভাল—তার পর আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে কি কথা বলিতেছিলাম ? হাঁ, সেই জহুরীর কথা—জহুরী একজন বিখ্যাত মহাজন অনেক টাকার জহরৎ লইয়া ব্যবসা করে। একদিন আমি বৈকালে ফিটনে বেড়াইতে যাইতেছি এমন সময় তাহার একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া আমার সইসকে একখানা চিঠি দিয়া গেল। আমি তাহার নিকট হইতে চিঠিখানি পাইয়া খুলিয়া দেখিলাম, ইহার ভিতর একখানি ১০,০০০ টাকার ব্যাঙ্ক চেক্ ও তাহার সহিত একখানি পত্র। পত্রখানির মর্ম্ম এই যে, "আমি মহাশয়ের করকমলে কোং ১০০০০ টাকার একখানি ব্যাঙ্ক চেক্ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলাম, এই টাকা আপনি যেরূপ সদ্যুক্তি বুঝিবেন—দরিদ্র লোকদিগের দান, বা কোন অতিথিশালায় বিতরণ বা ঔষধালয়ের সাহায্যার্থ দান, যাহা আপনার অভিরুচি হইবে তাহাই করিবেন ও আপনার অবসর অনুযায়ী অনুগ্রহ করিয়া আমার জহরতের দোকানে একবার পদার্পণ করিবেন।" আমি বুঝিলাম, ব্যক্তিটী অতিশয় চতুর, কোনরূপ প্রকারে আমার সহিত আলাপ করে আমাকে, তাহার

জহরতের তাহার দোকানে লইয়া যাইবে, তাহা হইলে সে, যে টাকা আমাকে উপঢৌকন পাঠাইয়াছে, সে টাকার শতগুণ লাভ করিবে। যাহাহউক আমি সে সময় তাহাঁকে কোন কথা না বলিয়া, বাড়ীতে আসিয়া একখানি কঠিন প্রত্যুত্তরে পত্র লিখিলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে, আমি তোমার প্রেরিত পত্র গর্ভে কোং ১০০০০ টাকার একখানি ব্যাঙ্ক চেক্ পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমি কাহারও টাকা লইয়া দাক্তব্য করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে তুমি আমাকে ১০,০০০, টাকা কি দেখাইতেছ, উহা অপেক্ষা শতগুণ ব্যয় করিতে পারি। অতএব তোমার টাকা তুমি লোক মারফৎ ফিরাইয়া লইবে। আর সাবধান, পুনর্ব্বার কখন আমাকে এরূপ পত্র পাঠাইবে না। তবে তোমার যদি কিছু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তোমার দোকানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে জহরৎ আছে, তাহা আমার বাড়ীতে লইয়া আসিবে ; আমার দ্বার, সমস্ত জহরৎ বিক্রেতাদিগের জন্য দিবারাত্রি মুক্ত রহিয়াছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার পত্নী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন।" তবেত দুষ্ট, বড় শিক্ষা পাইয়াছে !—ভাল, তার পর সে আর কখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল ?"

বাহাদুর। না, তার পর আমি দেশ ভ্রমণে চলিয়া আসিলাম।

আমি রাজাবাহাদুরের এই প্রকার কথোপকথন শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলাম যে, এরূপ আত্মগর্ব্বী লোকত পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কি না, সন্দেহ ; অবশ্য রাজাবাহাদুর একজন বড় লোক হইতে পারেন কিন্তু ইনি যেরূপ গর্ব্ব করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, ইহার যোল কড়াই কানা।

তাঁহার পত্নী আপন স্বামীর প্রণয়ে এরূপ অন্ধ ও হতবুদ্ধি যে, আমার বোধ হইল, রাজাবাহাদুর তাঁহাকে যে সকল কথা বলিলেন, সে সমস্তই তিনি বিশ্বাস করিয়া লইলেন, ও এক একবার এরূপ স্বামীর পত্নী বালয়া, আপনাকে ধন্য মানিতে লাগিলেন।

যাহাহউক আমি অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে না পারিয়া—বিশেষত তাঁহাদিগের এরূপ অহঙ্কার বাক্যে মনে মনে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাঠাকুরাণি, আমার কিরূপ কিরূপ আজ্ঞা হয়।"

বাহাদুর-পত্নী আমার মুখপানে চাহিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি—কি? তুমি আমাকে কি বলে সম্বোধন কর্‌লে? মা-ঠাকুরাণি! তুমি জান, আমি তোমার সামান্য মাঠাকুরাণী নহি, আমি রাজমহিষী। যে যেমন মর্য্যাদার লোক, তাঁকে তোমার সেইরূপ সম্বোধন করা উচিত, পুনরায় আমি যেন তোমার মুখে এরূপ নীচ সম্বোধন না শুনি।"

আমি তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিৎ অপ্রতীত হইয়া বলিলাম, "মহিষি, আমার অপরাধ হয়েছে, অভ্যাসবশতঃ আমি আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিয়াছি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

মহিষী। হাঁ, তা আমি জানি এবং তাতে আমি রাগ করি নাই। তবে তোমাকে একটু সতর্ক করে দিলাম।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে রাজাবাহাদুর বলিলেন, "বোধ হয়, এ লোকটী আমাদের ন্যায় বড়লোকের কাছে কখন চাকরী করে নাই, সামান্য দরিদ্রলোকের নিকট চাকরী করিয়া থাকিবে।"

মহিষী উত্তর করিলেন, "তার আর সন্দেহ কি মহারাজ?" "ভাল, তোমার নাম কি?" এইরূপ প্রশ্নে আমাকে সম্বোধন করিলেন।

আমি বলিলাম, "সুশীলা"।

"হাঁ, সুশীলা। দেখ সুশীলা, তুমি যার কাছে চাকরী করে থাক না কেন, আমাদের কাছে থাকিলে তোমাকে সতন্ত্র রকমে থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ আমার সংসারে আমি কাহাকেও অল্প বেতনে নিযুক্ত করি না, তাহার কারণ এই যে, চাকর বাকরেরা অল্প বেতন পাইলে সর্ব্বদাই অসন্তোষ প্রকাশ করে, ও সেই সব বেতন হইতে বাঁচাইতে হইলে, তাহাদিগের কখন কখন ছিন্নবস্ত্র ও অতি জঘন্য রূপে থাকিতে হয়। আমার ন্যায় মহৎ সংসারের আশ্রয়ে থাকিতে হইলে সেরূপে চলা সংসারের

অপমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব তুমি, তোমার হরনাথ বাবুর বাড়ীতে যে বেতন পাইতে, আমি তাহার দ্বিগুণ দিব, কিন্তু কখন আমার সম্মুখে কিম্বা রাজাবাহাদুরের সম্মুখে, ছিন্ন বা কদর্য্য বস্ত্র পরিধান করে এস না—এইটী আমার সংসারের সকল চাকরদিগের বিশেষরূপ নিষেধ। দ্বিতীয়তঃ, আমি যখন যাহাকে নিযুক্ত করি, তখন তাহাকে আমাদিগের একটী বিশেষ গোপনীয় কথা বলিয়া দি। দেখ, রাজাবাহাদুর এখানে আসিয়া একাল পর্য্যন্ত কোন সামান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, ও করিতে ইচ্ছাও করেন না, সেই হেতু কেহ পাছে হঠাৎ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, বাহাদুর সেই আশঙ্কায় কখন বহির্ব্বাটীর বৈটকখানায় বসেন না, সর্ব্বদাই বাড়ীর ভিতর থাকেন। যদি কখন কোন লোক "রাজা কোথায়?" এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে সে বিষয় তোমার কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। বাড়ীতে যে আসুক না কেন, কি বড় লোক,—কি সামান্য লোক,—আগে চাকরেরা গোপনে গোপনে আসিয়া রাজাকে সংবাদ দেয়, রাজার ইচ্ছানুযায়ীক তিনি আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতএব সাবধান, রাজা কোথা থাকেন, এ কথা যেন কোনমতে প্রকাশ না হয়। এইটী বাহাদুরের সকল দাস দাসীর উপর বিশেষ আজ্ঞা।"

আমি মনে মনে সন্দিহান হইয়া ভাবিলাম, ইহার অর্থ কি? রাজা বাহাদুরের এমন কি বিরক্তি যে, তিনি কোন ভদ্রলোক আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভাল বাসেন না, এবং সেই ভয়ে বহির্ব্বাটী পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই বাড়ীর ভিতর থাকেন!! যাহাহউক আমি সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহিষি, আজ্ঞা করুন, আমাকে কি কর্ম্ম করিতে হইবে?"

মহিষী উত্তর করিলেন, "তোমাকে কোন কর্ম্মই করিতে হইবে না শুধু আমার একটী তিন বৎসরের সন্তান আছে, তাহাকে লালনপালন করিতে হইবে। এক্ষণে যাও—আজ হইতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

আমি অতঃপর সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সপনে

„Sorrow may well possess the mind.

That feeds where thorns and thistles crow"

এই রূপ তিন চারি দিন গত হইল, আমি সুখসচ্ছন্দে শিশুসন্তান-টীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। রাজ সংসারে থাকিয়া শুদ্ধ আমি কেন?—আমার ন্যায় অপরাপর দাস দাসীদিগের মধ্যে কাহাকেও এক দিনের জন্যে আক্ষেপ করিতে শুনি নাই। বিশেষ সংসারের মধ্যে রাজা, রাজমহিষী, ও তাহার একটী মাত্র শিশুসন্তান, এই তিন জনের সেবনার্থ আমরা প্রায় দশ বারটী দাস দাসী বেতনভুক্ত ছিলাম; এতদ্ব্যতীত রাজার অশ্বশালায় দুইটী অশ্ব ও শকট এবং তাহাদিগের রক্ষণার্থ চারি জন লোক নিযুক্ত ছিল। রাজা কখন বাড়ীর বহির্ভাগে গমন করিতেন না, তবে ইচ্ছা হইলে কখন, কোন দিন সন্ধ্যার পর বায়ু সেবনার্থ গমন করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে কি, রাজা যে রূপ সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেন, তাহাতে বোধ হয়, তাহাকে ক্রোড়পতি বলিলেও অত্যুক্তি হইত না।

যাহাহউক আজ আমি আহারাদির পর কামিনীর সহিত একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় কামিনী কথার ছলে বলিয়া ফেলিল, "মহারাজের প্রায় এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে।"

আমি শুনিবামাত্রই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কামিনি, তুমি

বল কি? রাজার যদি এক বৎসর বিবাহ হইয়া থাকে, তবে এইতিন বৎসরের ছেলেটী কার?"

কামিনী শ্রবণ মাত্রেই হা, হা, করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ঐ দেখ—যতই মনে করিতেছি তোমাকে কোন কথা বলিব না, ততই যেন কে শিখাইয়া দিতেছে।"

আমি বলিলাম, "কামিনি, তুমি আমাকে বল, আমি কাহাকেও কোন কথা বলিব না, সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

কামিনী বলিল, "দেখ ভাই—এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, তা হলে আমার মাথা থাকিবে না। আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকে বলি নাই, তবে তুমি মেয়ে মানুষ, বিশেষ আজ চার পাঁচ দিন হল তোমার সহিত আলাপ ক'রে আমি খুসি হয়েছি,—তুমি অতি সজ্জন।"

আমি বলিলাম, "কামিনি" তোমার ভয় নাই—তুমি নিশ্চিন্তে বলিয়া যাও।"

কামিনী বলিতে লাগিল, "এই ছেলেটীও রাজার নহে এবং রাজার স্ত্রীটীও রাজার নহে। আমিই ইহাদিগের বিবাহের এক মাত্র ঘটক। তবে শুন বলি—"

"আমাদিগের যিনি রাণী, তিনি ফরেসডাঙ্গা নিবাসী কোন ব্রাহ্মণের কন্যা। ইহার পিতা বহু সম্পত্তি সত্ত্বেও এক জন প্রকৃত অর্থপিশাচ ও কৃপণ লোক ছিলেন। ন্যায়ই হউক, আর অন্যায়ই হউক অর্থ সঞ্চয় করা তাঁহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই যে শিশু সন্তানটী দেখিতেছ, এটী রাজাবাহাদুরের ঔরসজাত নহে—রাণীর পূর্ব্ব স্বামীর জাত। ইহার পিতার প্রায় একশত বিবাহ ছিল, সেই হেতু এবং ইহার মাতামহের কৃপণতা প্রযুক্ত আমাদিগের রাণী (বিনয় কুমারীর) স্বামী, প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না।

এদিকে রাণী ক্রমে পূর্ণ-যৌবনা হয়ে উঠিলেন, আর দেখিতেছ ত তাঁহার ন্যায় সুন্দরী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাহউক

তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইত না বলিয়া, তিনি সর্ব্বদাই মনের কষ্টে থাকিতেন। এক দিন আমি কোন কর্ম্মোপলক্ষে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, এক জন ভদ্র লোক— বেশ উত্তম পরিচ্ছদ পরা, আমাদিগের খিড়কীর দিকে বেড়াইতেছেন। প্রথম দিন আমি তাঁহাকে দেখিয়া কোন কথা বলিলাম না, দ্বিতীয় দিনও কোন কথা বলি নাই। বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিবে, ভদ্র লোকটী কে? আমাদিগের রাজাবাহাদুর। তৃতীয় দিন রাজাবাহাদুর আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "ঝি, আমার একটী উপকার করিতে পার?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

বাহদুর বলিলেন, "আমি পশ্চিমাঞ্চলের কোন দেশের রাজপুত্র, এখানে দেশ ভ্রমণ কারিতে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "কি?"

রাজাবাহাদুর বলিলেন, "তোমার যে মনিব, শুনিয়াছি তাঁহার অনেক বিষয়— প্রায় দুই তিন লক্ষ হইবে?"

আমি বলিলাম, "তাহারও অধিক, তিনি অতিশয় কৃপণ, কৃপণ লোকের টাকা থাকিবার আশ্চর্য্য কি?"

বাহাদুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, উঁহার আর উত্তরাধিকারী আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে, উঁহার একটী মাত্র কন্যা ও তাহার একটী পুত্র সন্তান।"

রাজাবাহাদুর উত্তর করিলেন, "ভাল, আমার বিষয়েরও আবশ্যক নাই এবং পুত্রেরও আবশ্যক নাই। স্পষ্ট বলিতে কি, তুমি আমাকে তোমার প্রভুর মেয়েটীকে দিতে পার? আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সে কি কথা! তাঁহার স্বামী আছেন এবং স্বামীর ঔরসজাত একটী পুত্র আছে; তিনি কি সে সকল পরিত্যাগ করে তোমার কাছে আসিবেন!"

রাজা বাহাদুর বলিলেন, "ভাল, স্বামী যাহাতে না থাকে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদিগের প্রণয়ের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা আমি করিব; কিন্তু তুমি একটী কর্ম্ম কর;—শুনিয়াছি তোমার মনিব অতিশয় ধনলোভী; অধিক টাকা পাইলে বোধ হয় অনায়াসে তাঁহার কন্যাকে দিতে পারেন। তুমি কোন-রূপ প্রকারে এই বিষয়ে তাঁহার মত লও। আমি তাঁহাকে দুইসহস্র টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি—আর এই লও, তোমাকে একশত টাকা দিতেছি।"

"ভাই সত্য বলিতে কি, আমার একাজ নহে; কিন্তু এক কালে নগদ একশত টাকা পেয়ে আমি রাজার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম ও বলিলাম, আপনি আজি আসুন, দুই চারি দিন বাদে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, যাহা হয় বলিব।"

অতঃপর দুই চারি দিন গত হইলে, আমি এক দিন বিনয়কামিনীর পিতাকে রাজা বাহাদুরের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, এবং বলিলাম, এই জন্য কোন লোক আপনাকে দুই হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ এরূপ অর্থপিশাচ যে, যদিও প্রথম দিন আমায় কোন কথা বলিল না, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে জিজ্ঞাসা করিল, "সে ব্যক্তিটী কে?"

আমি উত্তর করিলাম, "কোন এক রাজপুত্র।"

তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তবে তাঁহাকে তিনহাজার টাকা দিতে বলিও।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "যে ব্যক্তি ২০০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত আছে, সে অনায়াসেই আর ১০০০৲ টাকা দিতে সম্মত হইতে পারে; বিশেষতঃ রাজ-পুত্র, তাঁহার টাকার অভাব কি?"—

চারি দিবস পরে আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ [illegible] করিলাম। রাজপুত্র প্রার্থনানুরূপ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু কবে দিবেন ও কিরূপ উপায়ে বিনয়কামিনীকে হস্তগত করিবেন, সে কথা

কিছুই বলিলেন না, শুদ্ধ এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয়কামিনীর স্বামী কোথায় ?"

আমি এই গ্রামের নাম করিয়া বলিলাম, "আমতো গ্রামে তাঁহার দুই চারি ঘর যজমান আছে ; তিনি সেই খানেই থাকেন ; তাঁহার নাম যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

রাজা সে দিবস অপর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বলিলেন "আমি এক মাস পরে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

তাহার কিছু দিন পরেই শুনিলাম, পুলিসের লোকে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতেছে যে, "আমতা গ্রামে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একটী লোক খুন হইয়াছে। যে দুইটী লোক খুনী তাহাদিগের এই এই প্রকার আকৃতি ; নাম গোপাল ও গদাধর। যে ব্যক্তি খুনীদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবে কিম্বা তাহাদিগের কোন সন্ধান বলিয়া দিবে, তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

আমি গোঁয়ার গোপাল, ও গদাধরের নাম শুনিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলাম ও বলিলাম, "হাঁ—তার পর, তার পর ?"

কামিনী বলিল, "তার পর আর কি ! ফরেসডাঙ্গা অবধি সে ঘোষণা গিয়াছিল। বিনয়কামিনী পতিশোকে অধৈর্য্য হইয়া দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতাও কিছু দিন পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা বাহাদুর যে তিনহাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দিতে হইল না। কিছু দিন পরে বিনয়কামিনীর শোকসম্বরণ হইলে, ও তিনি তাঁহার পিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইলে, রাজা বাহাদুর তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। রাণীর পূর্ব্ব স্বামীর মৃত্যুর পরেও দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমরা সকলেই তথায় ছিলাম—সম্প্রতি "আমতা" গ্রামে আসিয়াছি।"

আমি মনে মনে করিলাম, কি সর্ব্বনাশ ! রাজা কি ভয়ঙ্কর লোক ! ! এক জন অবলা কামিনীকে হস্তগত করিবার জন্য তাহার জীবনসর্ব্বস্ব পতিকে বিনষ্ট করেন ! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে এরূপ নীচপ্রকৃতি লোকের দাস্যে নিযুক্ত হইতে হইল। যাহা হউক, এখানে আর থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই।

যত শীঘ্র পারি অন্যত্রে একটী চাকরীর ঠিক্ করিয়া এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। বিশেষতঃ একেত আমি শ্বেত-অট্টালিকায় বাস করিয়া দুর্নাম কিনিয়াছি; তাহাতে যদি এরূপ স্থানে থাকি এবং রাজা বাহাদুরের রহস্যটী যদি কালক্রমে প্রচার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে লোকে বলিবে, "সুশীলা, একজন সমাজচ্যুত ব্যক্তির নিকটে চাকরী করিতেছে।" যাহা হউক্, আমি কামিনীকে সে বিষয়ের আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলাম, "ভাল কামিনি! বলিতে পার, রাজা বাহাদুর কি জাতি?"

কামিনী উত্তর করিল, "কি জাতি তাহা আমি জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। তাহাতে তোমার আশঙ্কা কি? আমরা যে লোকের রন্ধন খাইতেছি, সে একজন সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ। সে যে দিবস চাকরী পরিত্যাগ করিবে, সেই দিনেই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

আমি বলিলাম, "যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে তোমার অগ্রেই আমি এখান হইতে যাইব। এরূপ স্থানে থাকা, আমাদিগের ন্যায় লোকের উচিত নহে। যাহা হউক্, তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, রাজা বাহাদুর সর্ব্বদাই ওরূপ অন্দরমহলে লুকায়িত থাকেন কেন? এবং কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ভৃত্যেরাই বা গোপনে গিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করে কেন? ইহার অর্থ কি?"

কামিনী বলিল, "কি জানি ভাই, বোধ হয়, বড় লোক—সর্ব্বদাই লোকে আসিয়া বিরক্ত করে, সেই জন্যই এরূপ নিয়ম করিয়াছেন। তাহাতে তোমার আপত্তি কি?"

আমি বলিলাম, "না কামিনি! তুমি জান না,—অবশ্যই ইহার মূলে কোন রহস্য থাকিবে। বিশেষতঃ সে দিন আমি রাজাকে দেখিলাম, তিনি যেন সর্ব্বদাই সন্দিহান—এক এক বার মহিষীর সহিত কথা কহিতেছেন, ও এক একবার যেন সন্দিগ্ধচিত্তে এ দিক্ ও দিক চাহিতেছেন!!"

কামিনী বলিল, "সে বিষয় আমি কিছুই বলিতে পারি না,—তবে যাহা জানিতাম, তাহা তোমাকে বলিলাম; দেখিও ভাই আমার মাথা খাও, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

আমি বলিলাম, "না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

সে দিন এইরূপ কথোপকথন করিয়া আমরা উভয়েই আপন আপন কর্ম্মে চলিয়া গেলাম। পর দিন বা তাহার তিন চারি দিন পর্য্যন্ত রাজ-সংসারে এমন কোন ঘটনা হয় নাই, যাহা আমি পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাত করি। পর দিন ষষ্ঠ দিন, আমি কোন কর্ম্মোপলক্ষে, বহির্ম্মহলে গমন করিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম, তোষাখানায় তিন চারি জন খানসামা একত্রে বসিয়া অতিগম্ভীর ভাবে চুপে চুপে কি পরামর্শ করিতেছে। কামিনীও সেখানে ছিল। কামিনীকে দেখিয়া এবং তাহাদিগের গূঢ় পরামর্শ বুঝিয়া আমি তথায় উপস্থিত হইলাম।

আমি যাইবামাত্র কামিনী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুশীলা! তুমিত অনেক দিন অবধি "আমতা" গ্রামে ছিলে; বলিতে পার, দুই তিন বৎসর হইল, এ বাড়ীতে কোন ভাড়াটিয়া জুটে নাই কেন?"

আমি বলিলাম, "সে বিষয়ের আমি বিশেষ কিছুই জানি না; তবে শুনিতে পাই, এ বাড়ীতে উপদেবতার দৌরাত্ম্য আছে।"

উপদেবতার নাম শুনিবামাত্রই কামিনী গভীরচিত্তে করযোড় করিয়া একটী প্রণাম করিল।

আমি তাহার এরূপ ভক্তি ও আন্তরিক আশঙ্কা দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিলাম। পাঠক মহাশয় আমার সহিত হাসিলেন কি না, তাহা আমি জানি না। যদি উপদেবতার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে হয় ত আপনাকেও কামিনীর মত দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিতে হইবে; নতুবা আমার সহিত হাসিতে হইবে। স্পষ্ট বলিতে কি, উপদেবতার অস্তিত্বের উপর আমার অনেকটা অবিশ্বাস; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বাল্যবিশ্বাসের দরুণ হউক আর যে কারণেই হউক, কোন স্থানে উপদেবতার কথা হইলে, আমার মনে মনে একটা আশঙ্কা হয়। তখন মনে হয়, আশ্চর্য্য কি, পরমেশ্বর এই বিশাল জগতে কতপ্রকার জীব জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত এরূপ কোন প্রাণী আছে, যাহারা মনুষ্যের জ্ঞানগম্য নহে, কিন্তু মনুষ্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়।

যাহা হউক, কামিনী প্রণাম করিয়া বলিল, "সুশীলা, তোমার মনে পড়ে, আমি সে দিবস তোমাকে যে ব্রাহ্মণটীর কথা বলিতেছিলাম, তাঁহারই চতুষ্পাঠী এ বাড়ীর সন্নিকটে ছিল। শুনিয়াছি তিনিই না কি, দেহ পরিত্যাগ করে এই খানেই আছেন। তা হলেত এ সংসারের মহান্ অনিষ্ট !!

আমি মনে মনে করিলাম, কামিনী, মাঠাকুরাণীর পূর্ব্ব স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে। যাহা হউক, আমি সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল তোমরা কি উপদেবতার কোন দৌরাত্ম্য শুনিয়াছ ?"

কামিনী বলিল, "কেন, তুমি কি কিছু শুন নাই ? আমরা এখানে যে যে আছি সকলেই শুনিয়াছি।"

এই কথা বলিতে না বলিতে ভৃত্যমণ্ডলী হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আমিও শুনিয়াছি—যেন কাহার পায়ের শব্দ !"

আর এক জন বলিল, "আমিও শুনিয়াছি।"

আর এক জন বলিল, "আমিও শুনিয়াছি।"

কামিনী বলিল, "পেমাও শুনিয়াছে।"

পেমা, রাজা বাহাদুরের পেয়ারের চাকর। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৪ বা ২৫ বৎসর। সে দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও অতি দুষ্টস্বভাব। বোধ হয়, যদি পৃথিবীর সমস্ত লোক একবাক্য হয়ে, পেমাকে উপদেবতার অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণ করাইত, তাহা হইলেও, সে বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ তাহার ন্যায় ধূর্ত্ত লোকের যে এরূপ ভূতগত বিশ্বাস অন্তরে নিহিত ছিল, তাহা বোধ হয় না। পেমা এতাবৎ কাল তোষাখানায় ছিল না। কামিনীর কথা শেষ হইবামাত্রই সে তথায় উপস্থিত হইল ও দলভুক্ত হইয়া গদগদ বচনে বলিতে লাগিল, "আমি 'ভূত আছে' পূর্ব্বে এ কথা বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু আজ তিন চারি দিন রাত্রে শব্দ শুনিয়া স্পষ্টই বিশ্বাস করিয়াছি। আমি প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম যে, হয়ত আমার ভ্রম হইয়াছে, সেই জন্য সে দিন কাহাকেও কোন কথা বলি নাই; দ্বিতীয় দিনেও লোকের উপহাসের ভয়ে কাহারও নিকটে উল্লেখ করি নাই; তৃতীয় দিনে যখন কামিনী, শ্রীদাম ও ব্রজের মুখে শুনিলাম, তখন উহাদিগকে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলাম। যাহা

হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা সকলে একইরকম শব্দ শুনি-য়াছি।”

আমি বলিলাম, “প্রমথে, আমি যখন হরনাথ বাবুর বাড়ীতে চাকরী করি-তাম, তখন একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, রাত্রে বাড়ীতে যে যে আক-স্মিক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। যে কোন বাড়ী হউক না কেন, অনেক দিন হইতে মনুষ্যের বসবাস না থাকিলে, কিম্বা পুনরায় সংস্কৃত হইলে তাহাতে প্রায়ই এইরূপ শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ এই যে, কোন কোন নূতন কাষ্ঠের প্রায়ই একপ্রকার শব্দ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নূতন জানালা বা খড়খড়ীর কাষ্ঠ যতই উত্তাপে কুঞ্চিত হয়, ততই তাহার একপ্রকার শব্দ হইয়া থাকে। দিনের বেলায় এই সমস্ত শব্দ শুনা যায় না; তাহার কারণ এই, সে সময়ে বাড়ীতে মনুষ্যের সমাগম থাকে। রাত্রে যখন সকলে নিস্তব্ধ হয়, তখন প্রায়ই এইরূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।”

প্রমথ বলিল, “এ সকল ত হিসাবী কথা। কিন্তু আমরা ত সেরকম শব্দ শুনি নাই—কে যেন রাত্রি ঠিক্ দুই প্রহরের সময় গুম্ গুম্ শব্দ করিয়া চলিয়া বেড়ায়। এক এক বার তাহার কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ, কখন বা দুই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার গোঙরান শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, তোমরা কি সকলে একইরকম শব্দ শুনিয়াছ? কৈ আমি ত এক দিনও কিছুই শুনিতে পাই নাই।”

এক জন বলিল, “আমি শুনিয়াছি, ঠিক্ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে একই-রকম পাইচারির শব্দ—দীর্ঘ নিশ্বাস ও গোঙরানি।”

আর এক জন বলিয়া উঠিল, “আমিও ঠিক্ সেই সময়ে ঐরূপ শুনিয়াছি। আজ তিন চারি দিন হইল আমরা তিন জনেই ভয়ে ঘুমাই নাই। এই মাসটা পূর্ণ হলে আমি চাকরীতে জবাব দিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।”

কামিনী বলিল, “আমিও যাইব—বাপ্ রে, এমন স্থানে কি থাকিতে আছে!”

আমি বলিলাম, “তোমরা সকলে চাকরীই বা পরিত্যাগ করিবে কেন?

আমার বিবেচনায় একবার রাজাবাহাদুরকে এ বিষয় জানাইলে ভাল হয় না?”

প্রমথ বলিল, “না—তিনি এ বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করিবেন না; হয় ত ইহা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন। বিশেষতঃ তিনি চাকরবাকরের সহিত অধিক কথা কহিতে ভাল বাসেন না। বৈকালে যখন আমি তাঁহাকে কাপড় ছাড়াইতে যাই, তখন তিনি মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়েন ও পরক্ষণেই আমাকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। সুশীলা, আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না, সত্য, তাঁহার মত উত্তম মনিব আর পাইব না।”

আমি বলিলাম, “তবে তোমরা একটী কর্ম্ম কর, আজ রাত্রে সকলে জাগ্রত হইয়া বসিয়া থাক; যে সময়ে সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইবে, সেই সময়ে সকলে একেবারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইবে। দেখিও অনর্থক এরূপ আতঙ্কের হেতু কি?”

প্রমথ সাহসে ভর করিয়া বলিয়া উঠিল, “হাঁ, উত্তম পরামর্শ; আমরা তাহাই করিব; কি বল ব্রজ, কি বল শ্রীদাম?”

ব্রজ বলিল, “ভাল, তাহাই করিব; কিন্তু আমার একটী বোতল চাই—সাদা চখে আমি কোন কাজই করিতে পারিব না; কি জানি, যদি ভয়ে মূর্চ্ছাই যাই।”

শ্রীদাম উত্তর করিল, “ভাল সে খরচ আমরা সকলেই দিব। আমার একটী পিস্তল চাই—কি জানি যদি চোর হয়, তাহা হইলে একদম্ গুলি করিয়া ফেলিব।”

প্রমথ। "চোর নহে—চোর হইলে ওরূপ শব্দ করিয়া আসিবে কেন? বিশেষতঃ আজ তিন চার দিন হইল, এরূপ শব্দ হইতেছে, কৈ এক দিনও ত বাড়ী থেকে কোন জিনিসপত্র হারায় নাই।”

এই রূপে তাহারা সকলে একবাক্য হয়ে, সেই রাত্রেই জাগ্রত থাকিবার সঙ্কল্প করিল। আমি আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিলাম না। আমার প্রতিপাল্য শিশুটীকে একাকী ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছিলাম; সেই জন্য সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পরিবার ও পরিচারবর্গ আহারাদির পর আপন আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন ও করিল। আমি শিশু সন্তানটীকে দুধ খাওয়াইয়া শয়ন করাইলাম ও স্বয়ং তাহার একপার্শ্বে শুইলাম। শয়ন করিয়া অবধি আমার নিদ্রা হইল না। আমি মনে মনে তোষাখানার কথোপকথনগুলি আন্দোলন করিতে লাগিলাম। এক এক বার অন্তরে ভয় হইতে লাগিল। এখানে 'ভয়' এই শব্দটী প্রয়োগ হইতে পারে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না; যে হেতু আমার এরূপ ভয়ের কোন কারণ ছিল না। একেত আমি উপদেবতার অস্তিত্বে অনেকটা অবিশ্বাস করি, তায় এক দিনের জন্য কোনরূপ আশঙ্কার হেতু দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই; তবে এই বলিতে পারি যে, আমার অন্তরে একপ্রকার উদ্বিগ্নতা উপস্থিত হইল—মন অতিশয় চঞ্চল হইল; কোন মতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না। আমি কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া আপনা আপনিই বলিয়া উঠিলাম, "আমার এরূপ অনর্থক শয়ন করিবার ফল কি? উঠিয়া একখান পুস্তক পাঠ করি।"

আমার নিকটে একখানি "ভারতবর্ষের ইতিহাস" ছিল। সেখানি পাঠ করিতে আমি বড় ভাল বাসিতাম। পুস্তকখানি লইয়া একখানি টুলের উপর বসিলাম ও প্রদীপটী একটী উচ্চস্থানে রাখিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। মাথা মুণ্ড কি পড়িলাম, তাহা কিছুই বলিতে পারি না; কারণ সে সময়ে আমার মনের কোন স্থিরতা ছিল না; তখনও আমার মস্তিষ্কে তোষাখানার বিষয়টী ঘুরিতেছিল।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি অগ্রসর হইতে লাগিল—যে সময় সেই ভয়ানক শব্দটী শ্রুত হয়, সেই সময়টী আসিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া বসিয়া, শেষে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম—পরিশ্রান্ত হেতু নিদ্রার আবেশ হইতে লাগিল—এক একবার ঢুলিতে লাগিলাম, অকস্মাৎ শুনিলাম, রাজা বাহাদুরের শয়ন-গৃহের ঘড়িটীতে ঢন্ ঢন্ করিয়া দুই প্রহর বাজিয়া গেল, অকস্মাৎ আমি সচেতনে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, রাত্রি দুই প্রহর! এই সময়ে—এই নিরূপিত সময়ে, সেই ভয়ানক শব্দটি শ্রুত হয়! দুর্জ্জয় আতঙ্কে,শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল! হৃদয়ে গুরুবেগে আঘাত হইতে লাগিল।

গৃহের প্রদীপটী একাল পর্য্যন্ত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সে জন্য ঘরটী অন্ধকার। আমার মনে হইল, যেন সেই অন্ধকারমধ্যে একটা ছায়ারূপী বিকটমূর্ত্তি আসিয়া ভ্রমণ করিতেছে—পুনশ্চ অন্তর কাঁপিয়া উঠিল - শরীরের রোমরাজি জাগিয়া উঠিল—হৃদয়ে কশাঘাত হইতে লাগিল।

পর ক্ষণেই আমি সাহসে ভর করিয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিলাম, "আমি কি নির্ব্বোধ—অনর্থক এরূপ ভয় পাইবার কারণ কি ?" পর ক্ষণেই কাষ্ঠাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপটী উত্তোলিত করিয়া দিলাম। গৃহটী প্রদীপের আলোকে আলোকিত হইল ; চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, কেহই নাই—হৃদয়জনিত আশঙ্কা উপদেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া অন্ধকার গৃহে বিচরণ করিতেছিল। অন্তরের স্থিরতা ধারণ করিবার জন্য আমি আপনা আপনি গৃহের অভ্যন্তরে বেড়াইতে লাগিলাম, কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত বেড়াইলাম ; আন্তরিক উদ্বিগ্নতা দূর হইল। আবার স্মরণ হইল, "রাত্রি দুই প্রহর অতিবাহিত হইয়াছে ; হয় ত এখনই সেই শব্দটী শুনা যাইবে।" আবার উদ্বিগ্নতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল।

আমি এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় বহির্বাটী হইতে অকস্মাৎ একটা ভয়সূচক উচ্চ রব শুনিতে পাইলাম—কে যেন আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল ! বাড়ীটী নূতন সংস্কৃত, সেই জন্য এক সীমা হইতে সীমান্তরে প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিল ! শ্রবণমাত্রেই আমি শঙ্কিত হইলাম- হৃদয় গুরু বেগে আঘাত করিতে লাগিল—কিসের শব্দ !! কি ভয়ানক বিকট চীৎকার !! দ্রুতবেগে বিছানার নিকট গিয়া মশারি তুলিয়া দেখিলাম, আমার প্রতিপাল্য শিশুটী জাগিয়াছে কি না,- -না, তাহার সেই নির্দ্দোষতাপরিপূর্ণ নয়নপল্লব অবাধে মুদিত আছে। আমি আর অধিক ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া একেবারে গৃহের বাহিরে আসিলাম। আমার সঙ্গে একটী প্রদীপমাত্র নাই। গৃহের সম্মুখস্থ দালানের জানালা দিয়া জোৎস্নার আলোক আসিতেছে। আমি সাহসে ভর করিয়া দ্রুত পদে বহির্বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম; কি দেখিলাম ? এক ভয়ানক দৃশ্য ! এক অদ্ভুত ঘটনা !! দেখিলাম, প্রমথ, রত্ন ও শ্রীদাম তিন জনে নিকট চেষ্টা করিয়া দাঁড়াইয়া

আছে—সকলেই শঙ্কিত; তাহাদিগের মধ্যে এক জনের হাতে একটী বাতীর সামাদান, সম্মুখে রাজা বাহাদুর!! তাঁহার মূর্ত্তি বিকট, চক্ষু দুটী গোল, শরীর কম্পিত, মুখখানি আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। ভৃত্যবর্গ তাঁহার এরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে; কাহারও মুখে কোন শব্দমাত্র নাই। আমি দেখিবামাত্রই বুঝিলাম, রাজা বাহাদুর হয়ত একজন "স্বপ্ন-ভ্রমণ-কারী," নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, পরিচারবর্গের নিকট অকস্মাৎ আলোক দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন।

যখন আমি তথায় উপস্থিত হই, তখনও রাজা বাহাদুরের নিদ্রার আবেশ আছে। তিনি অকস্মাৎ আপন বস্ত্রের কোঁচা খুলিয়া পলকমধ্যে প্রমথের গলদেশে জড়াইয়া দিয়া সজোরে টানিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "বল্, বল্ বেটা বল্, কি দেখ্‌লি বল্—আমি জালিয়াৎ—না খুনী, না দেন্-দার—না কি? বল্, নহিলে এখনই তোকে মেরে ফেলবো।"

প্রমথ, কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আমাকে মাপ করুন; আমি আপনার চাকর—দাস, আপনাকে কিছুই বলি নাই, আপনার কোন ক্ষতি করি নাই।"

পর ক্ষণেই রাজা বাহাদুরের চৈতন্য হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রমথের গল-দেশের বস্ত্র মুক্ত করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও! আমি কি পাগল! কি করিতেছি!!"

পর ক্ষণেই আমি দেখিলাম, মহিষী দ্রুত পদে সেই দিকেই আসিতেছেন। তিনি শঙ্কিতা, আতঙ্কে তাঁহার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু দুটী গোল ও সন্দিগ্ধ—মস্তকের কেশরাশি আলু থালু—পরিধেয় বস্ত্রে মনোযোগ নাই। তিনি ছুটিয়াছেন—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন প্রেতযোনি বিপদগ্রস্ত হয়ে এই দিকে আসিতেছে।

তিনি আসিয়াই শঙ্কিত ভাবে রাজাকে জড়াইয়া ধরিলেন, ও বলিলেন, "এ কি বাহাদুর—এ কি! এত গোল করিতেছেন কেন? এত [illegible] হইয়াছেন কেন?"

রাজা। "কৈ কি? কিছুই নহে—তোমার ভয় কি—ভয় কি?" এইরূপ বলিয়া মহিষীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন।

মহিষী। তবে সেটা কিসের শব্দ—সেই ভয়ানক শব্দ! যাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল; তোমাকে আমার নিকট হতে হারালাম কেন? এ সব কি! বল, তোমাকে বল্‌তেই হবে, কিসের গোল!!

রাজা। ও কিছুই নহে—কিছুই নহে।

মহিষী। না, কিছুই নহে! তবে চাকরেরা এমন সময় তোমার কাছে কেন, আর তুমিই বা এখানে কেন? বল—আমি অবশ্যই শুনিব।

রাজা। শুন্‌বে আর কি, এক এক রাত্রে আমি এইরূপ নিদ্রাবশে ভ্রমণ করিয়া থাকি।

মহিষী উত্তর করিলেন, "ওঃ এই মাত্র, আর কিছুই নহে! সেই জন্য এত গোল!! চল বাহাদুর আমরা শয়নগৃহে যাই; এখানে আর থাকা ভাল দেখায় না।"

প্রমথ এতাবৎ কাল ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; রাজা বাহাদুরের মুখে তাঁহার এরূপ 'স্বপ্ন-ভ্রমণ' শুনিয়া কর যোড়ে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আমাদিগের অপরাধ হয়েছে; আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন; আমাদিগের এইরূপ উপস্থিত হইবার কারণ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ আমরা প্রত্যহ রাত্রে ঠিক্ যেন কাহার পায়ের শব্দ শুনিতাম, সেই জন্য আজ সকলে একত্র হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। গভীর রাত্রে বাড়ীতে এরূপ কিসের শব্দ হয় তাহা আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য; বোধ হয়, মহারাজ আমাদিগের উপর রাগ করিবেন না।"

রাজা বলিলেন, "না রাগ নহে—কখনই নহে, বরং তোমাদিগের উপর সন্তুষ্টই হইলাম; কিন্তু পূর্ব্বে আমাকে তোমাদিগের এ বিষয় জ্ঞাত করা উচিত ছিল।"

প্রমথ উত্তর করিল, "সেই জন্যই মহারাজের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলাম।"

রাজা বলিলেন, "ভাল,—যাও—তোমরা এখন আপন আপন গৃহে গিয়া

শয়ন কর।" এইরূপ বলিয়া বাহাদুর আপন পত্নীর সহিত অন্দরমহলের দিকে গমন করিলেন।

আমি যে স্থানটীতে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা বাহাদুর ও অপরাপর পরিচার-বর্গকে দৃষ্টি করিতেছিলাম, সে স্থানে প্রদীপের ছায়া পড়াতে বোধ করিলাম, কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই। বাহাদুর চলিয়া গেলে আমিও আস্তে আস্তে আপন গৃহে আসিয়া শয়ন করিলাম।

পুনরায় সকলে সুষুপ্ত হইল। পুনরায় বাড়ীটী নৈশ নিস্তব্ধে নিস্তব্ধ হইল। আমি শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে বাহাদুরের স্বপ্ন-ভ্রমণটী চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহার সেই বিকটমূর্ত্তি, সেই ভয়ানক চীৎকার, প্রমথের গলদেশে বস্ত্র দিয়া সেইরূপ আকর্ষণ ইত্যাদি আমার মনে উদিত হইতে লাগিল। এক এক বার আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন বাহাদুর সেইরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া আমার অন্ধকার গৃহ মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন—কখন বা মশারির দ্বার খুলিয়া আমাকে দৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ ভাবিবামাত্রই আমার শরীর চমকিয়া উঠিল, হৃদয়ে ঘনাঘাত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার আপনা আপনি সাহসে ভর করিয়া অন্তর হইতে সে আশঙ্কা দূর করিলাম, ও কিয়ৎ ক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যাহা হউক, পর দিন সকালে উঠিয়া আমি গৃহকর্ম্ম করিতেছি, আমার গৃহের দ্বারটী আবরিত রহিয়াছে, এমন সময় শুনিলাম, কে যেন অতি সাবধানে আস্তে আস্তে আমার গৃহের দ্বারটী খুলিতেছে।" আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, মহিষী! তাঁহার শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি দেখিয়া বোধ করিলাম যে, কাল রাত্রের উদ্বিগ্নতা ও অনিদ্রা বশতঃ তাঁহার এরূপ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, মহিষী আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি 'অবিন বাবু' জাগিয়াছিল? গোলমালে তাহার কি নিদ্রা হয় নাই?"

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, আমি যে তাঁহাদিগের কাল রাত্রের বিষয়গুলি সমস্তই জ্ঞাত আছি তাহা মহিষী জানিয়াছেন, কিন্তু আমি কি উপায়ে জানিলাম সে বিষয় তিনি কিছু

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না, সেই জন্য আমিও তাঁহাকে কোন কথা বলিলাম না, ভাবিলাম হয়ত তিনি আমাকে সেই প্রদীপের ছায়ায় দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া থাকিবেন, কিংবা কাহারও প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন। যাহা হউক, আমি বলিলাম, "না—কাল রাত্রে অবিন বাবু এক বারও উঠেন নাই।"

মহিষী বলিলেন, "ভাল—ভাল, আমি তাহা জানিতে তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। দেখ সুশীলা, রাজার স্বপ্ন-ভ্রমণটী জান্‌তে পেরে অবধি আমি সর্ব্বদাই মনের দুঃখে আছি। এবার অবধি যাহাতে তিনি আমার নিকট হতে উঠে না যান সেই জন্য আমি বিশেষ যত্ন করিব, ও সাবধান হয়ে থাকিব। দেখ দেখি, কাল রাত্রে চাকরদিগের সম্মুখে তাঁহাকে কি পর্য্যন্ত না অপ্রতিভ হইতে হইল! তিনি বল্লেন,—তাহাদিগের বাড়ীর সকল পরিবারেরই এইরূপ অভ্যাস আছে এবং যে দিন তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ থাকে, কিংবা রাত্রে শয়নকালে কিছু অধিক পরিমাণে সুরা পান করেন, সেই দিনেই তাঁহার এইরূপ হইয়া থাকে। যাহা হউক, তোমাকে একটী কথা বলিয়া যাই, এটী রাজার আজ্ঞা, তুমি সকল চাকরদিগকে বলিয়া দাও, এ কথা যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি তাহাদিগকে এ বিষয় বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিব। তাহারা যে কাল ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিল এরূপ নহে, আমি কাল তোষাখানায় গিয়া তাহাদিগের এরূপ উপস্থিত হইবার পরামর্শ শুনিয়াছিলাম—প্রত্যহ রাত্রে বাড়ীতে কিসের শব্দ হয়, এইটি জানিবার জন্যই তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।"

মহিষী উত্তর করিলেন, "ভাল—ভাল, সে জন্য আমি তাহাদিগকে কিছুই বলিতেছি না, বরং সন্তুষ্টই হইয়াছি; যেহেতু তাহারা তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছিল।" এইরূপ কথোপকথনের পর তিনি অবিন বাবুর মুখচুম্বন করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও গুপ্ত লিপি।

"No more I ask or hope to find
Delight or happiness below
Sorrow may well possess the mind
That feeds where thorns and thistles grow."

Cowper.

এক্ষণে চৈত্র মাস— বসন্তকাল, কালের পূর্ণ যৌবন। শুনিয়াছি, যৌবন যাইলে আর আইসে না। যুবতীর যৌবন যাইলে আর ফিরিবার নহে; হাসিতে খেলিতে কাটিয়া যায়—আমোদিনীর আমোদ প্রমোদে কাটিয়া যায়, রাঙ্গা অধরে পানের রাগ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, কাল কেশে সংযুক্ত বেণীর অগ্রভাগে সোণার প্রজাপতি বসাইতে বসাইতে কাটিয়া যায়, সোণার প্রতিমায় হীরার সাজ সাজিতে সাজিতে কাটিয়া যায়, কিন্তু যাইলে আর আইসে না—আসিলে আর আইসে না। কালের যৌবন স্বতন্ত্র; যাইলে আইসে—আসিলে যায়। বস্তুতঃ তোমার ও কালের যৌবনে অনেক প্রভেদ। কালের কোলে তোমার যৌবন, কালের গ্রাসে তাহার সমাপ্তি এবং জগতের কোলে কালের যৌবন, জগতের প্রলয়ে তাহার সমাপ্তি। আবার দেখ, তোমার যৌবনে তুমিই গৌরবিণী, কালের যৌবনে পৃথিবী গৌরবিণী। তোমার যৌবন আসিলে তুমি আপনিই নাচিতে থাক—আপন শোভায় শোভিত হও—কালের যৌবন আসিলে কাল জগৎকে নাচাইতে থাকে, কালের শোভায় জগৎ শোভিত হয়—নব দূর্ব্বাদলে, নব পল্লবে, নব মুকুলে, নব ফুলে পৃথিবী হাসিতে থাকে। তোমার যৌবন আসিলে তুমি বীণা বাজাইয়া হয় ত আপন প্রিয় জনের মনোরঞ্জন কর, কালের যৌবন আসিলে স্বভাবের প্রধান গায়ক সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া গাইয়া উঠে—আকাশভেদী কণ্ঠস্বর আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। তোমার যৌবনসমীরণ হয় ত তোমার যৌবনসখাকে পরিতৃপ্ত করে, কালের যৌবনসমীরণ অশীতি

বৎসর বৃদ্ধেরও অন্তর আনন্দিত করে। আবার দেখ, তোমার যৌবন যাইলে তুমি পা মেলাইয়া কাঁদিতে বস, কালের যৌবন যাইলে কাল হাসিতে থাকে—আবার আসিবে.; তোমার ফুরাইলে ফুরাইল, কালের ফুরাইলে ফুরাইল না। তাই বলিতেছিলাম, তোমার তরুণী ভার্য্যাকে যৌবনের গর্ব্ব করিতে নিষেধ করিও, কিংবা যদি পাঠিকা হও তোমার প্রিয় জনকে বলিও, সুশীলা বলিয়াছে এ পৃথিবীতে গর্ব্বীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয় এবং দর্পীর দর্প পায়ে দলিত হয়।

যাহা হউক, আমি এইরূপ সময়ে, এক দিন বৈকালে অবিন বাবুকে কোলে করিয়া প্রাসাদের ছাদে বেড়াইতেছিলাম, রাজা ও রাজমহিষী একত্রে পার্শ্বাপর্শ্বী হইয়া আমার কিয়দ্দূর অগ্রে পাইচারী করিতেছিলেন। উহাঁরা উভয়ে কি কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহা ভগবান্ জানেন। আমি সে বিষয়ে কর্ণপাতও করি নাই; যে হেতু স্ত্রী পুরুষের কথোপকথন আমার শুনিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

আমি আপন মনে বেড়াইতেছি এমন সময় দেখিলাম, অকস্মাৎ মহিষীর অঞ্চলটী ভূমে পতিত হইল। আমি অবিন বাবুকে কোল হইতে নামাইয়া দ্রুত পদে তাঁহার অঞ্চলটী তুলিয়া দিতে গেলাম। ভূপতিত অঞ্চলটী হস্তে গ্রহণ করিবামাত্র, শুনিলাম, মহিষী বলিতেছেন, "বাহাদুর, আপনি যে লক্ষ্মৌ ব্যাঙ্ক হইতে সুদের টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কি হইল? আমিত ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছি!"

বাহাদুর উত্তর করিলেন, "ওঃ সেই সুদের টাকা? আসিবে, আসিবে, শীঘ্রই আসিবে; তজ্জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি কাল কর্কশ ভাবে একখানি পত্র লিখিয়াছি, কালিকার দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিব, যদি কোন প্রত্যুত্তর না আইসে, তাহা হইলে, পরশ্ব নিজে তথায় গিয়া উপস্থিত হইব।"

আমি মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহিষি, এই আপনার অঞ্চল।" এই কথা বলিবামাত্রই রাজা বাহাদুর আমার প্রতি অকস্মাৎ নেত্রপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। লোকের আন্তরিক কুটিল অভিপ্রায় হঠাৎ প্রকাশিত

হইলে সে যেরূপ অপ্রতিভ ও শঙ্কিত হয়, রাজা বাহাদুরও অকস্মাৎ সেই-রূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মুখখানি শুষ্ক হইয়া গেল।

মহিষী তাহা দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া মনে মনে যার পর নাই সন্দিহান হইলাম, ভাবিলাম, ইহার অর্থ কি ? আমাকে দেখিয়া রাজা বাহাদুর অকস্মাৎ ওরূপ অপ্রতিভ হইলেন কেন! মহিষী তাঁহাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে ত তাঁহার শঙ্কিত বা অপ্রতিভ হইবার কারণ কিছুই দেখিতেছি না। আবার ভাবিলাম, মহিষী বলিলেন, আমিত ক্রমে ক্রমে " সর্ব্বস্বান্ত " হইতে বসিয়াছি। " সর্ব্বস্বান্ত " এ কথাটী বা উক্ত হইল কেন! এ কথাটী আপাততঃ মহিষীর মুখে শুনিলাম, আর সেই বিমলার ইতিপূর্ব্বের একখানি পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, বিমলা আমাকে লিখিয়াছিল " শুনিয়াছি, সেই রাজপুত্রবেশধারী জোয়াচোরের করেসডাঙ্গায় বাড়ী। সেখানে সে একজন ধনাঢ্য লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, তাহার "সর্ব্বস্বান্ত " করিতেছে।" ফলতঃ রাজা বাহাদুরের ফরেস-ডাঙ্গায় বাড়ী নহে। তথায় তিনি বাস করেন মাত্র, আমি কামিনীর মুখে শুনিয়াছি, মহিষীর সহিত তাঁহার একবৎসরমাত্র বিবাহ হইয়াছে। যদিও বিমলা সম্প্রতি কাশী গিয়াছে সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে যে, রাজা বাহাদুর তথায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এটী কখনই সম্ভব নহে।

আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় প্রমথ আসিয়া আমাকে একখানি ও রাজা বাহাদুরের হস্তে দুইখানি ডাকের চিঠি আনিয়া দিল। বাহাদুর তন্মধ্যে একখানির শিরোনাম পড়িয়া মহিষীর হস্তে প্রদান করিলেন। আমিও চিঠী পাইলাম দেখিয়া, মহিষী বলিলেন, "এই যে সুশীলা, তুমিও একখানি পত্র পাইলে। বোধ হয়, তোমার ভগিনী সুকুমারী তোমাকে উহা লিখিয়া থাকিবে।"

আমি বলিলাম, " আজ্ঞা হাঁ, আমারও এইরূপ অনুমান।" পর ক্ষণে আমি তাহার শিরোনাম পাঠ করিয়া দেখিলাম, চিঠিখানি কুমারীর হস্তলিখিত নহে—অপর কাহারও হইবে; অনুমান করিলাম, বিমলা লিখিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, তখন আমি পত্রখানি দেখিতে একান্ত উৎসুক হইলেও তাহা পাঠ করিতে সাহস করিলাম না ; যে হেতু একজন সামান্য পরিচারিকা হইয়া প্রভুদিগের সম্মুখে অকস্মাৎ একখানি পত্র খুলিয়া পাঠ করা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

পরক্ষণেই রাজা বাহাদুরের হস্তস্থিত পত্রখানি লক্ষ্য করিয়া মহিষী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত লক্ষৌ ব্যাঙ্কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানি কি তাহারই প্রত্যুত্তর ?"

রাজা উত্তর করিলেন, "কৈ না—তাহা নহে।"

বাহাদুর এত ক্ষণ তাঁহার প্রাপ্ত পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতেছিলেন ; কিন্তু মহিষীকে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসু দেখিয়া কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত ভাবে আপন জামার পকেটে লুক্কায়িত করিলেন।

মহিষী সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ওখানি কি, কিসের পত্র ?"

রাজা। ও কিছুই নহে কিছুই নহে, আমার একজন বন্ধু পাঠাইয়াছেন মাত্র।

মহিষী আগ্রহ সহকারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বন্ধু ? আর কেনইবা উহা পাঠাইলেন, এবং আপনিই বা ওরূপ শঙ্কুচিত হইয়া পত্রখানি লুকাইলেন কেন ?"

মহিষীর বাক্য শুনিয়া রাজার মুখখানি শুকাইয়া গেল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ অনন্যমনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনুমানে বোধ হইল, তিনি চিঠী-খানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া মনে মনে যার পর নাই অসুস্থ ও উদ্বিগ্ন হইয়া-ছেন।

পরক্ষণেই আপন মনোগত ভাব গোপন করিবার নিমিত্ত রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, "ও কিছুই নহে—একখানি সামান্য চিঠীমাত্র, তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

মহিষী। কেন নাই ? বাহাদুর ! আমার অবিদিত আপনার কি আছে যে, আপনি আমাকে গোপন করিতেছেন। আমার অনুমান হয়, আপনার

অপর কোন মহিষী থাকিবে, সেই ঐ চিঠীখানি পাঠাইয়াছে বলিয়া আপনি আমাকে গোপন করিতেছেন।

মহিষীর কথা শেষ হইতে না হইতে বাহাদুর কপটভাবে হাহা শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহিষি! এ পৃথিবীতে আমার অপর এমন কেহ নাই যাহাকে আমি তোমা অপেক্ষা ভাল বাসি।"

মহিষী। ভাল, তবে আপনি আমার নিকট পত্রখানি লুকাইতেছেন কেন? আমি বিলক্ষণ জানি, পুরুষজাতি অপর কামিনীর প্রতি আসক্ত হইলে, সে তাহা আপন স্ত্রীকে গোপন করিয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত স্ত্রীর নিকট স্বামীর গোপন করিবার আর কিছুই নাই।

রাজা বলিলেন, "তাহা সত্য, কিন্তু এই পত্রখানি বিশেষ গোপনীয়।"

মহিষী তাঁহার বাক্যে আর কোন উত্তর করিলেন না; মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহাদিগের এরূপ কথোপকথন শুনিয়া সে স্থলে আর অধিক ক্ষণ দাঁড়াইলাম না; আপনার পত্রখানি হস্তে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম!

আমি কিয়দ্দূর আসিয়াছি মাত্র, এমন সময় আভাসে শুনিলাম, মহিষী বলিতেছেন, "বাহাদুর! এ দিকে দেখুন। আপনার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি যে বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার মাতুল মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি সম্মত নহেন, বরং অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "টাকা কর্জ্জ—"

আমি এই পর্য্যন্ত শুনিলাম, আর কিছু শুনিতে পাইলাম না; মনে করিলাম, হয় ত ইতিপূর্ব্বে মহিষী তাঁহার মাতুল মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য পত্র লিখিয়া থাকিবেন। তিনি আপাততঃ যে পত্রখানি পাইলেন, সেখানি তাঁহার পূর্ব্বপত্রের প্রত্যুত্তর। কিন্তু আবার ভাবিলাম, রাজসংসারে আবার কর্জ্জ কেন? বিশেষতঃ শুনিলাম, রাজা নিজেই মহিষীকে এ বিষয়ে পত্র লিখিতে অনুরোধ করেন; ইহারই বা অর্থ কি? এ দিকে শুনিতেছি, লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্কে রাজার টাকা জমা আছে, তাহা পাঠাইবার নিমিত্ত বাহাদুর তথায় পত্র লিখিয়াছেন।

বোধ করি, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি অবিন বাবুকে কোল হইতে নামাইয়া মহিষীর ভূপতিত অঞ্চলটী তুলিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলাম। এ দিকে অবিন বাবু ছাদের এক প্রান্তে কতকগুলি ধূলির উপর বসিয়া তাহা আপনার মাথায়, গায়ে, পেটে উত্তম করিয়া মাখাইতেছেন, কতক বা মুঠা মুঠা করিয়া আপনার উদরে পুরিতেছেন। তাহার মুখের লালা ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া দুই কস দিয়া পড়িতেছে। আমি দেখিবামাত্রই দ্রুতপদে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনার অঞ্চল দিয়া তাহারে মুছাইয়া দিলাম ও আমার পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম।

পাঠক মহাশয় জানিবেন, এখানি আপনার জিজ্ঞাস্য "গুপ্ত-লিপি" নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সেখানি আমার পিতার মৃতদেহের সহিত দামোদর-নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। অতএব আমাদিগের অপর এমন কোন পত্র নাই যাহা আপনার নিকটে গোপন করি, সেই জন্য ইহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বোধ হয়, আপনার স্মরণ থাকিবে, আমি ইতিপূর্ব্বে স্বদেশ হইতে বিমলার প্রেরিত একখানি পত্রের যে প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলাম, এখানি তাহারই পুনরুত্তর। চিঠিখানি এই—

প্রিয়সুশীলা!

তোমার প্রেরিত শেষের পত্রখানি ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। আমি এখানিও পাঠান্তে মাঠাকুরাণীকে পড়িতে দিয়াছিলাম। তুমি লিখিয়াছ যে, মাঠাকুরাণী যখন আমতা গ্রামে যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বাহ্নেই আমি তোমাকে সংবাদ দিব—তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এ সংবাদে তিনি তোমার উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন, "সুশীলা যে আমারই জন্য এত উত্ত্যক্ত হইয়াও এখনও আমাকে বিস্মৃত হয় নাই, এটী তাহার সরল হৃদয়ের সামান্য পরিচয় নহে।" যাহা হউক, আমরা এক্ষণে আমতা গ্রামে যাত্রা করিয়াছি, কিন্তু প্রথমতঃ তথায় যাওয়া হইবে না; বসন্তপুরে গিয়া এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইবে। বোধ হয়, তুমি জানিবে, এখানে মাঠাকুরাণীর মাতুল গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

বাটী। তিনি হরনাথ বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখাতে বাবু তথায় এক সপ্তাহ থাকিতে স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক, মাঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে, তুমি তাঁহার সঙ্গে নিজ বাটীতে সাক্ষাৎ না করিয়া বসন্তপুরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবে। যেহেতু তিনি ভীতা হইতেছেন যে, পাছে তাঁহার স্বামী তোমাকে লইয়া পুনরায় অন্য কোন সূত্রে তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করেন। অতএব আমরা পরশ্বঃ দিবস বসন্তপুর যাইয়া উপস্থিত হইব। তাহার পরদিবসে তুমি তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে দিবস হরনাথ বাবু বাটীতে থাকিবেন না, গ্রামদর্শনে গমন করিবেন—ইতি।

একান্ত বশংবদা

বিমলা দাসী।

যাহা হউক, আমি এই চিঠীখানি পাঠ করিয়া মনে মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা, বোধ করি, পাঠক মহাশয় অনুভব করিয়া লইয়াছেন। যেহেতু, শ্বেত অট্টালিকায় বাস করা অবধি, আমার চরিত্রের উপর হরনাথ বাবুর স্ত্রীর অন্তঃকরণে যে একটা কলুষিত বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ম্মূল হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলাম। যাহা হউক, পরশ্বঃ মাসের চতুর্দ্দশ দিবস; তাহার পর দিবস আমাকে বসন্তপুর গ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে, এইটী ধার্য্য করিয়া আমি মহিষীর নিকট দুই বা তিন দিবসের অবসর লইতে গেলাম।

এক্ষণে মহিষী ছাদের এক প্রান্তে বসিয়া ছিলেন। রাজা মহাশয় তাঁহার নিকটে নাই; বোধ হয়, নীচে নামিয়া গিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, যে সময় আমি তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম, সে সময় তিনি একাগ্রচিত্তা হইয়া, কি ভাবিতেছিলেম। কি ভয়ানক চিন্তা!—কি নিগূঢ় স্পন্দহীন ভাব!! বোধ হইল, যেন তাঁহার সেই নবীন দেহরূপ তরিখানি প্রণয়রূপ মহাসমুদ্রের তুমুল তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তাঁহার এরূপ আকস্মিক চিন্তার হেতু কি? আমি ভাবিলাম, রাজা বাহাদুরের গোপনীয় পত্রখানি কি বাত্যা-

রূপে সেই মহাসমুদ্রের বীচীমালাকে উদ্ভাসিত ও উত্তেজিত করিল? না তিনি তাঁহার মাতুল মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন? যাহা হউক, তিনি অনন্য মনে চিন্তায় এরূপ মগ্ন ছিলেন, যে আমার আগমন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না।

যাহা হউক, আমি তাঁহার সম্মুখে দাড়াইয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দুইবিন্দু জল পড়িল। পরক্ষণেই তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া অপ্রতিভ ভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবিন বাবুকে কোলে করিয়া ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ বাৎসল্য ভাব যথার্থ অপত্যস্নেহসম্ভূত বলিয়া আমার বোধ হইল না। আমার বিবেচনা হইল, তিনি যেন তাঁহার মনোগত ভাব গোপন করিবার জন্য অবিন বাবুর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলেন।

মহিষী বলিলেন, "কি সুশীলে, তোমার পত্রের সংবাদ কি? তোমার মুখখানি প্রফুল্ল দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি যেন কোন সুসমাচার পাইয়া থাকিবে।"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ; আমার পূর্ব্বস্বামী হরনাথ বাবু দেশে আসিতেছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ বসন্তপুর গ্রামে আসিয়া কিছু দিন থাকিবেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে?"

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে পরশ্বঃ দিবস। আমার প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দুই বা তিন দিনের অবসর দেন।"

মহিষী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "সে কি কথা! রাজাবাহাদুর অদ্য সন্ধ্যার পরেই এখান হইতে যাত্রা করিবেন; তাঁহার কোথায় লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্কে টাকা পাওনা আছে, তাহাই আনিতে যাইবেন।"

আমি বলিলাম, "যদি আমার অনুপস্থিতে আপনি কোন অসুবিধা বোধ করেন তাহা হইলে বলুন, আমি না হয় তাঁহাদিগকে পত্র লিখি যে, আপততঃ তথায় আমার যাওয়া হইবে না।"

মহিষী বলিলেন, "না সুশীলে, আমি কাহাকেও হতাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কল্য প্রাতে তুমি তথায় যাইতে পার।"

আমি মনে মনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া অবিন বাবুর সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম; বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, প্রমথ, ব্রজ ও শ্রীদাম তিন জনে রাজাহাদুরের যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিতেছে। প্রমথ একটা টিনের বাক্সে কতকগুলি খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করিয়া দিতেছে। অপর দুই জনে একটা পোর্টম্যাণ্টের ভিতর বাহাদুরের পরিধেয় বস্ত্রগুলি একে একে সাজাইয়া দিতেছে। আমি সে স্থল হইতে আপন গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মহিষী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ও বলিলেন, সুশীলে! বাহাদুর এই সন্ধ্যার পরেই এখান হইতে যাত্রা করিবেন। তুমি অবিন বাবুকে আমার কাছে রাখিয়া যাও। রাজা তাহাকে দেখিতে চাহিতেছেন।

আমি সেইরূপ করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। তৎকালে রাজাবাহাদুর গৃহের মধ্যে একখানি কৌচের উপর বসিয়াছিলেন। গৃহের দ্বার দুইটী মুক্ত ছিল। প্রত্যাগমনসময়ে আমি শুনিলাম, মহিষী যেন রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বাহাদুর! আমি আপনাকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা যদি আপনি রূঢ় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমাকে মার্জ্জনা করুন। সে সময়ে আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ছিল না।"

রাজা উত্তর করিলেন, "আমি সে জন্য তোমাকে কিছুই বলিতেছি না, এবং সে সমস্ত যে কটূক্তি তাহাও ভাবি নাই। তুমি যে আমার গোপনীয় পত্রখানি দেখিবার জন্য আমাকে বিরক্ত করিয়াছিলে, তাহাতেই আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছি।

রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম অন্য কোন কমিনী আপনাকে পত্র লিখিয়া থাকিবে। যাহা হউক, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

রাজা আর কি বলিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না, এবং তাহা শুনা আবশ্যকও বিবেচনা করিলাম না; বরং পাছে তাঁহারা আমাকে

দেখিয়া মনে করেন যে, আমি তাঁহাদিগের কথোপকথনগুলি শুনিতেছি, এই ভয়ে আমি দ্রুতপদে আপনার গৃহাভিমুখে গমন করিলাম।

অতঃপর সন্ধ্যার প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, মহিষী অবিন বাবুকে কোলে করিয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "সুশীলা! বাহাদূর এইমাত্র পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তুমি অবিন বাবুকে কোলে লও।"

এই সময়ে আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি যার পর নাই আন্তরিক অসুস্থ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজাবাহাদরের বিদেশগমনের জন্য যতদূর না হউক, তাঁহার বাহ্যিক ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন তাঁহার একমাত্র সন্তান অবিন বাবুর ভাবী অশুভ জানিতে পারিয়া, মনে মনে যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তিনি তাহাকে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহার এরূপ আন্তরিক দুঃখে দুঃখিত হইলাম। যদিও কোন কোন সময়ে তিনি আপনাকে আত্মম্ভরি বলিয়া পরিচয় দিতেন তথাপি অনেক সময় আমার প্রতি উদরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজলক্ষ্মী।

Youth lost in dissipation we deplore,
Through lifes sad remnant what no sighs restore.

Cowper.

অদ্য মাসের পঞ্চদশ দিবস। এই দিবসে আমাকে বসন্তপুরে যাইয়া হরনাথ বাবুর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। আমি এইটী মনে মনে স্থির করিয়া রাজমহিষীর নিকট বিদায় লইতে গেলাম ও অল্পক্ষণপরেই তাঁহার নিকেতন হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বসন্তপুর গ্রামে যাত্রা করিলাম।

"বসন্তপুর" অতি বিচিত্র গ্রাম। ইহার চারি দিকে সামান্যজীবী কৃষক-দিগের আবাসস্থান—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর; ক্ষেত্রে, রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে ক্ষেত্র-পালদিগের পরিশ্রমসম্ভূত শস্যবৃক্ষ—তাহাদিগের সামান্য জীবনের একমাত্র অবলম্বন—স্ত্রীপুত্রের জীবনোপায়—কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে। কেবল কৃষকবৃন্দের কেন? এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ভারতবাসী-দিগের একমাত্র গৌরব, জগতের অপরাপর রাজসমূহের লোভ ও হিংসার ভিত্তিভূমি। ইহার এক পার্শ্বে স্রোতোবাহিনী কল্লোলিনী "দামোদরনদী" দর দর ভাবে, কল কল শব্দে, নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে—স্রোতোমুখে শ্বেত ফেনরাজি লইয়া চলিয়াছে—তাহার পার্শ্বে একটী অতি উচ্চ বাঁধ।

ইতিপূর্ব্বে আমি কখন বসন্তপুর গ্রামে যাই নাই; পথের অনভি-জ্ঞতা প্রযুক্ত একটী পথিক বালককে সঙ্গে করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের

বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীটী অতীব সুন্দর ও বৃহৎ। আমি যে রাজভবনে অবস্থান করিতাম, তাহার সহিত ইহার তুলনা করিলে ইহাকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যাহা হউক, আমি জনৈক পরিচারকের সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দেখিলাম, বিমলা আমাকে দেখিয়া অতি ব্যগ্র ভাবে আমার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে।

বিমলা আমার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে ভগ্নী ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "সুশীলা, তুমি কেমন সুন্দর ও বড় হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রায় এক বৎসর দেখি নাই। মাঠাকুরাণীও তোমাকে দেখিলে যার পর নাই আহ্লাদিত হইবেন। আইস, আমি তোমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাই। এক্ষণে কর্ত্তা বাটীতে নাই, গ্রামপরিদর্শনে গিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার আসিতে সন্ধ্যা হইবে।"

আমি বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরনাথ বাবু কি আমায় দেখিলে অসন্তুষ্ট হইবেন?"

বিমলা উত্তর করিল, "তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন কেন?—আর হইলেই বা, তুমিত এক্ষণে তাঁর পরিচারিকা নহ, যে তাঁহাকে তোমার ভয়। না হয়, তুমি তাঁহার আসিবার অগ্রেই চলিয়া যাইবে। যাহা হউক, সুশীলা, এত দিনের পর তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হইতেছে। তুমি কেমন সদ্‌যুক্তি করিয়া হুগলীর কাছারী হইতে নির্দ্দোষী হরিচরণকে উদ্ধার করিয়াছ। জগতে সকলেই তোমার নামের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বলিতে কি, যে কোন সময়ে হউক, তুমি যদি তোমার জীবনচরিতের সমস্ত ঘটনাগুলি একত্রে পুস্তকাবদ্ধ কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তোমার পুস্তক নিশ্চয় বিক্রয় হইবে ও লোকে অতি আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিবে।" বিমলা এইরূপ অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে করিতে অতি ব্যগ্রভাবে আমাকে উপরকার একটী গৃহের দ্বারে উপস্থিত করাইল।

দ্বারটী আবদ্ধ ছিল। বিমলা তাহাতে আঘাত করাতে গৃহের অভ্যন্তর হইতে অতি ক্ষীণ ও মৃদু স্বরে উত্তর আসিল, "দ্বার অনাবদ্ধ—জোরে আঘাত কর।"

পরক্ষণে বিমলা বলপূর্ব্বক আঘাত করাতে দ্বারটী খুলিয়া গেল। আমি ও বিমলা সেই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। গৃহটী উত্তম ও সুসজ্জিত, তন্মধ্যস্থ একখানি কৌচের উপর মাঠাকুরাণী বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই জলপূর্ণ নয়নে কৌচ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাৎসল্য ভাবে আলিঙ্গন ও আমার মুখচুম্বন করিলেন। তাঁহার সেই সজল নয়নের উষ্ণ বারি আমার বদনে পতিত হওয়াতে আমি বিবেচনা করিলাম, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে মাঠাকুরাণী ক্রন্দন করিতেছেন। আমিও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলাম, বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আপনি যে আমাকে নির্দ্দোষী ভাবিয়াছেন, ইহাতে আমি যার পর নাই নিশ্চিন্ত হইলাম।"

মাঠাকুরণী উত্তর করিলেন, "সুশীলে! আমি যে তোমাকে একাল পর্য্যন্ত দোষী বলিয়া জানিয়াছিলাম, সেটী এক্ষণে আমার মনে হইলে, আমার অন্তরে অনুতাপের উদয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই; দেখ তোমার পার্শ্বে কাহারা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।"

আমি বুঝিলাম, মাঠাকুরাণী আপনার সন্তানদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন। আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একে একে সকলকে কোলে লইলাম। যে সময়ে আমি হরনাথ বাবুর বাড়ীতে চাকরী করিতাম, তখন শিরীশ তিন বৎসরের ছিল, এক্ষণে সে চারি বৎসরে পড়িয়াছে; সতীশও মাথায় বাড়িয়াছে। তাহারা উভয়েই আমায় কোলে আসিয়া আনন্দে আমার গলা জড়াইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি যে তাহাদিগের সংসারের একজন পরিচারিকা তাহা তাহারা জানিত না। তাহাদিগের আনন্দ দেখিয়া আমি বোধ করিলাম, তাহারা যেন আমাকে কত আত্মীয় কুটুম্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে।

অনন্তর আমি শরৎ বাবুকে কোলে লইলাম। সে, যে সময়ে অত্যন্ত শিশু ছিল বলিয়া, প্রথমতঃ আমাকে চিনিতে পারিল না, কি নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায়ও আমাকে বিবেচনা করিল না, যে হেতু সে আমার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার সেই নির্দ্দোষতা পরিপূর্ণ অধরপ্রান্তে এক এক বার হাস্য

করিতে লাগিল; আমিও ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, তাহাকে কোলে লইবামাত্রই তাহার সেই পূর্ব্ব অপহরণ-বৃত্তান্তটী আমার স্মরণ হইতে লাগিল। আমি মনে মনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "শরত! আমি তোমার জন্য অনেক সাজ সাজিয়াছিলাম, অনেক কৌশলে তোমাকে তোমার মার কোলে আনিয়া দিয়াছিলাম। তুমি যে এখন পর্য্যন্ত আমাকে বিস্মৃত হও নাই, এটী আমার সেই সকল পরিশ্রমের পুরস্কার।

যাহা হউক, অতঃপর মাঠাকুরণী বিমলাকে ডাকিয়া ছেলেদিগকে সমর্পণ করিলেন। তাহাদিগকে লইয়া বিমলা গৃহের বহির্ভাগে চলিয়া গেল। আমি ও মাঠাকুরাণী একত্রে রহিলাম।

এক্ষণে সে সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া মাঠাকুরাণীর শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত করিবার জন্য আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট একটু অবসর গ্রহণ করিলাম; যেহেতু সেই অন্ধকার রাত্রে নির্দ্দোষী হরিচরণকে কারামুক্ত করা অবধি একাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, অতএব তাঁহার স্বামীর কঠোর আচরণ, এক্ষণে তাঁহাকে কতদূর ব্যথিত করিয়াছে, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করা আমাদিগের আবশ্যক। বোধ হয়, মাঠাকুরাণীর সে সময়ের শারীরিক অবস্থা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে। যদিও তাহার পূর্ব্ব হইতেই হরনাথ বাবুর নিষ্ঠুর বাক্যযন্ত্রণায় তাঁহার শরীরের রক্ত শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও তৎকাল হইতে তিনি আপনাকে অপরাধিনী বলিয়া সর্ব্বদা অনুতাপে আপনার অমূল্য জীবনের লাঘবতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাচ তৎকালীন অবস্থার সহিত আধুনিক অবস্থার তুলনা করিলে তাঁহাকে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত বলিয়া মীমাংসা করিতে হয়। যে হেতু এক্ষণে তাঁহার আর সে লাবণ্য নাই, সে সুন্দর অথচ কমনীয় মূর্ত্তি নাই, সে নব প্রস্ফুটিত-গোলাপ সদৃশ মুখের সজীবতা নাই; মুখখানি মলিন, শুষ্ক ও পাণ্ডুবর্ণ; চক্ষুদুটী লাবণ্যশূন্য, দেখিলে বোধ হয় যেন সর্ব্বদাই আন্তরিক দুঃখের পরিচয় দিতেছে; শরীরের ত কথা নাই, যেন কতক গুলি সুসজ্জিত অস্থি একখানি শ্বেত চর্ম্মে আবৃত রহিয়াছে মাত্র। আহা!

তাঁহার সেই শারীরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম।

মাঠাকুরাণী বলিলেন, "সুশীলে! বোধ করি, তুমি আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে মনে দুঃখিত হইতেছ। ফলে আমি যে এত দিনে এরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই দেখ, প্রায় দশ মাস হইল, আমি তোমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছি," এইরূপ বলিয়া তিনি আমাদের উভয়ের প্রভেদসময়ের মাসগুলি আপন আঙ্গুলিরেখায় গণনা করিলেন। "এই দশ মাস কাল, আমি যে কি পর্য্যন্ত মনের কষ্টে আছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? ইহার এক মুহূর্ত্তও আমার সুখে অতিবাহিত হয় নাই।" এইরূপ বলিতে বলিতে আন্তরিক দুঃখে তাঁহার কণ্ঠস্বর কণ্ঠেই বিলীন হইল।

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! মনুষ্যের জীবন সুখে ও দুঃখে পরিণত; অতএব দুঃখে আপনার ওরূপ কাতর হওয়া উচিত নহে।"

মাঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, "সুশীলে, সে কথা সত্য, কিন্তু দেখ সকলেরই দুঃখের সীমা আছে, আমার এ দুঃখের সীমা নাই—ইহা অসীম—অনন্ত। দেখ সুশীলা, আমি যে পাপীয়সী তাহা তোমার অবিদিত নাই, যে হেতু তুমি আমার জীবনবৃত্তান্তের সমস্তই অবগত আছ। তুমি পুণ্যাত্মা ও ধর্ম্মশীল, আমার ন্যায় পাপীয়সীর দুঃখ কি রূপে বুঝিতে পারিবে?"

আমি বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আমি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারি আর না পারি, কিন্তু আপনার দুঃখে কাতর হইয়াছি, এবং পাছে আপনি আমার শ্বেত অট্টালিকায় অবস্থান-বিষয়টী চিন্তা করিয়া মনে মনে আরও কাতর ও দুঃখিত হন, সেই হেতু আমার চরিত্রজনিত নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিয়া বিমলাকে পত্র লিখিয়াছিলাম।"

মাঠাকুরাণী উত্তর করিলেন, "হাঁ সুশীলে! আমি তাহা জানি, এবং সে জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার করিতেছি না। বস্তুতঃ সুশীলা, এক্ষণে যখন আমার মনে হয় যে, আমি তোমার ন্যায় ধর্ম্মশীলা কামিনীকে অবিশ্বাস করিয়া মনে মনে তিরস্কার ও কটূক্তি করিয়াছি, তখন আমার অন্তঃকরণে

যে কি পর্য্যন্ত অনুতাপের উদয় হয় তাহা তোমাকে কি বলিব ? আবার তাহাও বলি, যদিও সে সময়ে আমি এক এক বার মনে করিতাম যে, তুমি যেরূপ আপন ধর্ম্মরক্ষণে স্থির-প্রতিজ্ঞ, তাহাতে কেহই তোমাকে কুপথগামিনী করিতে সমর্থ হইবে না, তথাচ যখন মনে হইত যে, তুমি আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রিয়তমকে লইয়া একত্রে বাস করিতেছ, তখন তোমাকে সচ্চরিত্রা বলিয়া বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, বরং তোমার উপর আমার যার পর নাই হিংসা হইত ; আমি ভাবিতাম, যদি তোমার কণিকামাত্রও অনিষ্ট করিবার জন্য আমার এই ভারবহ জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহাও অবাধে করিব। যে হেতু বিজয় বাবুর সহিত আমার "প্রণয়", কেবল ইহাই তুমি জ্ঞাত আছ, কিন্তু সে প্রণয় যে কতদূর দৃঢ় ও অকৃত্রিম তাহা তুমি কিরূপে জানিবে ? যাহা হউক, সুশীলা ! আমি বয়সে এখনও নবীনা বটে, কিন্তু এ বিষয়ে যে বহুদর্শী, তাহাতে আর জিজ্ঞাস্য কি ? আমি সেই বহুদর্শিতার প্রভাবে জানিয়াছি যে, "প্রণয়" এই শব্দটী শুদ্ধ কামিনী-জীবনের শিক্ষাস্বরূপ। অবশ্য ইহার দাম্পত্যভাব কিরূপ তাহা বলিবার আমার অধিকার নাই, কিন্তু ইহার ভিন্ন ভাব কামিনীকুলকে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করে এবং অবশেষে নৈরাশসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দ্বারা তাহাদিগের ভারবহ জীবনের পরিসমাপ্তি করে।

মাঠাকুরাণী এইরূপ ব্যক্ত করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; আমিও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, তাঁহার শেষোক্তি শুনিয়া আমি বিবেচনা করিলাম যে, তিনি যে শুদ্ধ বিজয় বাবুর ব্যবহারের জন্য কাতর এরূপ নহে, তাঁহার স্বামী যে তাঁহার বৈরী ও দিন দিন তাঁহাকে সাহস দিয়া মৃত্যুমুখে উপস্থিত করিতেছেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ক্ষোভের কারণ !

মাঠাকুরণী পুনরায় তাঁহার কার্য্যের পূর্ব্বসূত্র ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুশীলা, আমি কখনই তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না, যে হেতু জানিয়াছি যে, আমার স্বামীই শুদ্ধ, আমার মনঃকষ্ট দিবার জন্ম তোমাকে বিজয় বাবুর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ধন্য তোমাকে যে, তুমি এরূপ কদাচারী লোকের কুহকে পড়িয়াও আপনার ধর্ম্ম রক্ষা

করিয়া পলায়ন করিয়াছ। জগদীশ্বর যেন তোমাকে এরূপ বিপদ্ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। দেখ সুশীলা, দুরাত্মার মিষ্ট কথায় ভুলিয়া আমি কিপর্য্যন্ত না, অপদস্থ হইয়া আছি। আমার এই পাপময় মূর্ত্তি যেন তোমার অধর্ম্মপথের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদাই তোমার হৃদয়কে জাগরূক রাখে।

মাঠাকুরাণী এইরূপ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে আমি তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সহৃদয় পাঠিকা ও পাঠকবৃন্দ একবার আমার সহিত তাঁহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হউন, দেখুন, এই ব্যক্তি জগদীশ্বরের করুণাগুণে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে, মর্য্যাদায় ও ভাগ্যে ভাগ্যবতী ও মাননীয়া কিন্তু ইহাঁর একমাত্র আন্তরিক অপবিত্রতাই ইহাঁকে সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বস্তুতঃই পাপের কুটিল মন্ত্রণা যে মনুষ্যকে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুদ্ধ ইনি কেন, জগতের ইহাঁর ন্যায় অনেক যুবক যুবতীও এইরূপ অপবিত্র প্রণয়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কত সহস্র সহস্র মন্ত্রণায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। কোথায় পবিত্র প্রণয়, মনুষ্যের অন্তরে অবস্থান করিয়া, হৃদয়ের পবিত্রতা ও সংসারের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, কোথায় স্বর্গীয় শিশিরবিন্দুর ন্যায় মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে পতিত হইয়া তত্রস্থ প্রত্যেক কলিকাকে প্রস্ফুটিত, উদ্দীপ্ত ও সুবাসিত করিবে, না ভীষণ বজ্রাগ্নির ন্যায় পতিত হইয়া তন্মধ্যস্থ তৃণবিন্দু পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়া দিতেছে।

মাঠাকুরাণী পুনরায় কাতরবাক্যে বলিলেন, "সুশীলা, আমার এরূপ হৃদয়মন্ত্রণার কারণ বোধ হয় তোমার কিছুই অবিদিত নাই। দেখ, আমি যে শুদ্ধ একজন অসৎপাত্রে জীবন সমর্পণ করেছিলাম বলিয়াই এরূপ কষ্ট পাইতেছি তাহা নহে, আমার স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারেই আমার শরীর দিন দিন ক্ষয় পাচ্চে। যদি তিনি একেবারেই আমার প্রাণ বিনষ্ট করেন, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিলহমাতেই আমার অপরমায়ুর এক এক অংশ অপহরণ করিতেছেন। সত্য, আমি যখন তাঁহার বৃদ্ধজীবনকে প্রতারণা করিয়াছি, তখন অবশ্য অপরাধিনী ও দণ্ডের

যোগ্যপাত্রী; কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ গুরুতর দণ্ড আমার পক্ষে নিতান্ত অতিরিক্ত ও অযোগ্য বলিতে হইবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "মাঠাকুরাণি! জগতে যাহা অতিরিক্ত তাহারই শীঘ্র বিনাশ হইয়া থাকে, অতএব আপনার এই অতিরিক্ত দণ্ডের শীঘ্রই বিরাম হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?"

মাঠাকুরাণী অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "হাঁ সুশীলে, আমার এ ক্লেশের অবসান হইবে সত্য ও নিশ্চয়, কিন্তু শীঘ্র নহে, আমার এ দেহ থাকিতে নহে। জীবনবিরামের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিরাম হইবে তাহার সন্দেহ কি?" এইরূপ বলিয়া তিনি তাঁহার নিকটস্থ শিশুদিগকে আপনার কোলের দিকে টানিয়া লইলেন ও বলিলেন, "আমি জানি যে আমার মৃত্যুর পর ইহাদিগের কোন অভাব হইবে না, যে হেতু আমার স্বামীর অন্তঃকরণে, তাঁহার "নিষ্কলঙ্ক সংসার" বলিয়া, যে একটু অভিমান আছে এবং যে অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি একালপর্য্যন্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেই অভিমানেতেই তিনি, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে, পারিবেন না। কিন্তু যদি তিনি আমার অবিদ্যমানে, ও ইহারা জ্ঞানবান্ হইলে, তাঁহার ঔরষজাত নহে বলিয়া আমার ন্যায় ইহাদিগকে পদে পদে অপদস্থ করেন, তাহা হইলে, সে সময় ইহাদিগের অন্তরে কি ভয়ানক নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে!! সুশীলা, যখন এই সকল কথা আমার মনে উদয় হয় তখন আমি ভাবি যে, ইহাদিগকে ওরূপ পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার সহিত এক চিতায় শায়িত করা যুক্তিসম্মত। অধিক কি বলিব, আমি যেরূপ মনের কষ্টে কালযাপন করিতেছি তাহা আমি জানি আর ভগবানই জানেন। আমার এক এক বার মনে হয় যে, ইহাদিগকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া শেষে আপনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি।

মাঠাকুরাণীর শেষোক্ত কথা শুনিবামাত্রই আমি অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমাকে শঙ্কিত দেখিয়া বলিলেন, "না সুশীলা, তোমার ভীত হইবার প্রয়োজন নাই, আমি আপন স্বামীকে কোনরূপ বিপদে ফেলিতে ইচ্ছা করি না। আমি যখন এতকাল এ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তখন

ইহা কি শেষ পর্য্যন্ত বহন করিতে পারিব না? বিশেষতঃ আমার জীবনের আর বড় অধিক দিন নাই; আমি ক্রমে ক্রমে যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছি, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না হইলে, আমাকে যে কতদিন আর এই সকল অবগণ্ড লইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, তাহা বলিতে পারি না।" এইরূপ বলিতে বলিতে মাঠাকুরাণী আপনার করপুটে চক্ষু দুটী আবৃত করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকজনিত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ও অবিরলবিগলিত অশ্রুবারি আমারও হৃদয়কে একান্ত ব্যথিত করিল। আমি তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম, "মাঠাকুরাণি! আপনি ক্ষান্ত হউন, ভাবি দুঃখ স্মরণ করিয়া অনর্থক কাতর হইবেন না।"

তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আমার বাক্য অবধারণ করিতে পারিলেন না, এমন কি, আপনার দুঃখে, এরূপ অধৈর্য্য ও জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন যে, তখাদ আমার উপস্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল কি না সন্দেহ। অবশেষে, বহুক্ষণ পরে তিনি আস্তে আস্তে চক্ষুর্দ্বয় হইতে হাত নামাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ সুশীলা! প্রায় দশমাস তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এই দশমাস কাল আমি স্বামিকৃত নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার বৃদ্ধ জীবনকে আমারই জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন আমরা উভয়ে একত্রে থাকি তখন ত তিনি স্পষ্টই বিজয় বাবুর নাম করিয়া আমাকে গঞ্জনা দিয়া থাকেন ও তিরস্কার করেন, এতদ্ব্যতীত আমি লোকের নিকট বসিয়া থাকিলে সেখানেও কথারছলে বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া আমাকে লজ্জিত ও ব্যথিত করেন। সুশীলা, তুমি এইমাত্র বলিলে যে, "আমার এ যন্ত্রণায় শীঘ্রই বিরাম হইবে; যেহেতু হয় ত তুমি মনে করিয়া থাকিবে যে, তিনি অবশেষে আপনা আপনি ক্লান্ত হইয়া, ইহাতে ক্ষান্ত হইবেন; কিন্তু তাহা নহে, আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি তাঁহার জীবনকে আমারই জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য নিযুক্ত করেছেন। সুশীলা, এ জগতে আমার জুড়াইবার স্থান নাই। আমি জানি যে, আমার অনেক ভাগ্যবান্ আত্মকুটুম্ব আছেন।

তাঁহাদিগের নিকট ছেলেদিগকে লইয়া গেলে, তাঁহারা কেহই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সত্য, কিন্তু কি করি? তাঁহারা যদি আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি কি বলিব? আমি যদি বলি যে, আমার স্বামীর উৎপীড়নের জন্যই আমি চলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে আভ্যন্তরিক সমস্ত কথাই আমাকে বলিতে হয়, সুতরাং আপনাকে আপনি দোষী বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। কিন্তু যদি তাহা না বলিয়া অন্য কোন ভাণ করি, তাহা হইলে আমার স্বামী নিজেই তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিবেন, সুতরাং সকলেই আমাকে কুলটা বলিয়া পরিত্যাগ করিবে, এবং ভবিষ্যতে ছেলেরা জ্ঞানবান্ হইলে আমারই দোষের জন্য তাহাদিগকে সমাজচ্যুত হইয়া যাবজ্জীবন মনের ঘৃণায় থাকিতে হইবে। সুশীলা, মনে কর দেখি, যখন তাহারা ভাবিবে যে, তাহাদিগের মার দোষের জন্যই তাহারা সমাজচ্যুত ও লোকের কাছে অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে তখন তাহাদিগের মনে কি রূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে!! সুশীলা, এই সমস্ত যখন আমার মনে হয়, তখন আমার অন্তঃকরণে আপন দুষ্কর্ম্মের জন্য যে কি পর্য্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হয় তাহা তোমাকে কি বলিব! আমার বিবেচনায় ইহা নরকযন্ত্রণা অপেক্ষা কখনই ভারবহ নহে।"

মা-ঠাকুরাণী এইরূপ বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লান ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, আমার বিবেচনা হইল যে, তিনি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আন্তরিক দুঃখ ভোগ করিতেছেন, বস্তুতই এ গুলি তাঁহার পক্ষে অতীব শোচনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পরক্ষণেই তাঁহার অধর হইতে বাক্যস্ফুরণ হইয়াছে কি না, এমন সময় বিমলা শশব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা-ঠাকুরাণী, কর্ত্তা মহাশয় বাটীতে আসিয়াছেন, হয়ত এখনিই এখানে আসিবেন।"

শুনিবামাত্রই মা-ঠাকুরাণী সভয়ে, ও শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "সুশীলা, আজি তুমি গমন কর, সময়ান্তরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা রহিল, কিম্বা আমি আম্‌তা গ্রামে যাইয়া তোমাকে পত্র লিখিলে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে

বাৎসল্য ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আমিও তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিমলার সহিত চলিয়া আসিলাম।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিয়ের কথা।

Hope sets the stamp of vanity on all
That men have deem'd substantial since the fall,
Cowper.

সময় বৈকাল। দৃশ্য গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খিড়কীর বাগান। বাগানের মধ্যস্থিত একটি পুষ্করিণীর চারি প্রান্তে কতকগুলি চূত ও কাঁঠাল বৃক্ষের শারি। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বহু প্রাচীন বট বৃক্ষ; তাহার উপরিস্থ বটবাসী পক্ষিসমূহের কিচী রব, ও তলভূমির চারি পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পত্র পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। তরুবর বহু প্রাচীন বলিয়া ইহার স্থূল আয়তন বিশিষ্ট মূলের চারি ধারে বড় বড় শিকড় নিম্নমুখ হইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষটী ঘন পল্লব বিশিষ্ট ও অধিক স্থান ব্যাপী বলিয়া স্থানটী ঝোপের ন্যায় অর্দ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শুদ্ধ মাত্র অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য-কিরণের লাল রশ্মি দুই এক স্থানে বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। আমি ও বিমলা সেই বট বৃক্ষের মূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিমলা বলিল, "সুশীলা, আমার বিয়ের কথা শুনিবে? তবে এই খানে একটু বইস।" এইরূপ বলিয়া সরল হৃদয় বিমলা আপন অঞ্চল দিয়া স্থানটী ঝাড়িয়া দিতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম, "বিমল, আমার জন্য তোমাকে ওরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না, আমি এই খানেই বসিতেছি।" কিন্তু সরলস্বভাব বিমলা তাহা না শুনিয়া আপন অঞ্চল দ্বারা স্থানটী পরিষ্কার করিয়া আমার হাত ধরিয়া বসাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বিয়ের কথা কি?"

বিমলা উত্তর করিল, "মনে নাই? সেই যে আমি তোমাকে কাশী হইতে পত্র লিখিয়াছিলাম যে, এখানে আসিয়া আমার এক রাজপুত্র যুটিয়াছে—সে আমার সঞ্চিত টাকা গুলি সমস্ত ফাঁকি দিয়া লইয়া যায়।"

আমি মনে মনে হাসিলাম ও বলিলাম, "হঁ্যা—বিমল, বলত, আমারও সে বিষয় শুনিবার ইচ্ছা আছে, রাজপুত্রের না ফরেস্‌ডাঙ্গায় বাড়ী লিখে ছিলে?"

বিমলা উত্তর করিল, "হাঁ, আগে যদি জানিতাম যে, সে আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে, তাহা হইলে কি আমি তাহার কথায় ভুলিতাম। তবে শুন বলি, কিন্তু ভাই আমার মাথা খাও, এ কথা যেন মা-ঠাকুরাণী কিম্বা অন্য কেহ শুনিতে না পায়, তাহা হইলে সকলে আমাকে উপহাস করিবে, এবং মা-ঠাকুরাণী তিরস্কার করিবেন।"

আমি বলিলাম, "না বিমল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, আমি এ কথা কাহাকেও বলিব না।"

বিমলা বলিতে লাগিল, "তবে শুন, তোমার হুগলীর কাছারীতে সাক্ষ্য দিবার পর হরনাথ বাবু তার পর দিন রাত্রেই কাশীতে যাত্রা করেন। তাঁহার এরূপ অকস্মাৎ দেশ পরিত্যাগ করিবার কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চয় করিতে পারে নাই—আমার বিবেচনায়, বোধ হয়, তুমি হুগলীর কাছারীতে তাঁহার সংসারের সমস্ত গোপনীয় কথা ব্যক্ত করাতে হয়ত তিনি লজ্জিত হইয়াছিলেন, এবং পাছে গ্রামবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে লজ্জা পাইতে হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি কিছু দিনের জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখ হইতে অন্তরাল হইয়াছিলেন।"

"যাহা হউক, সে কথা এখন থাক্। আমরাও কাশীতে গিয়া পৌঁছিলাম, এবং তথায় একটি বাড়ী ভাঁড়া লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। যে দিন

আমরা তথায় উপস্থিত হই, তাহার পর দিন বৈকালেই একজন দিব্য সুন্দর নব্য পুরুষ, বেশ টানা ভুরু, বড় বড় চক্ষু, ও দিব্য কুঞ্চিত শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদিগের বাসা বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলা, তোমার নিকট বলিতে কি, আমি কুঞ্চিত শ্মশ্রুধারী নব্য ছোকরা বড় পছন্দ করি, বস্তুতঃ এখনও আমার মনে হয় যে, আমি যদি তাহার মত শ্মশ্রুধারী অন্য কাহাকেও পাই, তাহা হইলে এখনই তাহাকে আমার দেহ, মন, প্রাণ, সকলই সমর্পণ করিতে পারি; স্পষ্ট বলিতে কি, সুশীলা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তাহার মত নব্য ছোকরা না পাইলে, আমি কথনই বিবাহে মত করিব না।"

"ঐ দেখ—কি বলিতে কি বলিতেছি, হাঁ, তার পর সেই সুন্দর পুরুষটীর গাড়ী খানি বরাবর আসিয়া আমাদিগের বাসাবাড়ীর দরজায় লাগিল। আমি সে দিবস বৈকালে শরৎ বাবুকে কোলে করিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম; গাড়ী খানি আসিয়া দরজায় লাগিবামাত্রই এক জন সহিস্ দৌড়িয়া আসিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিল, ও অপর একজন আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। বাবুটী গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে হরনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সুশীলা, বলিব কি, আমি যদি দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া না দাঁড়াইতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি তাঁহার রূপ দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িতাম। যাহা হউক, তিনি দ্বিতলায় উঠিয়া যাইবার পর, আমি সহিস্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁগা এ বাবুটী কে?"

তাহাদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "ইনি ফরেক্কাবাদের রাজার পুত্র, সম্প্রতি তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছেন।"

ভাই, বলিব কি, রাজপুত্রের গাড়ী ও ঘোড়া এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক দেখিয়া আমি কিয়ৎক্ষণ মনে মনে করিলাম, পূর্ব্ব জন্মে সুকৃতি না থাকিলে ইহ জন্মে এরূপ সুখ-সচ্ছন্দ কথনই সম্ভোগ হয় না। যাহা হউক ভাই, রাজপুত্রের পরিচ্ছদের কথা দূরে থাকুক, তাহার সহিস্‌দিগের পোষাক যদি দেখিতে, তাহা হইলে তুমি মোহিত হইয়া যাইতে। তাহাদিগের গায়ে লাল রাঙ্গা বনাতের জামা, পায়ে কাল রঙের পায়জামা ও

মাথায় সবুজ রঙের পাগড়ী। পাগড়ীর উপর অর্দ্ধ চন্দ্রের মত একটা রূপার চাকী বসান রহিয়াছে। আহা সুশীলা, তাহাদিগকে দেখিতেই ভাই কি সুন্দর! আমি তাহাদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁগা, তোমার নাম কি?"

ব্যক্তিটী উত্তর করিল, "আমার নাম ভিকু।"

আমি বিমলার এরূপ বিস্তারিত বর্ণনা সংক্ষেপ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ—তার পর—তার পর।"

বিমলা উত্তর করিল, "তার পর সে দিন আমি রাজপুত্রকে দেখিবার জন্য অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, মা-ঠাকুরাণীর আদেশানুসারে বাড়ীর ভিতর গিয়াছি, আর রাজপুত্রটী চলিয়া গেছেন; আসিয়া দেখিলাম যে, সে গাড়ীও নাই, সে ঘোড়াও নাই, সে রাজপুত্রও নাই।

"সুশীলা, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার মন যে কি পর্য্যন্ত কাতর ও অস্থির হইল, তাহা তোমাকে কি বলিব, তাঁহার সেই সুন্দরমূর্ত্তি, সেই দীর্ঘায়তন চক্ষু, সেই কুঞ্চিত শ্মশ্রু গুলির মনোহর চিত্র সর্ব্বদাই আমার মস্তিষ্কে ঘুরিতে লাগিল। সে দিন রাত্রে প্রায় একটা পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা হয় নাই, সর্ব্বদাই তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছি।

"পর দিন বৈকালে আমি ছেলেদিগকে লইয়া আমাদিগের বাসাবাড়ীর সম্মুখস্থ একটী বাগানে বেড়াইতে গিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, তিনি ও হরনাথ বাবু তথায় দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহার গাড়ী খানি বাগানের ফটকে দাঁড়াইয়া আছে।

"রাজপুত্র আমার নিকট ছেলেদিগকে দেখিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে ছেলেদিগকে লইয়া গেলাম। তিনি একে একে শরৎ, সতীশ ও শীরিশ বাবুকে আদর করিয়া হরনাথ বাবুকে বলিলেন, 'মহাশয় আপনার ছেলে গুলি অতি সুন্দর আপনাকে অবশ্যই ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে।' সুশীলা বলিব কি, এইরূপ বলিয়াই তিনি অকস্মাৎ আমার প্রতি বঙ্কিম ভাবে দৃষ্টি করিলেন।

"হরনাথ বাবু রাজপুত্রের এরূপ কুটিল দৃষ্টি দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তিনি রাজপুত্র কর্ত্তৃক 'আপনার ছেলে গুলি' এইরূপ কথিত হইলে মনে মনে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া অস্পষ্ট ভাবে আপনা আপনই বলিলেন, 'এরূপ পুত্র অপেক্ষা পুত্রহীন হওয়া ভাল।' রাজপুত্র সে কথা বোধ হয় অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

"যাহা হউক, সুশীলা, রাজপুত্র ছেলেদিগকে এইরূপ আদর করিয়া আপনার জামার পাকেট্ হইতে কতকগুলি কাঁচের পুতুল বাহির করিয়া একে একে সকলের হাতে দিলেন ও হরনাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয় আমি নিজে অবিবাহিত ও পুত্রহীন সেই জন্য কাহারও ছেলে দেখিলে আমার অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়া থাকে।

"যাহা হউক, হরনাথ বাবু সে বিষয়ের কোন উত্তর না করিয়া, অন্য কথা কহিতে কহিতে রাজপুত্রের সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, আমিও ছেলেদিগকে লইয়া আপনার বাটীতে আসিলাম। সুশীলা, তুমি এরূপ মনে করিও না যে, সে দিবস বাড়ীতে আসিয়া রাজপুত্রের মনোহর মূর্ত্তি আমার অন্তর হইতে লুক্কায়িত ছিল; বরং তাঁহার কুটিল দৃষ্টি স্মরণ করিয়া সে দিবস আমি আরও অস্থির হইয়াছিলাম, এবং বোধ হয়, তোমার স্মরণ থাকিবে, হরনাথ বাবুর খিড়কীর বাগানে সেই গণককন্যা কর্ত্তৃক আমার অদৃষ্ট গণনার কথাটী স্মরণ হওয়াতে আমার আরও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমি নিশ্চয় রাজপুত্রের মহিষী হইব, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। গণককন্যা যদিও দুষ্টলোক, যেহেতু সে প্রবঞ্চনা করিয়া আমার নিকট হইতে শরৎ বাবুকে অপহরণ করিয়াছিল, সত্য, কিন্তু সে জন্য যে তাহার অদৃষ্টগণনার কথা মিথ্যা হইবে, এটি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সে আমার অদৃষ্ট গণিয়া বলিয়াছিল, যে আমাকে বিবাহ করিবার জন্য হরনাথ বাবুর বাটীতে তিনটি রাজপুত্র আসিবেন, তাঁহারা সকলেই ধনাঢ্য, এমন কি অসংখ্য ধনের অধিপতি। একথা অযথার্থ নহে, কারণ আমি রাজপুত্রের বেশ ভূষা ও তাঁহার গাড়ী ঘোড়া দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ধনবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। যদিও তাঁহারা তিন জনেই

আসেন নাই, একজন আসিয়াছিলেন মাত্র এবং হরনাথ বাবুর নিজ বাটীতে উপস্থিত হয়েন নাই—প্রবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি? যখন গণককন্যার একটি কথা সত্য হইল, তখন যে তাহার অপরগুলি সত্য হইবে না, তাহা সম্ভব হইতে পারে না। একজন রাজপুত্র দেখা দিয়াছিলেন, অপর দুই জন হয়ত পরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। যাহা হউক, সুশীলা, আমি প্রথমকে দেখিয়াই যেরূপ অধৈর্য্য হইয়াছিলাম, তাহা তোমাকে কি বলিব। সুশীলা তুমি আমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমাকে উপহাস করিবে; যেহেতু আমি উপহাসের পাত্রী, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, আমি এক্ষণে শিক্ষা পাইয়াছি, আর কেহই আমাকে ওরূপ ঠকাইতে পারিবে না।

আমি বলিলাম, "বিমল, তোমার হৃদয় অতিশয় সরল, সেই জন্য লোকের কুটিল অভিপ্রায় হইলেও তুমি তাহা সরল বলিয়া প্রতিপন্ন কর। যাহা হউক, আমি দুঃখিত হইলাম যে, তুমি অনর্থক এরূপ অসদাশয়ে আশ্বাসিত হইয়াছিলে।"

বিমলা, আমার কথায় উত্তর করিল না, পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমি পর দিন সন্ধ্যার সময় শুনিলাম যে, আজি রাত্রিতে রাজপুত্র হরনাথ বাবুর সহিত একত্রে আহার করিবেন, সেই জন্য সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে। রাজপুত্র কে, যদিও একথা আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানিতাম, এবং তাঁহার জন্য একান্ত অধৈর্য্য হইয়াছিলাম, তথাচ মনের বিশ্বাসের জন্য একবার শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীনিবাস, তুমি বলিতে পার, ইনি কোথাকার রাজপুত্র।"

শ্রীনিবাস উত্তর করিল, "ইনি ফরেক্কাবাদের রাজার ছেলে, ইঁহাদিগের অনেক সম্পত্তি, এমন কি কত টাকা, তাহা এপর্য্যন্ত কেহই নিশ্চয় করিতে পারে নাই। ইনি অবিবাহিত, সম্প্রতি প্রায় তিন সপ্তাহ হইল, কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ইঁহার সহিত অনেক লোক জন, দাস দাসী আসিয়াছে, এতদ্ব্যতীত ইঁহার সহিত চারি পাঁচটি ঘোড়া, গাড়ী, কোচম্যান্ প্রভৃতি আসিয়াছে।"

"সুশীলা বলিব কি, শ্রীনিবাসের মুখে এই সংবাদটি পাইয়া আমার অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় গূঢ় আনন্দের উদয় হইল, হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। মনে করিলাম যে, এত দিনে বুঝি আমার অদৃষ্টে, গণককন্যার ভাবী অদৃষ্ট গণনাগুলি সফল হইল। যদিও সেরূপ আশা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র, যেহেতু আমি একজন সামান্য পরিচারিকা, অতএব এরূপ রাজপুত্রের সহিত মিলন হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, তথাচ সে সময় আমি ভাবিলাম যে, আমি একখানি পুস্তকে পড়িয়াছি, কোন সময়ে, জনৈক পরিচারিকার কন্যা রুস রাজ্যের রাজ-মহিষী হইয়াছিলেন। অতএব আমি যে ফরেক্কাবাদের রাজার পুত্রবধূ হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ সে দিবস নানা প্রকার চিন্তা করিয়া মনে মনে যার পর নাই ব্যাকুল ও অধৈর্য্য হইলাম, এমন কি সে রাত্রে আমি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা সমস্তই ভ্রান্তিযুক্ত ও অযথা;—ছেলেদিগকে বিছানায় শুয়াইতে গিয়া, তাহাদিগের বালিশে মাথা না রাখিয়া পা দুটি মাথার বালিশের উপর দিয়া শুয়াইয়া আসিয়াছিলাম। এইরূপ অনেক ভ্রমের কর্ম্ম করিয়াছি, এবং নিজে ঘুমাইয়া পড়িলে, ক্রমান্বয়ে রাজপুত্রকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সেই সুন্দর মুখ খানি, সেই কাল কুঞ্চিত শ্মশ্রুগুলি, সেই গাড়ী ঘোড়া, গণককন্যা, গণককন্যার বৃদ্ধ মাতা, এইরূপ নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

"পর দিন হইতে ক্রমান্বয়ে প্রায় চারি পাঁচ দিন, উপর্য্যুপরি রাজপুত্র আমাদিগের বাসা বাড়িতে আসিতে লাগিলেন। হরনাথ বাবুর নিকট তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, আমি তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি শুদ্ধ আমাকে দেখিবার জন্যই এরূপ আসিতেছেন।

"যাহা হউক, এক দিন বৈকালে আমি ছেলেদিগকে সঙ্গে লইয়া বাগানের এক প্রান্তে বেড়াইতেছি, এমন সময় রাজপুত্র অকস্মাৎ আমার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া বলিলেন," "বিমলা, তোমার সহিত গোপনে আমার অনেক কথা আছে। তোমার প্রভু হরনাথ বাবু আমার সহিত সর্ব্বদা থাকেন বলিয়া আমি তোমাকে কোন কথা বলিতে পারি না।"

"আমার সহিত তাঁহার গোপনে কথা।" এইটি শুনিবামাত্রই আমি মনে মনে ব্যাকুলিত হইলাম, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মুখে এরূপ অন্যায় উক্তি শুনিয়া আমার মনে কোন রূপ ক্রোধের সঞ্চার হইল না, বরং আমি আকুলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার সহিত আমার কি কথা? আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।"

রাজপুত্র বলিলেন, "এ রূপ প্রকাশ্য স্থানে বলিবার নহে, চল, আমরা ঐ নিকটবর্ত্তী বৃক্ষগুলির অন্তরালে গিয়া উপবেশন করি। ছেলেরা এইখানেই খেলা করিতে থাকুক।

"আমি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রাজপুত্রের সহিত সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিলাম। যে সময় আমি তাঁহার সহিত গমন করি, সে সময় আমার হৃদয় গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, আমার মনে হইল যেন, আমি কত দুষ্কর্ম্ম-ব্রতে ব্রতী হইতে চলিলাম। কিন্তু সুশীলা, রাজপুত্রের সহিত একত্রে বসিব, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? আমি এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিয়া গণককন্যার অদৃষ্ট গণনাটি বিশ্বাস করতঃ তাঁহার সহিত গমন করিলাম।

"আমরা উভয়ে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম, স্থানটী অতীব রমণীয়; ইহার চারি পার্শ্বে কয়েকটী বৃক্ষ, গোলাকারে বেষ্টিত রহিয়াছে। তাহাদিগের মূল হইতে প্রায় পাঁচ ছয় হাত ঊর্দ্ধে কতকগুলি সুন্দর পুষ্পলতা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহিত বৃক্ষগুলিকে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং তন্মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডের চতুর্দ্দিক সম্পূর্ণ আবরিত ও বহির্দৃষ্টির অগোচর। লতাগুলির নবীন শীর্ষকসমূহ বৃক্ষপরিসর অতিবাহিত করিয়া আকাশে দোদুল্যমান রহিয়াছে, কখন-বা বায়ুহিল্লোলে এক একবার দুলিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহাদিগের আলিঙ্গন দেখাইয়া কোন নব-প্রেমিকার আলিঙ্গনের জন্য অভ্যন্তরস্থ নির্জ্জন স্থানটি লক্ষ্য করাইয়া দিতেছে। কোথাও নানা জাতীয় লতাপুষ্প স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, মধুকর তাহাদিগের কাণে কাণে মধুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে, যেন বলিতেছে, 'প্রণয়ের সঙ্গীত অতি মধুর—যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, এই লতাবেষ্টনে প্রবেশ কর—আমরা শুনাইব।'

"যাহা হউক সুশীলা, গ্রন্থকারদিগের মত বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। আমি ও রাজপুত্র উভয়ে সেই লতাবেষ্টনে গিয়া উপবেশন করিলাম। রাজপুত্র আমার দক্ষিণ কর তাঁহার করপল্লবদ্বয়ের মধ্যস্থ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিমলা, হরনাথ বাবুর বাসা বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া অবধি তোমাকে দেখিয়া আমার মন যে কি পর্য্যন্ত অস্থির হইয়াছে, তাহা তোমাকে কি বলিব? বস্তুত আমি অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছি এবং অনেক স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় সুন্দরী ও সরল-হৃদয় স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই।' এইরূপ বলিয়া তিনি আপনার দেশস্থ বাটীর বিষয় উল্লেখ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ইন্দ্রপুরীর ন্যায় ভবন—অতুল ঐশ্বর্য্য—লোক জন—দাস দাসী সমস্তই বলিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন যে, এ পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও বিবাহ করেন নাই, যেহেতু আমার মত সুন্দরী কেহই তাঁহার চক্ষে পতিত হয় নাই।

"রাজপুত্রের মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, হয়ত রাজপুত্র আমাকেই বিবাহ করিবার মনস্থ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন। যাহা হউক সুশীলা, তাঁহার প্রমুখাৎ বিবাহের আভাস পাইয়া আমি মনে মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত ও অধৈর্য্য হইয়াছিলাম, তাহা তোমাকে কি বলিব? আমার বোধ হইতেছে যেন, সে সময় আমি আহ্লাদে জ্ঞানশূন্য ও মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিলাম, যেহেতু তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম যে, রাজপুত্র আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; হয় ত তিনি আমাকে না ধরিলে আমি পড়িয়া যাইতাম।

"অতঃপর আমি যে তাঁহার সহিত কি রূপ কথোপকথন করিয়াছি, তাহা আমার বিশেষ স্মরণ নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি আমাকে আমার সচ্চরিত্র ও সরল হৃদয়ের জন্য অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহাকে সেই সমস্তের প্রমাণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, দেখুন, আমি একাল পর্য্যন্ত হরনাথ বাবুর বাড়ীতে চাকরি করিয়া কাহারও সহিত কলহ কি বিবাদ কিছুই করি নাই এবং তাঁহার সংসারের সকলেই আমাকে

যথেষ্ট ভাল বাসেন ও স্নেহ করেন। এতদ্ব্যতীত আমি আরও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি যদি তাঁহার রাজসংসারের গৃহিণী হই, তাহা হইলে আমার দ্বারা তাঁহার সংসার কার্য্য অতি পরিমিত রূপে নির্ব্বাহ হইবে; তাহার প্রমাণ এই যে, আমি একাল পর্য্যন্ত হরনাথ বাবুর বাটীতে চাকরি করিয়া প্রায় ৩৫০৲ টাকা জমাইয়াছি; এতদ্ব্যতীত আমার একছড়া রূপার চাবিশিকলী আছে। এইরূপ আমি তাঁহাকে আপন সচ্চরিত্রের বিষয়ে অনেক প্রমাণ দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম এবং আমাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম।

"তিনি বলিলেন, 'দেখ বিমল, আমি এক্ষণে তোমাকে সে বিষয়ের কোন কথা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, যেহেতু কোন বিষয় বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি কাহারও পাণি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তোমারই করিব। যাহা হউক, কাল এই সময়ে তুমি আমার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিও।' এই বলিয়া সে দিবস তিনি চলিয়া গেলেন।"

বিমলা উপরি উক্ত বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করিয়া সজোরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বোধ হইল যেন, তাহার সেই শ্বাসবায়ু হৃদ্গত দুঃখ ভার বহন করিয়া চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "বিমল, বস্তুতই এইরূপ উচ্চাশয়ে নৈরাশ হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।"

বিমলা বলিতে লাগিল, "সুশীলা, বলিব কি, রাজপুত্রের মুখে আমার বিবাহের অনেকটা আশয় পাইয়া আমি মনে মনে যে কি পর্য্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াছিলাম, তাহা তোমাকে কি বলিব? সে রাত্রি প্রায় একবারও আমি চক্ষের দুইটী পলক একত্র করি নাই—মনে মনে কতই আশা, কতই চিন্তা করিয়াছি। প্রথমতঃ ভাবিলাম, আমি ত সামান্য পরিচারিকা হইয়া একটী রাজসংসারের ভাবী রাজমহিষী হইতে চলিলাম। আমার সহিত আমার প্রভু হরনাথ বাবুর স্ত্রীর তুলনা করিতে হইলে, আমি তাঁহার অপেক্ষা শত গুণ অধিক মর্য্যাদার লোক, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই

বলিয়া যে আমি তাঁহাদিগের নিকট গর্ব্বিত হইয়া থাকিব, তাহা থাকিব না, যেহেতু বড়লোক হইলে অগ্রে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ভাবিলাম, আমি বিবাহ করিয়াই অগ্রে মাকে একখানি পত্র লিখিব যে, "আমি ফরেক্কাবাদের রাজার পুত্রবধূ হইয়াছি", তিনি, ও আমার ভাই ভগ্নী সকলে আমার পত্র পাইয়া কেমন আহ্লাদিত হইবেন ও কেমন আগ্রহের সহিত আমার পত্রখানি পাঠ করিবেন! প্রতিবাসীরা আমার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া কেমন হিংসা করিবে!! যাহা হউক আমি বিবাহ করিয়াই প্রথমত মাকে তাঁহার রত্নগর্ভের পুরস্কার স্বরূপ ৫০০৲ টাকা প্রণামী পাঠাইয়া দিব। তৃতীয়তঃ ভাবিলাম, আমি রাজার পুত্রবধূ হইলে ত, আমার আজ্ঞাবহ অনেক দাস দাসী থাকিবে, তাহাদিগের সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? আমি কখন দাস দাসীদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করিব না, কিম্বা কাহাকেও প্রশ্রয় দিব না, তাহা হইলে কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না, সকলকেই আমি চক্ষের ইঙ্গিতে রাখিব—সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া আমার আজ্ঞা পালন করিবে। কিন্তু তাহাদিগকে আজ্ঞাধীন করিব বলিয়া যে, আমি তাহাদিগের প্রতি কঠোরাচরণ করিব, তাহা করিব না, বরং তাহাদিগের সহিত বাৎসল্য ভাবে ব্যবহার করিব, এবং সকলকে আপনার ছায়ার ন্যায় দেখিব। এইরূপ ও অন্যান্য অনেক প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

"পর দিন প্রভাতে উঠিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, আজ বৈকালে যদি রাজপুত্র আমার পাণি গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমার কি কর্ত্তব্য? ফলে ভাবিলাম, কেনই বা তিনি এরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিবেন? আমি যথার্থই সচ্চরিত্রা ও সরলহৃদয়া তাহা তিনি আপন মুখেই স্বীকার করিয়াছেন। তবে যদি তিনি এ বিষয়ের কোন প্রমাণ চাহেন, তাহা হইলে না হয় আমি তাঁহাকে আমার মার প্রেরিত ডাকের চিঠীগুলি দেখাইব। তিনি প্রতি চিঠীতেই আমাকে লিখিয়াছেন যে, 'বিমল, তোমার মাঠাকুরাণী যে তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ও তাঁহার বাটীর সকলে যে তোমাকে ভাল বাসেন, এ সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হইলাম।'

এইরূপ যতগুলি চিঠী আছে, তাহা সমস্তই তাঁহাকে দেখাইব, এবং আমি যে পরিমিতব্যয়ী, তাহারও প্রমাণের জন্য আজ বৈকালে তাঁহাকে আমার সঞ্চিত সমস্ত টাকা প্রদান করিব—তাহা হইলে অবশ্যই তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন এবং আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইবেন না।

"এইরূপ স্থির করিয়া আমি সেই দিন বৈকালে আমার সঞ্চিত টাকা ও মার চিটী গুলি লইয়া বাগানে উপস্থিত হইলাম। আমিও তথায় গিয়া পৌছিয়াছি, দেখিলাম, তাহার পরক্ষণেই রাজপুত্রও উপস্থিত হইলেন।

"আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'রাজকুমার! পাছে আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করেন, সেই জন্য আমি কতকগুলি পত্র ও আমার সঞ্চিত ৩৫০৲ টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় পরীক্ষা করিতে পারেন।' এইরূপ বলিয়া আমি রাজপুত্রের হস্তে টাকা ও পত্র গুলি অর্পণ করিলাম।"

আমি বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল বিমল, তুমি যে রাজপুত্রের সহিত দুই এক দিন আলাপ হওয়াতেই একবারে তাঁহার হস্তে সাড়ে তিন শত টাকা দিলে, তাহাতে তোমার মনে কি কোন সন্দেহ হইল না।"

বিমলা উত্তর করিল, "কেনই বা হইবে? দেখিতেছি, তিনি এক জন বড় লোক—রাজার ছেলে, গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইয়া থাকেন, বিশেষ হরনাথ বাবুর সহিত তাঁহার যথেষ্ট হৃদ্যতা, তিনি কি আমার ন্যায় সামান্য পরিচারিকার টাকাগুলি অপহরণ করিবেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ একথা যথার্থ—তাহার পর।"

বিমলা বলিল, "তার পর, রাজপুত্র আমার হস্ত হইতে টাকা ও পত্র গুলি লইয়া বলিলেন, 'বিমল, তোমার এই সকল আনিবার কিছু মাত্র আবশ্যক ছিল না, যেহেতু আমি তোমার কথায় যথেষ্ট বিশ্বাস করিয়া থাকি। যাহা হউক, যখন তুমি এই গুলি আনিয়াছ, তখন আমার দেখিবার কোন বাধা নাই—কিন্তু এক্ষণে আমি বড় ব্যস্ত—আজ রাত্রে আমাকে কাশীরাজের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাইতে হইবে—এবং আমি তথায় না উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইবেন—অতএব

এক্ষণে এ গুলি আমার নিকটেই থাকুক—কাল এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব।”

“আমি বলিলাম, ভাল, যদি আমাদিগের বিবাহের কথা এক প্রকার স্থিরই হইল, তবে কেন আমি হরনাথ বাবুর স্ত্রীকে এ বিষয় জ্ঞাত করি না?

“রাজপুত্র উত্তর করিলেন, ‘না, না, তাহা করিও না—তাহা হইলে সকলে আমাকে নিন্দা করিবে—যে হেতু আমি তোমা অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদার লোক। আমার ইচ্ছা তোমাকে গোপনে গোপনে বিবাহ করিয়া এক বারে স্বদেশে লইয়া যাই।’ রাজপুত্র সে দিবস এইরূপ বলিয়া অতিব্যস্ত হইয়া আমার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—আমিও মনে মনে রাজমহিষী হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

“ও মা! পর দিন সকালে উঠিয়া আমি গৃহ কর্ম্ম করিতেছি, এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, রাজপুত্র কাশী হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত রাজপুত্র নহেন—এক জন দেশ-ভ্রমণকারী পথিক—জোচ্চোর, রাজপুত্রের বেশ ধরিয়া দেশে দেশে জোয়া-চুরি করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি যে বাড়ীটি ভাড়া লইয়া ছিলেন, তাহার গৃহস্বামীকে এ পর্য্যন্ত একটি তাম্র মুদ্রাও ভাড়া দেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যে গাড়ী, ঘোড়া, সহিস্, কোচম্যান প্রভৃতি ছিল—সে সমস্ত তাঁহার নিজের নহে, সকলই ভাড়া করা; এবং তিনি তাহা-দিগের কাহাকেও এ নাগাত উবুড় হস্ত করেন নাই, বরং তাঁহার যে ভিকু বলিয়া এক জন সহিস্ ছিল, আমার ন্যায় তাহারও কতকগুলি সঞ্চিত টাকা লইয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। সুশীলা, বলিব কি—শুনিলাম যে, যে দিন বৈকালে তিনি আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া আইসেন, সেই দিন তিনি হরনাথ বাবুর নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া ছিলেন, তিনি হরনাথ বাবুকে স্তোক দিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ হইতে টাকা আসিতে বিলম্ব হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কিছু খুচরা টাকার প্রয়োজন—এইরূপ বলিয়া তিনি হরনাথ বাবুর নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা লইয়া যান।

বিমলা এইরূপ বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "বিমল, তুমি কাঁদিও না—যদি তোমার হকের টাকা হয়, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই সে সমস্ত ফিরিয়া পাইবে।"

এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর আমি সে দিবস বিমলার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। বিমলা তথায় আমাকে রাত্রি বাস করিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু পাছে হরনাথ বাবু এবিষয় জানিতে পারেন এবং মনে মনে আমার প্রতি বিরক্ত হন, সেই আশঙ্কায় আমি তাহাতে সম্মত না হইয়া চলিয়া আসিলাম।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইনি কি সেই ?

"বৰ্দ্ধনং চাথসম্মানং খলানাং প্রীতয়েব কুতঃ।
ফলান্ত্যমৃতসেবেঽপি ন পথ্যানি বিষদ্রুমাঃ॥"
হিতোপদেশ।

আমি গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খিড়কীর বাগান অতিক্রম করিয়া রাজপথে উপস্থিত হইলাম। পথটি অতীব সুন্দর, একে পল্লিগ্রামের পথ উভয় পার্শ্ব বড় বড় বৃক্ষ শ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত, তাহে অপরাহ্ণ, অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের শোভায় জগৎ শোভিত; নীড়গামী পক্ষিকুলের সুমধুর কণ্ঠরবে জগৎ পরিপূরিত, এবং মৃদুবায়ু সঞ্চারিত আকাশের স্নিগ্ধকর স্পর্শে শরীর পুলকিত। আমি এইরূপ সময়ে পথের শোভা দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলাম, মনে মনে কতই চিন্তার উদয় হইতে লাগিল—হরনাথ বাবুর স্ত্রীর আধুনিক অবস্থা, তাঁহার মর্ম্মভেদী খেদোক্তি, মনঃকষ্ট, স্বামীর অমোঘ যন্ত্রণা, এবং বিমলার নির্ব্বুদ্ধিতা, রাজপুত্রবেশধারী জোয়াচোরের প্রতারণা, আশ্বাস বাক্য এবং বিমলা কর্ত্তৃক তাহার পাণি গ্রহণের প্রস্তাবনা ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম।

আমি এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিয়াছি মাত্র, এমন সময় দেখিলাম, অদূরে একটি কামিনীমূর্ত্তি আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার দিকেই আসিতেছে। তাহাকে দেখিতে অতি পরিপাটি সুন্দরী; দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া ইহাকে গড়িয়াছেন। ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বলিষ্ঠ ও দেখিতে

দীর্ঘকায়, বয়স পূর্ণ যৌবন ; বর্ণ, প্রকৃত গোলাপপুষ্পের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর। মুখখানি সর্ব্বাংশে শ্রীমান্ ও দোষশূন্য। ইহার পরিধেয় বস্ত্র দেখিলে পশ্চিমাঞ্চলের আর্য্য মহিলাদিগের ঘাঘোর বসন স্মরণ হইয়া থাকে। মস্তকের কেশরাশি একখানি লাল রুমালে আবরিত। পাঠক মহাশয় ইহাকে চিনিতে পারিবেন, ইনি সেই আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত গণককন্যা !!

আমি তাহাকে অদূরে দেখিয়াই ভীত হইলাম, ভাবিলাম; না জানি গণককন্যা আবার কোন্ ছলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—অন্য পথ দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করি ; কিন্তু সে আমাকে এরূপ ভীত ও পলাতক দেখিয়া বারম্বার হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল, ও কিয়ৎক্ষণ পরেই দ্রুতপদে আসিয়া আমার দক্ষিণ বাহু ধরিল।

গণককন্যা বলিল, "সুশীলা, তুমি ভীতা হইতেছে কেন—আমি তোমার কি কোন অনিষ্ট করিয়াছি ?"

আমি বলিলাম, "তুমি আর অনিষ্ট করিতে বাকী রাখিয়াছ কি ? মনে নাই, তুমি আমাকে শ্বেত অট্টালিকা হইতে বহির্গত করাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে বিজয় বাবুর রূপ ধরিয়া একখানি গাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়াছিলে ! হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী তদ্দর্শনে বিজয় বাবুর সহিত আমার চরিত্রের অপকলঙ্ক প্রচার করিয়া দেন ?"

গণককন্যা বলিল, "সুশীলা, তোমার শ্বেত অট্টালিকায় অবস্থান বিষয়টী আমি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি, বিজয় বাবু যে তোমাকে কুপথগামিনী করিবার জন্য যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও আমার অগোচর নাই, অতএব তুমি যে সাধ্বী—যথার্থই সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—কিন্তু তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমিই তাহার কর্ত্রী ; আমি কি করিব ? জনৈক বড়লোকের অনুরোধে এবং অর্থের লোভে আমি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি যদি পূর্ব্বে জানিতাম যে, তুমি এরূপ ধর্ম্মের আদর্শ, তাহা হইলে কি আমি হরনাথ বাবুর কথায় বা প্রলোভনে তোমার অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই ? যাহা হউক

সুশীলা, এক্ষণে সেই সমস্ত কথা স্মরণ হইলে আমার অন্তরে অনুতাপের উপস্থিত হইয়া থাকে এবং আমি সেই জন্য প্রত্যহই পরমেশ্বরের নিকট পাপের অনুশোচনা করিয়া থাকি।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এক্ষণে বিজয় বাবু কোথায়, রাইমণি ও চাঁপাই বা কোথায়? তাহারাত গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরকর্ত্তৃক খাটের খুরায় রজ্জুবদ্ধ থাকে।"

গণককন্যা উত্তর করিল, "তাহারা সকলেই খালাস পাইয়াছে। আমিই একদিন হরনাথ বাবুর কোন কর্ম্মোপলক্ষে শ্বেত অট্টালিকায় গমন করিয়া তাহাদিগের সকলকে মুক্ত করিয়া আসিয়াছি। হরনাথ বাবু সেই জন্য আমাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।"

গণককন্যা পুনরায় বলিতে লাগিল, "দেখ সুশীলা, আমরা নিস্বার্থ কোন কর্ম্ম করি না—আমি তোমাকে যে হরনাথ বাবুর আদেশে রাজপথে বহিষ্কৃত করিয়াছিলাম, তাহা নিস্বার্থ নহে। কিন্তু এক্ষণে, আমি তোমার যে কর্ম্মটী সম্পন্ন করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই, শুদ্ধ আমি তোমারই কর্ম্ম বলিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছি; যেহেতু আমি তোমার অটল চরিত্র দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার দ্বারা কোন সময়ে তোমার জীবনোপায়ের কিম্বা কোন্ বিপদ্ উদ্ধারের কণামাত্র উপকার হয়, তাহা আমি অবাধে ও নিস্বার্থে সম্পন্ন করিব, কারণ তাহাতে আমার পুণ্য আছে।

আমি গণককন্যাকে বলিলাম যে, "আমি তোমাকে তোমার এরূপ সদাশয়ের জন্য শত শত ধন্যবাদ করিতেছি; কিন্তু পরমেশ্বর করুন, যেন আমাকে আর কখন ওরূপ বিপদে পড়িতে না হয় ও তজ্জন্য কাহারও নিকট উপকার প্রার্থনা করিতে না হয়।"

গণককন্যা বলিল, "সে কথা সত্য, পরমেশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাক। কিন্তু দেখ সুশীলা, আমরা নাকি ভবিষ্যৎ গণিয়া থাকি, সেই জন্য লোকের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে অগ্রেই তাহা জানিতে পারি।"

আমি ভবিষ্যৎ গণনার কথা বিশ্বাস করি, বা না করি, সে কথা তাহার কাছে ব্যক্ত করিবার আবশ্যক দেখিলাম না, কিন্তু তাহার মুখে আমার ভাবী বিপদের কথা শুনিয়া মনে মনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? আমার কি কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে?"

গণককন্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "না, আপাততঃ নহে। যাহা হউক, তুমি আজ ঠিক্ সন্ধ্যার পর আমার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিও, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

আমি বলিলাম, "তুমি যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি আমার নিশ্চয়ই কোন অনিষ্ট করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার কথা রক্ষা করিতে পারি।"

গণককন্যা বলিল, "না, আমি তোমার কখনই কোন অনিষ্ট করিব না, নিশ্চিন্ত থাকিও।"

অতঃপর আমি তাহার কথায় সম্মত হইলে গণককন্যা আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া পার্শ্বস্থ একটি গলির ভিতর দিয়া চলিয়া গেল।

আমি মনে মনে করিলাম, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার প্রভু রাজাবাহাদুর ত বাটীতে নাই, সেই জন্য মহিষী আমাকে বসন্তপুর আসিবার জন্য অবসর দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, অতএব এরূপ স্থলে আমার এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কি করি? আমি গণককন্যার নিকট স্বীকার করিলাম যে, আজি আমি সন্ধ্যার পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, অন্যথা করিলে তাহাকে প্রবঞ্চনা করা হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সেই রাত্রে বসন্তপুর গ্রামে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলাম, এবং সন্ধ্যার বিলম্ব দেখিয়া অবসর কাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে নিকটস্থ দামোদর নদীর বাঁধের উপর গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাঠকবর, যদি কখন দামোদর নদীর উচ্চ বাঁধের উপর উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার বিচিত্র শোভা আপনার অগোচর নাই—কিন্তু যদি তথায় না গিয়া থাকেন, তাহা হইলে একবার আমার জীবন বৃত্তান্তের সূত্র পরিত্যাগ করিয়া, দামোদর নদীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত

করুন,—একবার কোন দ্রুতগামী জলস্রোতের ত্বরিত গমন অনুধাবন করুন—একবার কোন কল্লোলিনীর কল্ কল্ শব্দ হৃদয়ে ধারণ করুন, দুগ্ধফেণনিভ ফেণমুখীর শ্বেত মুখের মধুর ধ্বনি অন্তরে শ্রবণ করুন, বুঝিতে পারিবেন "দামোদর" ঐ সকলের সম্যক্ অধিকারী হইয়া চলিয়াছে—বিরহিণী সতী, পতি উদ্দেশে চলিয়াছে—রাবণ পুত্রবধূ প্রমিলার সম, রণসজ্জায় চলিয়াছে—কাহার সাধ্য রোধে? কোন্ বীরপুরুষের শাণিত তরবারি তাঁহার গতিরোধ করে?

আমি তাহার বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। যে সময় আমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে সময়টি গ্রীষ্মকাল—চৈত্রমাস, সেই কারণ তৎকালে নদীর জলের গভীরতা ছিল না, সুতরাং চাসীদিগের গো, মেষাদি গৃহপালিত পশুগণ পদব্রজে নদী পার হইয়া চলিয়াছে। তাহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে কৃষকবৃন্দ জানু পর্য্যন্ত পরিধেয় বসন উত্তোলন করিয়া গান গাইতে গাইতে যাইতেছে।

আমি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ পরিদর্শন করিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, আমার অদূরে দুই জন পুরুষ মানুষ বাঁধের উপরিভাগে উঠিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের এক জনকে দেখিয়া আমি যার পর নাই চিন্তিত ও বিস্মিত হইলাম। পাঠক মহাশয় ইহাকে চিনিতে পারিবেন, ইনি আমার প্রভু, "রাজা বাহাদুর!"

অকস্মাৎ এরূপ স্থানে রাজা বাহাদুরকে দেখিয়া আমি এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, তৎকালে তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিটী কে? তাহা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই, আমার এরূপ চিন্তিত হইবার কারণ বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন। যেহেতু আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমার বসন্তপুর গ্রামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই রাজা বাহাদুর মহিষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া লক্ষ্ণৌ-প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, অতএব ইনি যে এরূপ সময় বসন্তপুর গ্রামে উপস্থিত হইবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর! আমার বিবেচনা হইতেছে যে, মহিষী এ বিষয় কিছুই অবগত নহেন, বাহাদুর তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া এস্থানে চলিয়া আসিয়াছেন; কেন?

তাঁহার এরূপ প্রতারণা করিবার আবশ্যক কি? ভাল বাহাদুরের সমভি-ব্যাহারী ঐ ব্যক্তিটীই বা কে? তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির করিলাম, ব্যক্তিটী একজন সামান্য অশ্বরক্ষক ব্যতীত আর কেহই নহে। ইহার গায়ে একটা সহিসদিগের মত রাঙা কাপড়ের জামা, মাথায় সবুজ রঙের পাগড়ী ও তন্মধ্যস্থ একখানি রূপার তক্‌মা; পায়ে পাজামা। বয়ঃক্রম আন্দাজ ২৮ বা ২৯ বৎসরের অধিক হইবে না—দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও বলিষ্ঠ।

যাহা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, রাজা বাহাদুরের এখানে এমন কি প্রয়োজন যে, তিনি মহিষীর নিকট লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিবার ভাণ করিয়া ঐ ব্যক্তিটীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন? পূর্ব্ব হইতেই রাজা বাহাদুরকে একজন অসৎলোক বলিয়া আমার সংস্কার ছিল, এক্ষণে দেখিতেছি, তাহাই ক্রমে ক্রমে আমার অন্তরে দৃঢ়ীভূত হইয়া আসিতেছে। বিশেষত সম্প্রতি আমি বিমলার মুখে যেরূপ রাজপুত্রবেশধারী জোয়া-চোরের কথা শুনিলাম, তাহাতে ইহাকেই সেইরূপ প্রকৃতির লোক বলিয়া অনেকটা বিশ্বাস হইতেছে, ফলে যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহিষী কি পর্য্যন্ত না বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব অপচয় করিয়াছেন! যাহা হউক, আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিবার, তাদৃশ সময় পাইলাম না; যেহেতু আমি দেখিতে পাইলাম যে, রাজাবাহাদুর ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তি ক্রমশই আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে-ছেন। আমি মনে করিলাম, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমি কি এখান হইতে চলিয়া যাইব, না এই বাঁধের কিঞ্চিৎ নিম্ন ভাগে গিয়া উপবেশন করিব। যদি আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে হয়ত রাজা বাহাদুরের সম্মুখে পড়িতে পারি, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া ইহার কিঞ্চিৎ তলভাগে উপবেশন করি, তাহা হইলে উঁহারা কেহই আমাকে দেখিতে পাইবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বাঁধের উপরিভাগ হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া বসিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই শুনিলাম, আমার উপরিভাগে রাজা বাহাদুর ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছেন।

ব্যক্তিটী বলিতেছে, "ওখান হইতে এত দূরে আসিবার কিছুই আবশ্যক ছিল না; যেহেতু ওখানেও কেহ ছিল না। আর যদিও কেহ আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমরা যে কি বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছি, তাহা সে কিরূপে জানিতে পারিত?"

বাহাদুর উত্তর করিলেন, "সত্য, কিন্তু সাবধানের বিনাশ নাই; বিশেষত স্থানটী পথের সম্মুখ স্থল, হয়ত গোপনে থাকিয়া কেহ আমাদিগের সমস্ত কথা শুনিতে পারিত। এখানে ঐ যে একটী স্ত্রীলোক দেখিতেছ, ওব্যক্তি অতদূর হইতে আমাদিগের কথা শুনিতে পাইবে না।"

কিন্তু আমি সমস্তই শুনিতেছিলাম—শুদ্ধ আমি নহি—আমি তাঁহার সংসারের এক জন পরিচারিকা, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তাহার প্রথম কারণ এই যে, আমি তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়াছিলাম, দ্বিতীয়, রাজা বাহাদুরের বাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পর দিন আমি আমতাগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া আসিয়াছি, অতএব তিনি আমার এরূপ স্থানে আগমন বার্ত্তা কিছুই অবগত নহেন। তথাচ আমি বিবেচনা করিলাম যে, এস্থলে অধিকক্ষণ অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে; কি জানি, যদি রাজা বাহাদুর কোন সূত্রে আমাকে দেখিতে পান, বা আমিই তাঁহার সম্মুখে পড়ি, তাহা হইলে উভয়কেই অপ্রতিভ হইতে হইবে। আর তাহা না হইলেও উঁহাদিগের গোপনীয় কথা শুনিবার আমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এতাবৎ বিবেচনা করিয়া আমি অতি সাবধানে তাঁহাদিগের সম্মুখ অতিক্রম করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমি যখন বাঁধ হইতে নীচে নামিয়া আসি, তখন দেখিতে পাইলাম যে, আমার সম্মুখ পথে একখানি উন্মুক্ত পত্র পড়িয়া আছে। পত্রখানি কাহারও প্রয়োজনীয় হইবে, এইটী ভাবিয়া আমি তাহা কুড়াইয়া লইলাম। পাঠক মহাশয়ের জ্ঞাপনার্থ নিম্নে পত্রখানি প্রকটিত করিলাম। পত্রখানি এই——

মহাশয়,

আপনি এক্ষণে কোথায় আছেন ও কি করিতেছেন, আমি তাহার সমস্তই সন্ধান পাই-য়াছি। যাহা হউক, আপনি যদি আমার সহিত সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কোন রূপ অনিষ্ট করিব না; যেহেতু এক্ষণে আমার সময় নিতান্ত মন্দ এবং আমার টাকারও বিশেষ প্রয়োজন। অতএব আপনি যদি আমার সহিত আগামী ১৫ই তারিখে বেলা তিনটা হইতে চারিটার মধ্যে বসন্তপুর গ্রামে আসিয়া না সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে অগত্যা আমাকে আপনার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। অধিক কি লিখিব—ইতি ১৪ই চৈত্র।

আপনার চিরানুগত ভৃত্য
শ্রীভিখারি সাঁধুখাঁ।
বসন্তপুর।

এই পত্রখানি কার? কি বৃত্তান্ত? তাহা কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলাম না, কারণ ইহাতে তাহার কিছুই নির্ণয় ছিল না। বিবেচনা করিলাম, হয় ত পত্রখানি চিঠীর খাপের ভিতর আসিয়া থাকিবে, প্রেরিত ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিয়া থাকিবেন; সেই জন্য সে খানি ইহাতে সন্নি-বেশিত নাই। যাহা হউক, পত্রখানি হাতে করিয়া আমার মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম, সে দিন বৈকালে রাজা বাহাদুর যে চিঠীখানি লইয়া মহিষীর সহিত কলহ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার বিশেষ গোপনীয় বলিয়া মহিষীর বারম্বার অনুরোধেও তাঁহাকে দেখিতে দেন নাই,-এখানি কি সেই পত্র? আমার স্মরণ হইল, যখন মহিষী, রাজা বাহাদুরকে এই চিঠীর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি মনে মনে কেমন অধৈর্য্য হইয়াছিলেন! কেমন ব্যস্ত হইয়া আপনার জামার পাকেটে চিঠীখানি লুক্কায়িত করিয়া-ছিলেন!! হাঁ এখানি সেই পত্র—সেই গোপনীয় চিঠী? যে চিঠীখানি সন্দেহ করিয়া, মহিষী বাহাদুরকে অপর কামিনীর প্রণয়াসক্ত বিবেচনা করত ছাদের এক প্রান্তরে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন! নতুবা বাহাদুর এই পত্রোল্লিখিত নিরূপিত সময়ে বসন্তপুরে আসিয়া উপস্থিত হই-বেন কেন? হয়ত ঐ সমভিব্যাহারী ব্যক্তিই এই পত্রখানি বাহাদুরকে

পাঠাইয়া থাকিবে, এবং বাহাদুর এই পত্রের মর্ম্মানুগত রহস্যটা প্রকাশ হইবে বলিয়া ওরূপ ব্যস্তভাবে বসন্তপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিবার প্রস্তাবনা, প্রতারণা মাত্র। বোধ হয়, সেই দিন হইতেই চিঠীখানি রাজা বাহাদুরের জামার পাকেটে ছিল, তাহা এক্ষণে অসাবধানতাপ্রযুক্ত পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, এই পত্রখানি আমার রাখিবার আবশ্যক কি.? যখন ইহাতে পত্রাধিকারীর কোন নাম বা ঠিকানা পাইলাম না, তখন যে তাহাকে প্রত্য-র্পণ করিতে পারিব, তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব একবার ভাবিলাম, চিঠীখানি ছিন্ন করিয়া ফেলি; আবার ভাবিলাম, না, যে স্থান হইতে পত্রখানি পাইয়াছিলাম, সেই খানেই রাখিয়া আসি। কিন্তু সে স্থানটীর অধিক দূর অতিক্রম করিয়াছি বলিয়া, তথায় আর প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা হইল না সুতরাং পত্রখানি আপনার নিকটেই রাখিয়া দিলাম।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতাক্ষর।

"I loved her then—I loved her still ;
And such as I am, love indeed
In fierce extremes—in good and ill."
(MAZEPPA) BYRON.

আজি সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতে লাগিল। আকাশের চাঁদখানি দুই একটী দৃশ্যমান তারা লইয়া মাথার উপরিভাগে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার কোল দিয়া একখানি শাদা মেঘ বায়ুভরে চলিয়া গেল, আবার একখান গেল,—আর একখান গেল। একখানি বড় ঘন মেঘ আসিয়া চাঁদের মুখে পড়িল, চাঁদ মেঘের ভিতর লুকাইয়া পৃথিবীকে অর্দ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। যেন চাঁদমুখের কলঙ্ক দেখিয়া পৃথিবীর হাসি মুখখানী ম্লান হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মেঘখানি সরিয়া গেল—ধীরে ধীরে—আস্তে আস্তে যাইতে লাগিল—যাইয়া যাইয়া সরিয়া সরিয়া, বিস্তারিত হইয়া পড়িল, এবং অবশেষে স্তবকে স্তবকে ছিন্ন হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া গেল। এ দিকে উপরিভাগ হইতে নীলাকাশ বাহির হইয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুই একটী তারা প্রকাশ হইয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল, পৃথিবী পূর্ব্ববৎ জ্যোৎস্নালোকে হাস্য করিতে লাগিল। আহা, অন্ধকারের পর আলোক, দুঃখের পর সুখ, বিচ্ছেদের পর মিলন, দেখিতে কেমন সুন্দর! কেমন মধুর !!

আমি এইরূপ দেখিতে দেখিতে গণককন্যার কথিত স্থানটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটী বৃক্ষমূল ও নির্জ্জন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; যদিও জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক সুদৃশ্যমান, তথাচ স্থানের নির্জ্জনতা প্রযুক্ত রাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করিতে ছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, আজি আমাকে এইরূপ নির্জ্জন স্থানে এক জন দুশ্চারিণী স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে! কেন?, তাহা আমি জানি না। ভাবিলাম, গণককন্যা যেরূপ প্রকৃতির লোক এবং আমি তাহার দ্বারা যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছি, তাহাতে তাহার সহিত পুনরায় কোন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার পক্ষে যুক্তিসম্মত নহে; কিন্তু কি করি, তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিলে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দূষিত হইতে হয়। আবার ভাবিলাম, আমিত একাকিনী এই রাত্রি কালে এরূপ নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, যদি গণককন্যা আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য কোন পুরুষ মানুষের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দেয়, এবং যদি সে ব্যক্তি এই সময়ে এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, আমি কি করিব!! এইটি স্মরণ হইবা মাত্রই আমার শরীর সিহরিয়া উঠিল—হৃদয়শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল। আমি অকস্মাৎ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য বশত কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপ চিন্তার কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলাম, আমার সম্মুখস্থ একটি বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়া এক জন লোক আমার দিকেই আসিতেছে। দূরতা প্রযুক্ত ব্যক্তিটি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, যদি পুরুষ মানুষ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে বিপদে পড়িতে হইবে, সুতরাং আমি ভীত হইয়া সেই বৃক্ষমূলের অন্তরালে লুকায়িত হইলাম,—স্থির করিলাম, যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে বাহির হইব, নতুবা এই স্থান হইতেই সত্তরে পলায়ন করিব।

কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলাম, ব্যক্তিটি ক্রমশই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ক্রমশই আমার উপস্থিত স্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে

লাগিল। জ্যোৎস্নালোক প্রযুক্ত শীঘ্রই আমি আগন্তুক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম, ইনি পুরুষ মানুষ নহেন, স্ত্রীলোক। দূর হইতে তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় চলন, ও পরিধেয় বসন অনুমান করিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হইলাম ও বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্যক্তিটি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইনি অপর কেহ নহেন, আমাদিগের পরিচিত গণককন্যা; তাঁহার সেইরূপ চলন, সেইরূপ পরিধেয় বসন, সেইরূপ কেশগুচ্ছে এক খানি লাল রুমাল আবরিত দেখিলাম।

গণককন্যা আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কেও, সুশীলা?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার সহিত তোমার কি কথা আছে বল।"

গণককন্যা উত্তর করিল, "বলিব, অগ্রে এই টাকা ও ফর্দ্দ গুলি তোমার নিকট রাখিয়া দাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

গণককন্যা উত্তর করিল, "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমি যাহা বলি, কর।" এইরূপ বলিয়া গণককন্যা আমার হাতে কতকগুলি টাকা ও ফর্দ্দ দিবার উপক্রম করিল।

আমি ভীত ও সন্দিহান হইয়া বলিলাম, "আমি তোমার টাকা লইব না, যে হেতু ওরূপ রহস্যমূলক টাকা লইতে আমি সাহস করিতেছি না।"

গণককন্যা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "নির্ব্বোধ! আমি কি তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য এই খানে আসিয়াছি? তোমার কোন আশঙ্কা নাই, আমি যাহা বলি, কর, অবশ্যই কোন না কোন সময়ে আমি তোমার উপকারে আসিব।"

আমি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, আমি টাকা লইয়া কি করিব?"

গণককন্যা বলিল, "আমিত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না;—আইস, আমায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" এইরূপ বলিয়া গণককন্যা আমাকে পশ্চাৎ করিয়া যাইতে লাগিল। আমিও তাহার সহিত গমন করিতে লাগিলাম।

সেই বিস্তীর্ণ মাঠ—যে মাঠ পার হইয়া গণককন্যা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, আমরা আবার সেই মাঠ অতিক্রম করিলাম। গণককন্যা আমাকে একটি প্রকাশ্য বাজারের নিকট উপস্থিত করিল ও বলিল, "ঐ দেখ—ঐ যে বাড়ীটিতে আলো জ্বলিতেছে দেখিতেছ, উহার ভিতর প্রবেশ কর—ওটী ঔষধালয়।" এই বলিয়া গণককন্যা আমার হাতে কয়েকটী টাকা ও এক খানি ফর্দ্দ দিল।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ খানি কিসের ফর্দ্দ?"

গণককন্যা বলিল, "এমন কিছুই নহে, এক খানি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র মাত্র, তুমি ঐ থান হইতে আমাকে এই ঔষধ গুলি আনিয়া দাও।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, ইহার অর্থ কি? গণককন্যা নিজে ঔষধ আনিতে না যাইয়া আমাকে ইহার ভার দিল কেন! ইহাতে কি কোন ঔষধের কথা লিখিত আছে, না অপর কোন বিষাক্ত সামগ্রী হইবে! হয়ত গণককন্যা তাহাই আমার দ্বারা ক্রয় করাইয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার সংকল্প করিয়াছে! যাহা হউক আমি তাহাকে সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না কবিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট ঔষধালয়টীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি তন্মধ্যস্থ হইয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি একটী টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া ঔষধ বণ্টন করিতেছে। আমি তাহার হাতে ঔষধের কাগচ খানি দিয়া বলিলাম, "এই ঔষধ সেবন করাইলে যদি রোগীর কোন ক্ষতি না হয় এবং তজ্জন্য আমাকে কোনরূপ দায়ী হইতে না হয়, তাহা হইলে আমাকে এই ঔষধ প্রদান করুন।"

ব্যক্তিটী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কি,—রোগীর ক্ষতি হইবে! কেন? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, গ্রামের এক জন প্রধান ডাক্তার না বুঝিয়াই এই ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছেন? তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ব্যায়ারামটী অতিশয় শক্ত, সেই জন্য ঔষধের ব্যবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছে।"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "তবে দিন—আমাকে শীঘ্র দিন।"

বণ্টনকারী আমার সহিত আর অধিক কথা কহিলেন না। প্রায় পাঁচ

মিনিটের মধ্যে একটি বড় শিশির গায়ে এক খানি কাগজ মোড়ক করিয়া, আমার হস্তে আনিয়া দিলেন। আমি তাহার মূল্য দিয়া শিশিটি লইয়া আসিলাম।

গণককন্যা এতাবৎ কাল ঔষধালয়ের সম্মুখস্থ রাজপথে দাঁড়াইয়া ছিল, আমাকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, "আনিয়াছ, দাও"। এই বলিয়া আমার হাত হইতে শিশিটি গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

আমি তাহাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিলাম। গণককন্যা বলিল, "বাকী টাকা তোমার নিকট রাখিয়া দাও, তোমাকে আরও অনেক গুলি সামগ্রী আনিয়া দিতে হইবে—আইস—আমার সহিত আইস।"

আমি তাহার অনুগামিনী হইলাম।

গণককন্যা কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "এই খানে।"

আমি দাঁড়াইলাম। গণককন্যা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "এই কুম্ভকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া আমাকে কতকগুলি সরা, ও কলসী আনিয়া দাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

গণককন্যা উত্তর করিল, "আবার প্রশ্ন! আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহা বলিতেছি—করিয়া যাও।"

আমি তাহার কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া কুম্ভকারের বাটীতে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় দুইজন স্ত্রীলোক একটি অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে কতকগুলি মৃত্তিকা পাত্র দগ্ধ করিতেছে। আমি তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাগা, তোমাদিগের নিকট সরা ও কলসী আছে?"

এক জন উত্তর করিল, "আছে—কতগুলি?"

আমি বলিলাম, "জানি না, জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

আমার এরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া তাহারা উভয়েই হা—হা—করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। আমি অপ্রতিভ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম,

ও বহির্দ্দেশ হইতে গণককন্যার কাছে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলাম।

এক জন আমাকে দেখিয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জানিয়াছ ?"

আমি বলিলাম "হাঁ,—এত গুলির আবশ্যক।"

অতঃপর তাহারা আমাকে আমার আদেশানুযায়ী সামগ্রীগুলি প্রদান করিলে, আমি গণককন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া একে একে সমস্ত অর্পণ করিলাম।

গণককন্যা আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "ধন্যবাদ—কিন্তু এখনও আমার সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় নাই—আইস, তোমার আরও কার্য্য আছে। এই তালিকা খানি লইয়া ঐ গন্ধবণিকের দোকানে গমন কর এবং তথা হইতে এই ফর্দ্দ অনুযায়িক সামগ্রীগুলি ক্রয় করিয়া আমাকে আনিয়া দাও।"

আমি তাহাই করিলাম। অবশেষে গণককন্যা আমার নিকট হইতে বাকী টাকা ও পয়সা, বুঝিয়া লইয়া বলিল, "এক্ষণে আমার সমুদয় কার্য্য সমাধা হইল। আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি তোমার কিছু উপকার করিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় ?"

গণককন্যা। এই নিকটেই,—আমাদিগের বাটীতে।

আমি বলিলাম, "তোমার উপকার করা আমার মাথায় থাক, আমি কাহারও নিকট প্রত্যুপকার প্রার্থনা করি না, এবং তোমাদিগের বাটীতে যাইতেও ইচ্ছা করি না।"

গণককন্যা বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "নির্ব্বোধ! কোন ভয় নাই—আইস; তুমি আমার এত উপকার করিলে, আমি কি তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য বাড়ীতে লইয়া যাইব ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল; তবে কি জন্য ?"

গণককন্যা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তাহা বলিব না, এবং পূর্ব্বে বলিয়াছি

যে, আমাকে তোমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। যদি ইচ্ছা হয়, আইস—তোমারই মঙ্গল, নতুবা প্রতিগমন কর।”

আমি মনে মনে ভাবিলাম, প্রতিগমন করিয়াই বা এরাত্রে কোথায় যাই? বিশেষ এখানে আমার এমন কোন পরিচিত স্থান নাই যে, তথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে প্রতিগমন করিলে হয়ত হরনাথ বাবু তথায় আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিবেন, পরন্তু সেটী মাঠাকুরাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধ, যে হেতু তাঁহার সহিত কথোপকথন সময়ে তিনি হরনাথ বাবুর আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই শশব্যস্তে আমাকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দেন। অতএব এরূপ অবস্থায় পুনরায় তথায় গমন করা যুক্তি সঙ্গত নহে, আর বিমলাই বা পুনরায় আমাকে দেখিয়া কি মনে করিবে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া আমি সেই রাত্রে গণককন্যার বাটীতে যাইতে বাধ্য হইলাম।

গণককন্যাকে বলিলাম, “দেখ তুমি আমার কি পর্য্যন্ত না অনিষ্ট করিয়াছ, তথাচ আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমার সহিত গমন করিতেছি, দেখিও আমাকে যেন কোন বিপদে ফেলিও না।”

গণককন্যা বলিল, “আমি তোমার অনিষ্ট করিয়াছি সত্য, কিন্তু অদ্য রাত্রে আমি তোমার যে উপকার করিব, তাহাতে আমার সেই সমস্ত অনিষ্ট পরিশোধ হইয়াও বরং তোমার নিকট আমার প্রত্যুপকার পাওনা থাকিবে ও তুমি আমাকে সেই জন্য শত শত ধন্যবাদ দিবে।”

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গণককন্যা আমার এমন কি উপকার করিবে যে, আমি তাহার কাছে বাধ্য হইয়া থাকিব। যাহা হউক আমি এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া গণক কন্যার সমভিব্যাহারে যাইতে সম্মত হইলাম।

এবারে গণককন্যা আমাকে আর একটী মাঠের উপর লইয়া গেল। যে মাঠ দিয়া আমরা প্রথমে বাজারে আসিয়াছিলাম, এটি সে মাঠ নহে। ইহা তদপেক্ষা বিস্তীর্ণ, অনন্ত—অসীম; ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তরে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা এই মাঠের উপর দিয়া পদচালনা করিলাম। জ্যোৎস্নালোক মাঠের উপরিভাগে পড়িয়া যেন এক অনন্ত—অসীম

সমুদ্রবৎ বিবেচনা হইতে লাগিল। সমুদ্রের বীচিমালার ন্যায় শস্য-ক্ষেত্রের ফলমুখ ধান্যবৃক্ষের শিখাসমূহ বায়ু হিল্লোলে দুলিতে লাগিল, ভীষণ তরঙ্গবৎ দুলিতে লাগিল—নাচিতে লাগিল—খেলিতে লাগিল; আমরা ইহার মধ্যস্থ আইলের উপর দিয়া এঁকিয়া বেঁকিয়া যাইতে লাগিলাম। গণককন্যা আমার অগ্রগামিনী হইয়া চলিয়াছে, তাহার মুখে কথা নাই—বার্ত্তা নাই।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কত দূর ?"

গণককন্যা বলিল, "আর অধিক দূর নহে, এই মাঠ পার হইলেই হয়। ইহার প্রান্ত ভাগে বিজয় বাবু তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।"

আমি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?"

গণককন্যা কোন উত্তর করিল না, তাহার দিব্য অধরাভ্যন্তরের শ্বেত দন্তপাটি বাহির করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে প্রতারণা করিও না, সত্য করিয়া বল,—নচেৎ আমি যাইব না।"

গণককন্যা বলিল, "পাগল! নির্ব্বোধ! আমি তোমাকে ব্যঙ্গ করিতেছি। তোমার কি মনে নাই, আমি ইতি পূর্ব্বে সত্য করিয়াছি যে, আমি তোমার কখন কোন অনিষ্ট করিব না, বরং উপকারই করিব।"

আমি বলিলাম, "ভাল—তবে চল।"

গণককন্যা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে দেখিতেছ, কতকগুলি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আলো দেখা যাইতেছে, ঐটী আমাদিগের গ্রাম, আমরা ঐ খানেই যাইব। গ্রাম কেন ? আমাদের রাজ্য বলিলেও হয়, উহাতে আমাদিগের আত্মকুটুম্ব ব্যতীত আর কেহই বাস করিতে পায় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

গণককন্যা। এইরূপ চলিয়া আসিতেছে; বিশেষ গ্রামটী অতিশয় ক্ষুদ্র, সুতরাং আমরা যে ৮ বা ১০ ঘর বাস করিতেছি, তাহাতেই জনতা বিবেচনা হয়

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তোমাদিগকে কি প্রত্যহই এই বিস্তীর্ণ মাঠ ভাঙ্গিয়া বাজারে যাইতে হয়?"

গণককন্যা বলিল, "আমাদিগের অগম্য স্থান কোথায় যে, আমরা স্থানের দূরতা আশঙ্কা করিব?"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা সেই ক্ষুদ্র গ্রামটির মধ্যে প্রবেশ করিল্যম। গ্রামটি এরূপ বৃক্ষাদির দ্বারা আচ্ছাদিত যে, সেই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতেও তাহার ভিতর অন্ধকার ও বিজন অরণ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আমি গণককন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়? বড় অন্ধকার।"

গণককন্যা বলিল "কেন, ঐ যে গাছের পাতার ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়াছে, তুমি ঐ আলো ধরিয়া আইস।"

আমি তাহার সহিত যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া দুই একখানি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলাম। কুটীরের জানালা হইতে পথের কোন কোন স্থানে প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

গণককন্যা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বলিল, "এইবার আমাদিগের বাটীতে আসিয়া পৌছিলাম।" এইরূপ বলিয়া সে আমাকে একটি পুরাতন ও ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত করাইল।

দ্বারটি অর্গল বদ্ধ ছিল, সেই জন্য গণককন্যার প্রথম আঘাতে খুলিল না; দ্বিতীয় আঘাতে অভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল "কেও—জম্মুনী?"

জম্মুনী উত্তর করিল, "হুঁ।"

গণককন্যার নাম জম্মুনী, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে আমি দ্বারের পার্শ্ব দিয়া দেখিতে পাইলাম, ইহার দ্বারপার্শ্বের একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়া এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রদীপ লইয়া আসিতেছে, বৃদ্ধা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া দ্বারদেশে আসিয়া অর্গল খুলিয়া দিল।

আমি দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি অপর কেহ নহে, গণককন্যার বৃদ্ধ মা। বৃদ্ধা, জম্মুনীর মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া আসিলে?"

জম্মুনী উত্তর করিল, "সমস্তই হইয়াছে।"

বৃদ্ধা অতঃপর আমার মুখ পানে দৃষ্টি করিয়া তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে, তোমার সহিত সুশীলাও আসিয়াছে—অ্যাঁ!"

গণককন্যা বলিল, "হাঁ, সুশীলাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই সমস্ত সামগ্রী ক্রয় করিয়া দিল। আমি উহার কোন উপকার করিব, স্বীকার করিয়া আসিয়াছি।" এইরূপ জম্মুনী পুনরায় তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখনকার অবস্থা কেমন দেখিতেছ?"

বৃদ্ধা। সেইরূপ—সেই একই রূপ।

আমি তাহাদিগের এরূপ কথোপকথন শুনিয়া স্থির করিলাম যে, বোধ হয়, ইহাদিগের বাটীতে কেহ পীড়িত হইয়া থাকিবে; জম্মুনী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে। যাহা হউক, জম্মুনী তাহার বৃদ্ধা মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, তুমি প্রদীপ লইয়া আমাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন কর, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।"

বৃদ্ধা তদনুযায়ী কর্ম্ম করিল। আমরা তাহার পশ্চাদ্গামিনী হইয়া সেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাড়িটি পুরাতন ও ভগ্নপ্রায়। ইহার আভ্যন্তরিক তিনটি গৃহের সম্মুখে একটি দরদালান আছে। গণককন্যা এই দালানে উপস্থিত হইয়া আনীত দ্রব্যগুলি নামাইয়া তাহার মাতাকে বুঝিয়া লইতে আদেশ করিল। জম্মুনী যে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া সামগ্রী গুলি নামাইয়া রাখিল, সে সময় সেই গৃহের দ্বার আবদ্ধ ছিল, সুতরাং আমি ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, গণককন্যার বৃদ্ধ মা একে একে সমস্ত সামগ্রীগুলি ও ঔষধের শিশিটি লইয়া, আস্তে আস্তে পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বার দুইটি খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল ও পুনরায় অতি সাবধানে দরজা দুইটী বন্ধ করিয়া দিল। আমি অনুমান করিলাম, বোধ হয়, ইহার অভ্যন্তরে কোন পীড়িত ব্যক্তি থাকিবে, বৃদ্ধা তাহার সচ্ছন্দতা ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় ঐ প্রকার সাবধানে গৃহে প্রবেশ করিল।

যাহা হউক; বৃদ্ধা চলিয়া গেলে গণককন্যা আমাকে সঙ্গে করিয়া অপর একটী গৃহে প্রবেশ করাইল। এটি গণককন্যার শয়নগৃহ। আমি বাড়িটীর বহির্দ্দেশ যেরূপ পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় দেখিয়া আসিয়াছিলাম, এই গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা সেরূপ দেখিলাম না, এটি নূতন সংস্কৃত ও সুসজ্জিত, কিন্তু ইহার গৃহসজ্জাগুলি অস্মদেশীয় গৃহ-সজ্জার ন্যায় নহে। ইহার একপার্শ্বে এক খানি পশ্চিমাঞ্চলের খাটিয়ার উপর একটি পরিষ্কার শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ছেপায়ার উপর, একটি গুড়গুড়ি,—একটি পশ্চিমাঞ্চলের পানের ডিপা,—কতকগুলি পুস্তক ও লিখিবার উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। গৃহের অপর পার্শ্বে একটি দোলায়মান আলানার উপর দুই একখানি ওড়না, পেশোয়াজ ও ঘাঘরা রক্ষিত হইয়াছে। আমি ইহার চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, দিয়ালে সন্নিবেশিত ছবিগুলিও সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের। ইহার একখানিতে জয়পুর প্রদেশের গোবিন্‌জীর প্রতিমূর্ত্তি; গোবিন্‌জীর সম্মুখে একটি বালিকা একখানি স্বর্ণপাত্রে পানের খিলি লইয়া দণ্ডায়মান আছে। অপর খানিতে দেখিলাম, উচ্চ লাঙ্গূলধারী হনুমানজি রাম ও সীতা দেবীর আলেখ্য বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। অপর গুলিতেও নানাপ্রকার পশ্চিমাঞ্চলের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি।—একখানিতে পরশুরাম,—এক খানিতে ভৃগুরাম—একখানিতে কি রাম তাহা জানি না, তাঁহার হস্তে একটি ভীষণ মুদ্গর, চক্ষু রক্তিমবর্ণ ও ক্রোধমূর্ত্তি। এইরূপ নানাপ্রকার ছবি গৃহের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত রহিয়াছে।

গণককন্যা আমাকে এই গৃহটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বলিল, "এইটি আমার শয়নগৃহ—তুমি এইখানে বইস;—আমি তোমার একটি উপকার করিব। বস্তুতঃ তুমি আমার যেরূপ উপকার করিলে, তাহারও ত প্রত্যুপকার করা চাই?"

আমি বলিলাম, "তোমার প্রত্যুপকার করিবার আবশ্যক নাই, এবং আমিও তোমার নিকট প্রত্যুপকার পাইবার আশয়ে আসি নাই। তবে আমি একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি অনুগ্রহ করিয়া বল, উপকৃত হইব।"

গণককন্যা বলিল, "কি কথা—বল, অবশ্যই বলিব ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, অদ্য রাত্রে আমরা যে সকল সামগ্রী আনিলাম, সে গুলি তুমি নিজে ক্রয় না করিয়া, আমার দ্বারা ক্রয় করাইলে কেন ? ইহার কারণ কি ?"

গণককন্যা উত্তর করিল, "কারণ আর কিছুই নহে,—অদ্য শনিবার ; আমাদিগের জাতিতে শনিবার দিবসে কোন কর্ম্ম করিতে নাই। তুমি জানিবে না, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের গণনাশাস্ত্রের গুরু-দেব এই শনিবার দিবসে স্বর্গারোহণ করেন ; তাঁহারই স্মরণার্থ আমাদি-গের জাতির মধ্যে কেহই অদ্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয় না; কোন সামগ্রী ক্রয়, কি বিক্রয়, কিম্বা অপর কোন কর্ম্মই করে না ; এমন কি, কেহ কেহ আমা-দিগের জাতীয় ব্যবসা "অদৃষ্ট গণনা" তাহাতেও প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু অদ্য আমার ঐ সকল সামগ্রী গুলি ক্রয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, যেহেতু বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, আমাদিগের বাটীতে এক জন পীড়িত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য ঔষধ ও তাহার আনুসঙ্গিক সামগ্রীগুলি না আনিলে, হয়ত তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারিত ও তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। আমি এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমার দ্বারা ঔষধ ও অপরাপর দ্রব্যগুলি ক্রয় করাইয়া আনিলাম। যাহা হউক, সুশীলা তুমি আমার বিশেষ উপকার করিয়াছ, আমিও সেই জন্য তাহার প্রত্যুপকার করিব।" এইরূপ বলিয়াই গণককন্যা অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আপনার টেবিলের উপর হইতে একখানি ডাকের চিঠি আনিয়া আমার হাতে দিল।

যাহা হউক এই পত্র খানি যে ব্যক্তি আমাকে পাঠাইয়াছিল, শিরো-নামে তাহার হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। বস্তুতই কাঙ্গালকে অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইলে সে যেমন আহ্লাদিত হয়,—আকাশ-মার্গে ঘনঘটায় মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া চাতকিনী যেরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, আমিও এই পত্রখানি পাইয়া তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম ;—আন-ন্দাশ্রু আমার নয়নদ্বয় হইতে পতিত হইতে লাগিল। আমি গণককন্যাকে

শত শত ধন্যবাদ করিয়া বলিলাম, "জন্মুনি! তুমি আমার যথার্থই উপকার করিলে, আমি তোমার এক্ষণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পত্র খানি কাহার? পাঠক মহাশয়কে এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইলে, আমাকে লজ্জার মাথা খাইতে হয়—শরমের কপালে কঙ্কণ মারিতে হয়,—বাচালতাকে মাথায় পূজ্য করিয়া লইতে হয়। লইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? জীবনরহস্য লিখিতে বসিয়া রহস্য ভেদ না করিলে, হয়ত কোন কলহপ্রিয় পাঠিকা আমার ভাল কাটিতে বসিবেন, সেই ভয়ে আমি বলিতে বাধ্য হইলাম। এই চিঠী খানি যোগেন্দ্রের—যে যোগেন্দ্রের আশা করিয়া আমি এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি—যে যোগেন্দ্র আমার জীবন মরীচিকার আশা রূপ স্নিগ্ধ সরোবর—যে যোগেন্দ্র আমার হৃদয়াসনের এক মাত্র পূজ্যপাদ; এখানি তাহারই পত্র—তাহারই সেই সুকোমল কর পল্লবের হস্তাক্ষর—সেই অমৃতমিশ্রিত বাক্যের "অমৃতাক্ষর"। আমি এই অমৃতাক্ষর লিখিত পত্র খানি পাঠ করিয়া তদুপরি বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলাম, নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল আনন্দাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল।

গণককন্যা আমার নিকট বসিয়াছিল, সে আমার এইরূপ অধীরতা দেখিয়া অধরপ্রান্তে একটু হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই হস্তাক্ষর গুলি কাহার—বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "এখানি যোগেন্দ্র আমাকে পাঠাইয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এই পত্রখানি তুমি কিরূপে পাইলে?"

গণককন্যা উত্তর করিল, "শুদ্ধ এখানি নহে। আমিত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, আমরা নিস্বার্থ কোন কর্ম্ম করি না। যোগেন্দ্র আমাকে স্বতন্ত্র এক খানি পত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে একখানি ১০৲ টাকার নোট ও তোমার এই চিঠী খানি মোড়ক করিয়া পাঠাইয়াছিল। যোগেন্দ্র লিখিয়াছিল যে, সে তোমার কোন নিদ্ধার্য্য ঠিকানা না পাওয়ায়, তাহার তিন চারি খানি পত্রের প্রত্যুত্তর পায় নাই, সেই জন্য সে আমাকে তোমার সন্ধান লইয়া এই চিঠী খানি দিতে আদেশ করিয়াছিল ও আমার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ

একখানি ১০৲ টাকার নোট পাঠাইয়া ছিল। যোগেন্দ্র জানিত যে, আমরা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া থাকি, সুতরাং আমি অনায়াসেই তোমার সন্ধান লইয়া তোমাকে এই পত্র খানি দিতে পারিব।”

আমি বলিলাম, “জম্মুনি, আমিও তোমার পরিশ্রমের জন্য কিছু পুরস্কার করিব।”

গণককন্যা পুনরায় বলিতে লাগিল. “তুমি যখন জয়চাঁদ বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতে, তখনও যোগেন্দ্র আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিল, এবং তখনও আমি তাহার নিকট হইতে ১০৲ টাকা পাইয়াছিলাম। তাহার সেই পত্রের জিজ্ঞাস্য গুলি এই যে, তুমি হরনাথ বাবুর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আছ ও কি করিতেছ? এবং তুমি কি সত্য সত্যই বিজয় বাবুর বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহার সহিত বাস করিতেছ—না আপনার স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? এতাবৎ বিশেষ করিয়া লিখিবার জন্য যোগেন্দ্র আমাকে আদেশ করিয়াছিল।”

আমি আগ্রহের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাল, তুমি সেই পত্রের কিরূপ উত্তর দিয়াছিলে?”

গণককন্যা বলিল, “আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে, সুশীলার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও অটলচরিত্র স্ত্রীলোক অতি বিরল। তবে হরনাথ বাবুর বিচক্রে পড়িয়া তাহাকে শ্বেত অট্টালিকায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ফলে, আমি সত্য করিয়া বলিতে পারি যে. তাহার অটল—পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ও অচল চরিত্রকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ সুশীলা যে বিজয় বাবুর সহিত রাজপথে যাইয়াছিল, সে কথা মিথ্যা এবং সে ব্যক্তি বিজয় বাবু নহে, আমিই হরনাথ বাবুর আদেশে ডাক্তার বিজয়ের বেশ ধরিয়া তাহাকে রাজ পথে বহিষ্কৃত করিয়াছিলাম।

আমি তাহার এরূপ বাক্য শুনিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কহিলাম, “জম্মুনি! তোমাকে ধন্যবাদ—শত শত ধন্যবাদ; বস্তুতই তুমি যে বলিয়াছিলে, আমার সমস্ত উপকার পরিশোধ হইয়া, তোমার প্রত্যুপকারের জন্য আমাকে ঋণী থাকিতে হইবে, একথা অযথার্থ নহে। যাহা হউক আমার বিবেচনা

হইতেছে যে, আমি যখন শ্বেত অট্টালিকায় কারাবদ্ধ থাকি, তখন হয়ত হরনাথ বাবু কিম্বা বিজয় বাবু আমার চরিত্রের দোষ দেখাইয়া যোগেন্দ্রকে কোন পত্র লিখিয়া থাকিবে, সেই জন্য সে তোমাকে ইহার সবিশেষ সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

জম্মুনী উত্তর করিল, "হাঁ, সে কথা অযথার্থ নহে; বিজয় আমাকে আপন মুখে বলিয়াছে যে, আমি সুশীলার দুশ্চরিত্র প্রমাণ করিয়া যোগেন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছি, এবং যাহাতে তাহাদের উভয়ের পরস্পর বিচ্ছেদ হয়, এবং সুশীলা আমার বশবর্ত্তিনী হইতে বাধ্য হয়, এরূপ চেষ্টা করিতেছি।"

আমি জম্মুনীর মুখে দুরাত্মা বিজয়ের ব্যবহার শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। ভাবিলাম, দুরাত্মার নরকেও স্থান পাওয়া দুর্লভ হইবে। যাহা হউক, আমি আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া গণককন্যার প্রদত্ত পত্র খানি উন্মোচন করত পাঠ করিতে লাগিলাম। যোগেন্দ্র লিখিয়াছে—

সুশীলা!—তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা আমি জানিনা, বোধ হয়, তোমাকে "সুশীলা ও সাধ্বী" এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে; কিন্তু না, তোমাকে সাধ্বী ও আমার হৃদয়েশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করিলে আমার মন আরও প্রশস্ত ও গর্ব্বিত হয়! কত লোক আমাকে তোমার চরিত্রের দোষ দিয়া কত কি বলিয়াছে—কত কি পত্র লিখিয়াছে; আমি নির্ব্বোধ, সেই সমস্ত অমূলক কথায় বিশ্বাস করিয়া কত সময়ে তোমাকে মনে মনে তিরস্কার করিয়াছি—কতবার গোপনে বসিয়া আপনার চক্ষের জল ফেলিয়াছি; বোধ হয়, সে সময় তুমি আমার নিকট থাকিলে, হয়ত তোমাকেও আমার দুঃখ দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে হইত। যাহা হউক সুশীলা যখন আমি সংবাদপত্রে তোমার সুখ্যাতি পাঠ করি—যখন আমি হুগলীর কাছারীতে হরিচরণের মোকদ্দমা সংক্রান্ত তোমার সাক্ষ্য জবানবন্দী পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন তোমার সচ্চরিত্র, ধর্ম্মপরায়ণতা ও পরোপকারিত্ব ভাব আমার মনে উদয় হইয়া যে কি পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব করিয়া দেয় তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার পিতা আমাকে তোমার প্রতি আসক্ত দেখিয়া তাঁহার অতুলৈশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ত্যজ্যপুত্র করিবার অভিলাষ করিয়াছেন; করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমার বিবেচনায়, তোমার মত ধর্ম্মাত্মা কামিনীর পাণি গ্রহণ করিতে পারিলে, আমি তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী অপেক্ষা অধিক সুখী হইব।

যাহা হউক, আমি হরনাথ বাবুর বাটীতে তোমাকে দেখিতে না পাওয়ায় এবং তাঁহার মুখে তোমার অমূলক দোষারোপ জানিতে পারায়, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, আর দেশে যাইব না, কিন্তু এক্ষণে হরনাথ বাবুর সেই সমস্ত বাক্য মিথ্যা জানিয়া আমার মন তোমাকে দেখিবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত কাতর হইয়াছে, তাহা কি বলিব? তোমার সেই নির্দ্দোষতা পরিপূর্ণ বদনকমল—সেই কমনীয় অথচ সাধুভাব সম্বলিত হাসি মুখ খানি সর্ব্বদাই আমার মনে পড়ে—সর্ব্বদাই আমি তোমার জন্য বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া থাকি। যাহা হউক, আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে তিন চারিখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাওয়ায় জমুনীকে তোমার নিশ্চয় ঠিকানা জানিবার জন্য পত্র লিখিলাম ও এই পত্রখানি তোমাকে দিতে আদেশ করিলাম, যদি এই খানি তোমার করকমলে স্থান পায়—যদি এই অভাগার হস্তাক্ষর তোমার পবিত্র হস্ত স্পর্শ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে ত্বরায় পত্র লিখিবে, আমি যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইতি ২রা চৈত্র।

তোমার চিরানুগত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

শ্রীকামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়েয়
আড়ৎ,—পাটনা।

আমি যোগেন্দ্রের এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া যে, কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তাহা বোধ করি, সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকা মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে আমার মনে এরূপ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, বোধ হয়, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি ইতিপূর্ব্বে এক দিন যোগেন্দ্রের মাতা ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, এক্ষণে তাঁহার সেই সমস্ত কথাগুলি আমার স্মৃতি পথে পতিত হইল; তাঁহার সেই সমস্ত ক্রোধবাক্য—যোগেন্দ্রের সহিত আমার পাণিগ্রহণে অসম্মতি—যোগেন্দ্রের পিতা কর্ত্তৃক আমার জীবনের অনিষ্ট সম্পাদনের স্থির সঙ্কল্প, এতাবৎ একে একে মনে পড়িতে লাগিল। আমি বিষণ্নান্তকরণে যোগেন্দ্রকে এতদাভিপ্রায়ে এক খানি পত্র লিখিলাম ও লিখিলাম, "যোগেন্দ্র! তুমি আমার

আশা পরিত্যাগ কর। আমি ভিখারিণী, কখনই তোমার যোগ্য নহি বা কোন কালে যোগ্য হইব না। বিশেষ আমি তোমাকে তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তুমি আমার সহিত ভিক্ষাব্রতে ব্রতী হইলে আমি তোমার সে অবস্থা দেখিতে পারিব না, বরং তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী দেখিলে সুখী হইব। অতএব তুমি আমাকে যেরূপ ভগ্নীভাবে স্নেহ করিয়া থাক, সেইরূপ করিও। আর অধিক লিখিব না—হৃদয়বিদারক লেখা আর লিখিতে পারি না।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"Thou com'st in such a questionable shape,
That I will speak to thee, I 'll call thee Hamlet
King, father, royal dane,—"

SHAKESPERE.

মৃত-পিতা!

আমি উপরোক্ত ভাবে যোগেন্দ্রকে একখানি প্রত্যুত্তর লিখিয়া শিরোনাম দিতে দিতে চক্ষের জল ফেলিলাম। গণককন্যা যে সে সময় আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ ছিল না, সে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "সুশীলা তুমি কাঁদিও না, ভবিতব্যের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে? যোগেন্দ্র যদি তোমার পতি হয় এবং তুমি যদি যোগেন্দ্রর পত্নী হও, তাহা হইলে শুদ্ধ যোগেন্দ্রের পিতা কেন? পৃথিবীর সমস্ত লোক তোমাদিগের বিপক্ষে খড়্গ হস্ত হইলেও কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তোমার সেই সুখের পথে অনেক কণ্টক আছে, যোগেন্দ্রের পিতার দ্বারা তুমি অনেক সময় অনেক প্রকারে উৎপীড়িত হইবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তুমি এই সমস্ত কথা কিরূপে জানিলে? আমিত তোমাকে এই পত্রের মর্ম্ম কিছুই জ্ঞাত করি নাই।"

গণককন্যা উত্তর করিল, "যদি আমাকে তোমার পত্রের মর্ম্ম জানিয়া সমস্ত বিষয় বলিতে হইবে, তবে আর আমাদিগের ভবিষ্যৎ গণিবার ক্ষমতা কি? সুশীলা, তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমাদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা। তবে এই শাস্ত্র অতি কঠিন ও দুরূহ এবং ইহার তাদৃশ গুরু নাই যে শিক্ষা প্রদান করেন, সুতরাং ক্রমে ক্রমে এই শাস্ত্রের লোপ হইয়া আসিতেছে।"

আমি গণককন্যার কথায় কোন উত্তর না দিয়া চিঠিখানির শিরোনাম লিখিয়াছি মাত্র, এমন সময় অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে একটী ভয়ানক চীৎকার হইল! এক্ষণে রাত্রি সেরূপ জ্যোৎস্নাময়ী নহে—ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমরা সেই চীৎকার শুনিয়া দ্রুতপদে বহির্দ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, এক জন ক্ষীণকায় ও রোগাভিভূত ব্যক্তি একখানি শ্বেত বস্ত্র মুড়ি দিয়া আমাদিগের গৃহের দ্বারাভিমুখে আসিতেছে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গণককন্যার বৃদ্ধ মা দ্রুতপদে আসিয়া বলিতেছে, "মাধব—মাধব, কোথায় যাও—কোথায় যাও?"

কি সর্ব্বনাশ! ব্যক্তিটি কে!! তাঁহার মুখপানে দৃষ্টি করিয়াই আমার অন্তঃকরণে ভয় ও বিস্ময় আসিয়া অধিকার করিল; আশ্চর্য্য!! ব্যক্তিটির আকৃতি আমার স্বর্গীয় পিতার সদৃশ; আমি সভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম।

কতক্ষণ আমি এইরূপ অবস্থায় ছিলাম তাহা জানি না। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলাম, আমি এক খানি খাটিয়ার উপর শুইয়া আছি। গৃহটী গণককন্যারই শয়ন গৃহ। জম্মুনী গ্রীবাদেশ অবনত করিয়া আমার শিরোদেশে বসিয়া আছে, গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্রই আমার স্বর্গীয় পিতার সদৃশ রূপমূর্ত্তি আমার মনে পড়িল, আমি জম্মুনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাঁহাকে দেখিয়া আমি ভীতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম?—সে ব্যক্তিটী কে।"

গণককন্যা উত্তর করিল, "উনি, আমাদিগের এক জন জ্ঞাতি—নাম মাধব।"

আমি বলিলাম, "জমুন্, আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল—ঐ ব্যক্তিটি কে? এবং কত দিন হইতে উহার সহিত তোমার আলাপ?"

জমুনী উত্তর করিল, "যত দিন হইতে আমি বালিকা।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জমুনীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। এই সময়ে প্রদীপের আলো আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল, মুখ খানি দিব্য দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তদ্দৃষ্টে তাহার আন্তরিক কোনরূপ কপট ভাব বিবেচনা হইল না। আমি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলাম, "আশ্চর্য্য!!"

জমুনী উত্তর করিল, "কেন! আশ্চর্য্য কিসের? আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ঐ ব্যক্তি রোগের খেয়ালে ওরূপ বিকৃতিভাবে আপন শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল বলিয়া, তুমি উহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ; কিন্তু তাহা নহে, তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তোমার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ আছে, কিন্তু তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত কর।"

জমুনী বলিল, "করিব—অবশ্যই করিব। কেন—পূর্ব্বে কি তুমি উহাকে জানিতে, বা কোথাও দেখিয়াছিলে?"

আমি সে সময় তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম, মনে মনে না না চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, ভাবিলাম, আমার পিতা কি একাল পর্য্যন্ত জীবিত আছেন? ইহা কি সম্ভব! যোগেন্দ্রের মাতার মুখে আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সে সমস্ত কি মিথ্যা—অলীক। শুদ্ধ যোগেন্দ্রের মাতার নিকট কেন? আমি তাহার বাটীর পরিচারিকা-দিগের মুখেও এ কথা শুনিয়াছি, এবং গ্রামের অনেকেই আমার নিকট ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছে;—আমার পিতা আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দামোদর নদীর স্রোতে তাঁহার পবিত্র দেহ বহমান হইয়া

গিয়াছে। যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি আত্মঘাতী হইয়াছিলেন, সে সময় সে স্থানের চতুস্পার্শ্ব শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইয়াছিল,—যে ছুরিকা খানি তিনি আপন গলদেশে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সে ছুরিকা খানি রক্ত স্রোতে আপ্লুত ছিল, এ সকল কথা কি কাল্পনিক? আবার এ দিকে, আমি গণককন্যার বাটীতে যে ব্যক্তিকে দেখিলাম, তাহার বাহ্যাবয়ব যদিও রুগ্নাবস্থাপ্রযুক্ত ক্ষীণ ও মলিন, তথাচ তাঁহাকে অনেকটা আমার স্বর্গীয় পিতার সদৃশ বলিয়া বোধ হইল!!

আবার ভাবিলাম, না—যদি আমার পিতা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কাল সহকারে অবশ্যই তিনি আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন—অবশ্যই তিনি এতদিনে আন্তরিক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আমাদিগকে লইয়া সংসারী হইতেন। মানিলাম, তিনি আমার মাতার গুপ্তলিপি খানি পাঠ করিয়া মনের ঘৃণায় দেশত্যাগী হইয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, গুপ্ত-লিপি খানিতে এমন কি ঘৃণিত বিষয় লিখিত ছিল যে, তিনি তৎপাঠে আমাদিগের প্রতি তাঁহার সকল মমতা, স্নেহ, বাৎসল্যভাব বিস্মৃত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন। আমি বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আছি যে, আমার মাতার চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, এবং এখনও তাঁহার পতিপরায়ণতা ভাব মনে পড়িলে কখনই তাঁহাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি না; অতএব গুপ্তলিপিতে যে তাঁহার চরিত্র জনিত কোন দোষ উল্লিখিত থাকিবে এটী কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

আমি এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করত গণককন্যাকে বলিলাম, "প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, আমার পিতা দেশত্যাগী হইয়াছেন এবং আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্য রাত্রে তোমাদিগের বাটীতে ঐ পীড়িত ব্যক্তির সহিত তাঁহার অবয়বের সাদৃশ্য দেখিয়া আমার মনে মনে সন্দেহ হইল।"

জম্মুনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "নির্ব্বোধ, তুমি কি মনে করিয়াছ যে, ঐ ব্যক্তি তোমার পিতা?"

আমি বলিলাম, "তাঁহার মত অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয়। অতএব আমি তোমাকে বিনতি করি, তুমি এ বিষয় আমাকে সত্য করিয়া বল।"

গণককন্যা বলিল, "আমি তোমার নিকট সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, ঐ ব্যক্তি তোমার পিতা নহে, আমাদিগের জাতীয় কুটুম্ব। যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে কাল প্রাতে উঠিয়া তুমি উহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার।"

আমি বলিলাম, "না, আমি তোমাকে অতদূর অবিশ্বাস করিতে পারি না, যেহেতু অদ্য রাত্রে তোমার দ্বারা আমি যে রূপ উপকৃত হইয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমাকে কখনই প্রতারণা করিবে না, এবং সেই জন্য আমি কাল প্রাতে উঠিয়া এ বিষয় তদন্ত করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, এক্ষণে রাত্রি কত, বলিতে পার?"

জম্মুনী উত্তর করিল, "রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা হইবে। তুমি এইখানে শয়ন কর, আমি মার বিছানায় গিয়া শুই। যদি কোন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাকে ডাকিও।"

আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ।"

এইরূপ কথোপকথনের পর জম্মুনী আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া শয়ন করিতে গেল, আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া রহিলাম। মূর্চ্ছিতা হওয়া প্রযুক্ত আমার শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল; সেই জন্য অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম যেন, সেই পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় এক জন ক্ষীণ ও শ্বেতবস্ত্র মণ্ডিত ব্যক্তি আসিয়া আমার শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতেছে। ক্ষণেক দেখিলাম, যেন আমার স্বর্গীয় মাতা বিষণ্ণ বদনে আমার শিরোদেশে বসিয়া এক দৃষ্টে আমার মুখ পানে চাহিয়া আছেন। কখন দেখিলাম, পিতৃদেব যেন মাতার গুপ্তলিপি খানি হস্তে করিয়া আমাদিগের বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, আমি যেন দাদাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি; "দাদা তুমি বাবাকে ডাকিয়া আন, মার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, অতএব উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে,

আমরা কাহাকে লইয়া থাকিব?" দাদা যেন বলিতেছেন, "আমার সময় নাই; অদ্য আমাকে অভিনয় সভায় যাইতে হইবে, সেখানে মহারাজ বীরসিংহ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

আমি এইরূপ নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিলাম; শেষ স্বপ্নটীতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি দেখিলাম যেন, আমার স্বর্গীয় মাতার মৃত দেহ খানি আমাদিগের গৃহে পড়িয়া আছে, সুকুমারী যেন তাঁহার পদতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে; আমি সুকুমারীর ক্রন্দন দেখিয়া নিদ্রাবস্থায় এরূপ বেগে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম যে, তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগরিতা হইয়া মস্তকের উপধানে হস্ত দিয়া দেখিলাম, চক্ষের জলে উপধানটী ভিজিয়া গিয়াছে। এ দিকে—রজনী প্রভাত।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃপক্ষৈ স্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটপাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥"

হিতোপদেশ।

চোর চক্রবর্ত্তী।

প্রভাত হইলে সূর্য্য উঠিয়া থাকে—কোকিল ডাকিয়া থাকে, এটী স্বভাবের নিত্য ক্রিয়া—উপন্যাসলেখকদিগের এইটী মাথার দিব্য। কিন্তু অদ্যকার প্রভাতে সূর্য্য উঠিল না, কোকিলও ডাকিল না। আকাশের পূর্ব্বদিক হইতে একটু একটু মেঘের সঞ্চার হইল। একটু একটু গাছের পাতায় বাতাস লাগিল, বৃক্ষের পাতাগুলি একটু একটু দুলিতে লাগিল। আর একটু বাতাস উঠিল, পাতাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা হেলাইয়া দুলিতে লাগিল; ক্রমে ঝড় উঠিল, বৃক্ষ সমূহের আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল।

গণককন্যাদিগের বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি ঝাউ গাছ ছিল। ঝড় ঝাউ গাছে গিয়া লাগিল, গাছগুলি ধনুষ্টঙ্কার হইয়া দুলিতে লাগিল,—আকাশে হুস্ হুস্ শব্দ হইতে লাগিল। ক্রমে ঝড় হুঙ্কার শব্দ করিয়া অন্তরীক্ষে উঠিয়া খেলিতে লাগিল; ধূলা, কুটা, শুষ্ক পত্র, ছাই পাঁস লইয়া খেলাইতে লাগিল। ক্রমে পিতার প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুত্রের ন্যায় প্রতিবাসী মণ্ডলে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। প্রতিবাসীর চালের মটকায় উঠিল, মটকা ফাঁক করিয়া দিয়া পলায়ন করিল। কাহারও ভগ্ন প্রাচীর দেখিয়া তাহার মাথায় উঠিয়া কিয়দংশ ফেলিয়া দিল। কাহারও জানালায় ও দ্বারে, ঘন ঘন আঘাত করিয়া পলায়ন করিল। এদিকে পূর্ব্বদিক হইতে যে মেঘ খানি উঠিয়াছিল, সে খানি ঝড়ের দৌরাত্ম্য দেখিয়া পলায়ন করিল। কানা মেঘ কি "দেখিতে" পায়? মেঘ একথা বুঝিল না। বোধ হয়, ঝড়ের হুঙ্কার শব্দ শুনিয়া ভয়ে মেঘ পলায়ন করিল। পরক্ষণেই ঝড় থামিয়া গেল, পৃথিবী পুনরায় নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল, স্বভাব নিত্য খেলায় খেলিতে লাগিল।

যাহা হউক, আজি আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঝড়ের এইরূপ দৌরাত্ম্য দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, হয়ত আজ আমতা গ্রামে যাত্রা করিতে পারিলাম না, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় ঝড় থামিয়া গেলে, আমি গণককন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমতা গ্রামে যাত্রা করিলাম।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি ইতিপূর্ব্বে রাজা বাহাদুরের বাটী হইতে অবসর লইয়া কার্য্যবশত গণককন্যাদিগের বাটীতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রাজাবাহাদুর এক্ষণে বাটীতে নাই; তিনি মহিষীর নিকট লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিবার ভাণ করিয়া, বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। অকস্মাৎ আমার মনে পড়িল যে, তিনি দামোদর নদীর বাঁধের উপর উঠিয়া এক জন সামান্য অশ্বরক্ষক বেশধারী ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন! ভাল, তাহার সহিত রাজাবাহাদুরের কি কথা? রাজা হইয়া এক জন সামান্য লোকের সহিত এমন কি নিগূঢ় পরামর্শ!! আমার অন্তঃকরণে পুনরায়, সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম চিঠী খানি কি?—আমি যে চিঠী খানি পথিমধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছি, সে খানি কিসের

ও কাহার! পত্রখানির নীচে লেখা আছে "ভিখারী সাধুখাঁ;" যদি ঐ ব্যক্তির নাম ভিখারী সাধুখাঁ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ঐ চিঠী খানি রাজাবাহাদুরকেই দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি পত্রোল্লিখিত সময়ে বসন্তপুরে আসিয়া ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পরক্ষণেই চিঠী খানির কথা স্মরণ হইবা মাত্র আমি আপন অঞ্চল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, চিঠী খানি সেই রূপই বাঁধা আছে। যাহা হউক ভাবিলাম, যদি পত্র খানি সত্য সত্যই রাজাবাহাদুরের হয়, তাহা হইলে আমি বাহাদুরকে যেরূপ প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, তিনি তাহাই। কিন্তু তাহা হইলে মহিষী কিরূপ জঘন্য-প্রকৃতি লোকের সহিত প্রণয় সংস্থাপন করিয়াছেন! এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে সেই জন্য কিপর্য্যন্ত না দুঃখ ভোগ করিতে হইবে!! এইরূপ ও অন্যান্য অনেক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি আমতা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি গ্রামে পৌঁছিয়া বাটীতে পদার্পণ করিয়াছি, শুনিলাম, আমার আসিবার এক ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে মহিষীর এক জন খুল্লতাত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ভৃত্যবর্গের মুখে শুনিয়াছিলাম, ইনি, রাজাবাহাদুরের সহিত মহিষীর সম্মিলন হওয়া অবধি এক দিনের জন্যও এবাটীতে আসেন নাই? অতএব ইঁহার এরূপ অকস্মাৎ আগমনের হেতু কি? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে মহিষী আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া অবিন বাবুকে তাঁহার সমীপে লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন। কি কারণ তাহা আমি জানি না। আমি বোধ করিলাম, হয়ত তাঁহার খুল্লতাত অবিন বাবুকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া আমি অবিন বাবুকে কোলে করিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম।

গৃহে প্রবেশ মাত্রই দেখিলাম, ইহার মধ্যস্থিত একখানি কৌচের উপর মহিষীর খুল্লতাত বসিয়া আছেন। ইনি দেখিতে খর্ব্বাকৃতি ও বলিষ্ঠ;

বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু এপর্য্যন্ত অবিবাহিত। যাহা হউক, আমি জানিতাম, মনুষ্য খর্ব্বাকৃতি হইলে প্রায়ই দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে, সে কথা মিথ্যা নহে; ইঁহার মুখাবয়ব ও চাউনীর ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, যেন ইঁহার অন্তঃকরণে ক্রূরতা ও শঠতাভাব সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে—যেন তাঁহার মনের ভিতর শত শত কুটিল মন্ত্রণা ও শঠচক্র বিরাজ করিতেছে।

আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রেই তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিস্মিত ভাবে মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে? ইহার নাম কি?"

মহিষী উত্তর করিলেন, "ইহার নাম সুশীলা, এক্ষণে আমার বাটীতে চাকরী করিতেছে।"

খুল্লতাত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁ—ইহার নাম সুশীলা, তোমার বাটীতেই চাকরী করিতেছে।" এইরূপ বলিয়া তিনি বিরক্তিভাবে আমার প্রতি কটাক্ষ করত অস্বাভাবিক ভাবে দুই তিনবার কাশিয়া বলিলেন, হুঁ "তুমি না হুগলীর কাছারীতে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই তথায় গিয়াছিলাম।" ফলে তিনি আমাকে যেরূপ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, যেন তিনি আমার তথায় উপস্থিত হওয়াতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

খুল্লতাত বলিলেন, "ভালই করিয়াছিলে, কিন্তু আমি ওরূপ নায়িকা-চরিত্রের স্ত্রীলোক পছন্দ করি না, যেহেতু নায়িকা-চরিত্র, উপন্যাসেতেই পড়িতে ভাল লাগে; গৃহস্থের বাটীতে সে সকল ভাল দেখায় না।" এই প্রকার বলিয়া তিনি পুনশ্চ আপনার কথা পরিবর্ত্ত করত মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ইহাকে দেখিয়া যেন সচ্চরিত্র ও ভদ্র লোকের কন্যা বলিয়া বিবেচনা হইতেছে; যাহা হউক, সুশীলা, যে প্রকারে নির্দ্দোষী হরিচরণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তাহা আমি সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি এবং তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।"

মহিষী তাঁহার এরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কাকা, সুশীলা আমার বাটীতে রহিয়াছে বলিয়া আমার সংসারের কোন কষ্ট নাই, এবং যে কাল পর্য্যন্ত এ আমার বাটীতে আছে, তদবধি আমি ইহার চরিত্রের কোন রূপ দোষ দেখিতে পাই নাই।"

কাকা বলিলেন, "হুঁ—তুমি ইহার কোন দোষ দেখিতে পাও নাই সত্য, কিন্তু আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, নায়িকা স্ত্রীলোক মাত্রই দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে—ফলে সুশীলার বিষয় আমি কিছু বলিতেছি না।" (আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া)" যাহা হউক সুশীলা তুমি আমার কথায় কিছু মনে করিও না—এবং আমিও তোমার মনে কষ্ট দিবার জন্য এই সমস্ত কথা বলি নাই—তবে আমার স্বভাবই এইরূপ যে, হঠাৎ কাহাকে দেখিয়াই ভাল লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, আমি তোমার মহিষীর মুখে তোমার সচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এবং সেই জন্য আমি তোমাকে কিছু পুরস্কার করিব।" এই রূপ বলিয়া তিনি আপনার পাকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া আমাকে দিতে উদ্যত হইলেন।

আমি বলিলাম, "মহাশয়—আমিত আপনাদিগের প্রতিপাল্যের মধ্যে, অতএব আমার টাকার প্রয়োজন কি? আবশ্যক হইলে আমি মহিষীর নিকট হইতে চাহিয়া লইব।"

খুল্লতাত উত্তর করিলেন, "হুঁ, টাকার আবশ্যক নাই; সামান্য পরি-চারিকা হইয়া টাকার প্রত্যাশা কর না; ভাল, আমি তোমাকে অন্য উপায়ে কিছু পুরস্কার করিব।" এই রূপ বলিয়া তিনি পুনশ্চ আপনার জামার পাকেটে টাকাটি রাখিয়া অবিন বাবুর চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন, "ভাল, অবিন বাবু (I hope you are a good boy) আমি বোধ করি তুমি উত্তম ছোকরা—কি বল, কি বল?"

অবিন বাবু তাঁহার বাক্য শুনিয়া মুখের লালা বাহির করিয়া হাস্য করিলেন।

যাহা হউক, তাঁহাদিগের আদেশ মত আমি অবিন বাবুকে তথায় রাখিয়া আসিয়া আপন গৃহে উপস্থিত হইলাম। যে সময় আমি তাহাদিগের

নিকট হইতে চলিয়া আসি, সে সময় যেন আভাসে শুনিলাম মহিষীর খুল্লতাত তাঁহাকে বলিতেছেন, "ভাল বিনয়কামিনি, তুমি কেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে—কে তোমাকে এরূপ ব্রতে ব্রতী হইতে বলিয়াছিল ? লোকে কি বিধবা হয় না, না বিধবা হইয়া পুত্র কলত্র লইয়া সুখী হইতে পারে না ?"

মহিষী বলিলেন, "কাকা, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না, যা হবার তা হইয়াছে। এক্ষণে আমার উপায় কি তা বলুন, এই ব্যক্তির হাতে পড়িয়া আমার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে—এক্ষণে আমার উপায় তুমি ?"

"হুঁ, এক্ষণে, তোমার, উপায়, আমি, কিন্তু যখন উহার সহিত আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলে, তখন তোমার উপায় কে ছিল ?"

আমি এই পর্য্যন্ত শুনিলাম, আর অধিক শুনিতে পাইলাম না, বা শুনিবার ইচ্ছাও করিলাম না, আপন মনে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

যে সময় আমি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হই, সে সময় কামিনী কোন কর্ম্মোপলক্ষে আমার গৃহে আসিয়া ছিল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কামিনী এই রাজসংসারের অনেক দিনের পরিচারিকা। সে আমাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিল, "সুশীলা, আর শুনিয়াছ ? আজ আমাদিগের সংসারে মহা অনর্থ উপস্থিত ?"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, অনর্থ কিসের ?"

কামিনী বলিল, "কেন কি ? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, আজ মহিষীর খুল্লতাত হঠাৎ আমাদিগের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন কেন ? আমি জানি, মহিষী রাজাবাহাদুরের সহিত কালযাপন করিতেছেন বলিয়া একেত তিনি তাঁহার উপর যার পর নাই অসন্তুষ্ট ; তাহাতে আবার তিনি আজ সকালে তাঁহার খুল্লতাতের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। আজ সকালে যে সময় মহিষী একটু মনের উল্লাসে ছিলেন, সেই সময় তিনি আমাকে এ বিষয় বলেন। তিনি তাঁহার কাকাকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজাবাহাদুরের লক্ষ্ণৌব্যাঙ্ক হইতে টাকা আসিয়া পৌঁছিতে

বিলম্ব হওয়ায় তিনি তাঁহার নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ প্রার্থনা করেন। বাহাদুর নিজে, লক্ষৌ গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবার সম্ভব, অতএব শীঘ্রই তাঁহার টাকা পরিশোধ হইবে, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে তিনি না কি আরও একখানি এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার খুল্লতাত স্পষ্টাক্ষরে মহিষীকে কর্জ্জ দিতে অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সেই চিঠী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

আমি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল তাহাতে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা কি?"

"পাগল (কামিনী উত্তর করিল) কেন তুমি কি এখনও বুঝিতেছ না! রাজাবাহাদুর বাটীতে যেরূপ সশঙ্কিত ভাবে থাকেন, তাহা কি তুমি কিছুই জান না, বা অনুধাবন করিতে পার নাই? আশ্চর্য্য!! তোমার কি মনে নাই যে, বাটীতে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে চাকরেরা অগ্রে গোপনে গোপনে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া যায়? এবং তিনি আগন্তুক ব্যক্তির আকৃতি কিরূপ, তাহার পরিধেয় বসন কেমন, বাড়ী কোথায়, কি নাম, এতাবৎ সমস্তই তাহাদিগের নিকট সন্ধান লয়েন? তুমি কি জান না যে, তিনি একাল পর্য্যন্ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশ-ঙ্কায় বহির্বাটীর বৈঠকখানায় বসেন নাই?—এই সমস্ত জানিবার জন্য কি তোমার এখনও কোন জিজ্ঞাস্য আছে? শুদ্ধ তাহা কেন, আমি তোমাকে আর একটি কথা বলিয়া দি, রাজাবাহাদুর যে সময় অন্য মনে থাকিবেন, সে সময় তুমি একবার তাঁহার দক্ষিণ করপুটখানি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিও দেখি, দেখিতে পাইবে, তাঁহার যেরূপ ভদ্রলোকের ন্যায় আকৃতি সেরূপ কোমলস্পর্শ করপুট নহে; দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহার স্থানে স্থানে অনেক কঠিন পরিশ্রমের চিহ্ন সকল রহিয়াছে।"

আমি এইটি শুনিবামাত্রই বিস্ময়ে শীহরিয়া উঠিলাম—আপাদ মস্তক চমকিয়া উঠিল, বলিলাম, "আশ্চর্য্য! আমি সে সমস্ত কিছুই দেখি নাই।"

কামিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, বল দেখি সে দিন রাত্রে রাজা বাহাদুর যে, সকলের সম্মুখে আপনাকে "স্বপ্ন-ভ্রমণকারী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, সে কথা কি সত্য ?"

আমি বলিলাম, "কি জানি, সে কথার আমি কিছুই বলিতে পারি না।"

কামিনী বলিল, "আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সে সমস্তই মিথ্যা, রাজা বাহাদুরের ছলনা মাত্র, অবশ্যই ইহার মূলে কোন গূঢ় রহস্য থাকিবে, হয় ত আমরা তাহা জানি না। যাহা হউক সুশীলা, শ্রীদাম যখন মহিষীর পত্রখানি লইয়া তাঁহার খুল্লতাতের বাটীতে গমন করে, তখন তিনি শ্রীদামের মুখে এই সমস্ত সন্ধান লইয়াছিলেন এবং পত্রোত্তর পাঠাইয়াই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি শ্রীদামের মুখে আরও শুনিলাম যে, সে আজ সকালে মহিষীর খুল্লতাতের নিকট হইতে একখানি চিঠী লইয়া ডাক ঘরে ফেলিয়া দিতে গিয়াছিল। চিঠীখানির শিরোনামে লক্ষ্ণৌ প্রদেশের প্রধান পুলিষ কমিসনর সাহেবের নাম লিখিত ছিল। বোধ হয়, খুল্লতাত মহাশয় জ্ঞাত আছেন যে, তদ্দেশের সমস্ত দুষ্ট লোকের নাম উক্ত কমিসনর সাহেবের আপিসে লিখিত থাকিবে অতএব তাঁহার নিকট পত্র পাঠাইলে রাজা বাহাদুর যে রূপ প্রকৃতির লোক তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারিবে।"

কামিনী এইরূপে রাজাবাহাদুর সংক্রান্ত অনেক বিষয় আমাকে বলিল, এবং বোধ হয়, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে মহিষী আমাকে ডাকিয়া না পাঠাইলে, তাহার নিকট হইতে আমি আরও কিছু শুনিতে পাইতাম। যাহা হউক আমি সে সময় তাহার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া মহিষীর সন্নিকট উঠিয়া গেলাম।

আমি গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম; মহিষীর খুল্লতাত কৌচের উপর সেইরূপ রাজকীয় ভাবে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। মহিষী তাঁহার সন্নিকট বিষণ্ণ বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। খুল্লতাত মহাশয় আমাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার শঠতা পরিপূর্ণ চক্ষে কটাক্ষপাত

করত বলিলেন, "হুঁ, সুশীলা আসিয়াছ—ভাল; গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া আইস, আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

আমি তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসু দেখিয়া মনে মনে ভীতা হইলাম ও তাঁহার আদেশানুযায়ী গৃহের দ্বার দুইটী বন্ধ করিয়া দিয়া সমীপবর্ত্তিনী হইলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, সুশীলা, এক্ষণে বল দেখি, তুমি কি ইতিপূর্ব্বে কোন একখানি পত্র পাইয়াছিলে?"

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমাকে কোন্ পত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

খুল্লতাত। যে কোন পত্র হউক না কেন,—তুমি কি সম্প্রতি কোন একখানি পত্র পাইয়াছিলে—যে পত্রখানি এই মাত্র আমি অবিন বাবুর হাতে পাইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সে খানি তোমারই গৃহে পড়িয়াছিল, অবিন বাবু ক্রীড়াচ্ছলে হাতে করিয়া আনিয়া আমাকে দিয়াছে।

কি সর্ব্বনাশ! কোন্ চিঠীর বিষয় ইনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন!! শুনিবামাত্রই আমি বিস্মিত হইলাম, ভয়ে আমার আপাদ মস্তক শীহরিয়া উঠিল, ভাবিলাম, বোধ হয়, আমি যে পত্রখানি দামোদর নদীর বাঁধের নিকট পাইয়াছিলাম, ইনি সেইখানি উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, যেহেতু আমার স্মরণ হইল যে, যে সময় আমি বসন্তপুর হইতে আসিয়া গৃহে উপস্থিত হই, সে সময় সেই পত্রখানি আপন অঞ্চল হইতে খুলিয়া উপধানের নীচে রাখিয়াছিলাম। বোধ হয়, অবিন বাবু কোন সুযোগে পাইয়া তাঁহার হাতে আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু আবার ভাবিলাম যে, যখন আমি অবিন বাবুকে কোলে করিয়া ইঁহাদিগের নিকট আনয়ন করি, তখন ত তাহার হাতে কোন রূপ-পত্র দেখি নাই।

খুল্লতাত এবারে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুঁ, কি বলনা, চুপ্ করে রহিলে যে? আমি তোমাকে সহজে ছাড়িব না। ভাল যাও, আগে অবিন বাবুকে কাহারও কাছে রাখিয়া আইস, পরে আমি এ বিষয়ের তদন্ত করিব, কিন্তু শীঘ্র আইস—"শীঘ্র" এ কথা যেন স্মরণ থাকে।"

কামিনী সে সময়ে আমার গৃহে উপস্থিত থাকাতে আমি অবিন বাবুকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে আনিয়া কামিনীর কাছে সমর্পণ করিয়া দিলাম। যাহা হউক আমি প্রতিগমন কালীন মনে মনে ভাবিলাম, আমিত কোন অকর্ম্ম করি নাই, বা অন্যায়াচরণ করি নাই যে, সশঙ্কিত হইব, যাহা সত্য তাহাই বলিব, এবং উপস্থিত মতে প্রত্যুত্তর করিব, তাহাতে আশঙ্কা কি? এই রূপ স্থির করিয়া আমি পুনরায় তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইলাম।

খুল্লতাত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুঁ—সুশীলা, আসিয়াছ, ভাল, এখন বল দেখি, আমি যে চিঠীর বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে খানি তুমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলে কি না?"

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে মহিষী তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাকা, তুমি সুশীলাকে সেই পত্রখানি দেখাও, তাহা হইলে সুশীলা জানিতে পারিবে।"

খুল্লতাত। হুঁ—দেখাইব, কিন্তু আপাততঃ নহে—ক্রমশঃ। এইরূপ বলিয়া তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, সুশীলা, বল দেখি, তুমি কি 'ভিখারি সাধুখাঁ'—নামক কোন ব্যক্তির নাম শুনিয়াছ?"

আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হাঁ—আমি একখানি পত্রের নিম্নভাগে দেখিয়াছিলাম।"

খুল্লতাত। তবে নিশ্চয়ই তুমি সে খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, আমি তাহার সমস্তই পাঠ করিয়াছি।"

খুল্লতাত। হুঁ—এক্ষণে দেখ দেখি, এখানি কি সেই পত্র? এইরূপ বলিয়া তিনি পত্রখানি আপনার জামার পাকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন।

আমি চিঠীখানি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে ইহার যে রূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সে রূপ অবস্থা নাই। পত্রখানি কুঞ্চিত ও সিক্ত। আমি অনুমান করিলাম, বোধ হয়, যে সময় আমি অবিন বাবুকে কোলে করিয়া মহিষীর নিকট আনিতে ছিলাম, সে সময় পত্রখানি

তাহার করপুট মধ্যে থাকাতে কুঞ্চিত ও মুখের লালায় সিক্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি চিঠীখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম ও বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ—এইখানি সেই পত্র, যে খানির কথা আমি আপনাকে বলিতেছিলাম।"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ—এখানি সেই খানি বটে? ভাল এখানি তুমি কোথায় ও কিরূপে পাইয়াছিলে? দেখ সুশীলা, তুমি আমার কাছে কোন বিষয় গোপন করিও না, গোপন করিলে তাহা গোপন রাখিতে পারিবে না; অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে, আমার গোপন করিবার কোন আবশ্যক নাই, যাহা সত্য তাহা অবশ্যই বলিব, তাহাতে আমার আশঙ্কা কি।" এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহাকে স্পষ্ট বলিলাম যে, চিঠীখানি আমি দামোদর নদীর বাঁধের নিকট পাইয়াছিলাম।

খুল্লতাত। হুঁ, দামোদর নদীর বাঁধের নিকট, তবে বোধ হয় তুমি এ চিঠীর বিষয় আরও কিছু জান?

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে না—আমি আর কিছুই জানি না, এবং এই চিঠীখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মও কিছুই বুঝিতে পারি নাই,—তবে—

খুল্লতাত। তবে কি—বলনা? আমাকে লুকাইতেছ কেন? আমি জানি তুমি সত্যবাদিনী ও ধর্ম্মপরায়ণা, হরিচরণের মোকদ্দমায় তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আমি এই পত্র সংক্রান্ত আর কিছুই জানি না, তবে অপর যাহা কিছু জানি, তাহা বলিলে পাছে মহিষীর মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই জন্য বলিতেছি না।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে মহিষী বলিয়া উঠিলেন, "না সুশীলা তুমি বল, তাহাতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই—আমার বোধ হইতেছে তুমি যে সন্দেহ করিয়া আমাকে বলিতে আশঙ্কা করিতেছ, তোমার বলিবার পূর্ব্বেই সেই সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে—পূর্ব্বেই তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।"

এইরূপ মহিষী ও তাঁহার খুল্লতাত আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, আমি তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলাম, অর্থাৎ কি রূপে আমি দামোদর নদীর বাঁধের উপর রাজা বাহাদুরকে দেখিয়াছিলাম, কি রূপে তাঁহাকে দেখিয়া আমি আত্মগোপন করিয়াছিলাম; তাঁহার সহিত আর এক জন অশ্বরক্ষকবেশধারী ব্যক্তি ছিল, তাহারই বা আকৃতি কি রূপ এবং সে ব্যক্তি রাজা বাহাদুরের সহিত কি কি কথোপকথন করিয়াছিল, তত্তাবৎ সমস্তই তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলাম ও উপসংহারকালে বলিলাম যে, "আমার প্রতিগমন সময়ে আমি এই পত্রখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই মহিষী আকুল নয়নে কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্বে শয্যার উপর বসিয়াছিলেন, এক্ষণে উপধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার মানসে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলাম, কিন্তু কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না, যেহেতু সান্ত্বনা করিবার কিছুই ছিল না। তাঁহার খুল্লতাত এ সময় কৌচের উপর বসিয়া গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহিষী উপধান হইতে মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "সুশীলা, তুমি যে এ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে, আমার বিবেচনায় সেটী তোমার বুদ্ধিমতীর ন্যায় কর্ম্ম হইয়াছিল, যেহেতু তাহা প্রকাশের ফল আমি এক্ষণে ভোগ করিতেছি।"

আমি উত্তর করিলাম, "মহিষি, কি বলিব, কুক্ষণে আমি এই পত্রখানি কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম, এবং কুক্ষণে অবিন বাবু এই খানি আনিয়া আপনকার খুল্লতাত মহাশয়ের হস্তে দিয়াছে; এখন আমিই আপনকার এ রূপ দুঃখের কারণ হইলাম।"

মহিষী বলিলেন, "না সুশীলা, তোমার কোন দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। "এই বলিয়া তিনি পুনরায় আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, ও বলিলেন, "সুশীলা, তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল দেখি, রাজা বাহাদুর কি রূপ প্রকৃতির লোক?"

আমি বলিলাম, "মহিষি, এক্ষণে সে কথায় আপনকার প্রয়োজন নাই, আপনি সন্তোষ অবলম্বন করুন, তিনি দুশ্চরিত্র হইলে অবশ্যই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

"হুঁ, তাহা অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তাহারও আর অধিক বিলম্ব নাই।" খুল্লতাত এইরূপ ভাবে উত্তর করিয়া আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুশীলা, তুমি বুদ্ধিমতী—তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন কোন মতে আমাদিগের এই সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া না পড়ে; তুমি আরও দুই এক দিবস অপেক্ষা কর, দুরাত্মা কি রূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি সাক্ষাৎ তোমাদিগকে দেখাইয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, কাহারও কথা কাহাকে বলিয়া বেড়াইবার আমার অভ্যাস নাই, এবং আপনারা আমাকে ওরূপ পীড়ন না করিলে, আমি কখনই রাজা বাহাদুর সংক্রান্ত কোন কথা উল্লেখ করিয়া, মহিষীর মনোদুঃখ উত্তেজিত করিয়া দিতাম না।"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, উত্তম; তুমি যে সুবোধ ও সুশীলা, তাহার পরিচয় পাইলাম। যাহা হউক, সুশীলা, আমি যে বিষয়টী মনে মনে স্থির করিয়াছি, সেটী সম্পন্ন করিতে হইলে তোমার একটু সাহায্য আবশ্যক করে। তুমি আমাকে এই মাত্র বলিলে যে, তুমি ভিখারী সাধুখাঁকে বসন্ত-পুর গ্রামে দেখিয়াছ, অতএব তোমাকে সেই ভিখারী সাধুখাঁ নামক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ করিয়া দিতে হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সে ব্যক্তি এখনও বসন্তপুরে অবস্থিতি করিতেছে অতএব তথায় গিয়া সন্ধান লইলে অবশ্যই তাহার সাক্ষাৎ পাইব; কিন্তু তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আমি অবলা কামিনী হইয়া আপনকার সহিত কিরূপে গমন করিব?" এইরূপ বলিয়া আমি পরক্ষণেই মহিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, তিনি এরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন যে, আমাদিগের কথোপকথন তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কি না, সন্দেহ হইল।

খুল্লতাত বলিলেন, "সুশীলা, আমি তোমাকে এ বিষয়ে পীড়ন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এই বিষয়টী আজ বিবেচনা করিয়া রাখিও, কাল প্রত্যূষে আমাকে তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিও, এখন তুমি আপন নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমনপূর্ব্বক আপন কার্য্য কর।"

এইরূপ কথোপকথনের পর সে দিবস আমি তথা হইতে আসিয়া আপন গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কামিনী এখনও আমার গৃহে বসিয়া আছে। সে আমার বিলম্ব দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কামিনী ভাবিয়াছিল যে, আমি তাহাকে রাজা বাহাদুর সংক্রান্ত কোন কথা জ্ঞাত করিব; কিন্তু আমার মুখে তাহার কোন আভাস না পাইয়া অন্য কথা কহিতে লাগিল।

যাহা হউক, কামিনী চলিয়া গেলে আমি মনে মনে রাজা বাহাদুরসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় গুলি আদ্যোপান্ত ভাবিতে লাগিলাম, এবং যতই তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহাকে দুষ্ট লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। আমি মনে করিলাম, মহিষী ও তাঁহার খুল্লতাত আমার মুখে রাজা বাহাদুরের কথাগুলি শুনিয়া, তাঁহাকে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন; যাহা হউক, মহিষীর খুল্লতাত আমাকে তাঁহার সহিত বসন্তপুরে যাইয়া ভিখারী সাধুখাঁ নামক ব্যক্তির সন্ধান করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন; আমি কি তাঁহার সহিত গমন করিব? মনে মনে ভাবিলাম, যদি মহিষী আমাকে এ বিষয় অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমার তথায় যাই-বার কোন আপত্তি নাই, নতুবা তাঁহার অমতে আমি রাজা বাহাদুরের বিপক্ষে বৈরসাধন করিতে ইচ্ছা করি না। অতঃপর বিমলার পূর্ব্বোলিখিত পত্রখানির কথা আমার স্মরণ হইল,—বিমলা আমাকে কাশীতে থাকিয়া জনৈক রাজপুত্র-বেশধারী জোচ্চোরের কথা লিখিয়াছিল। এই রাজা বাহা-দুর কি সেই লোক? মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, সময়ান্তরে একথা আমি মহিষীর খুল্লতাত মহাশয়কে জ্ঞাত করিব, দেখি তিনিই বা ইহার কি প্রতিপন্ন করেন।

পর দিন প্রভাতে আমি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছি, এমন সময় খুল্লতাত মহাশয় আমাকে মহিষীর শয়ন গৃহে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সহিত বসন্তপুর যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি তাঁহাকে উত্তর করিলাম, "মহাশয়, যদি মহিষী আমাকে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি আপনকার সহিত তথায় যাইতে পারি।"

খুল্লতাত বলিলেন, "সুশীলা, আমি জানি তোমার মহিষীর এ বিষয়ে কোন আপত্তি নাই—যেহেতু তুমি আমার সহিত যাইবে জানিয়া তিনি অবিন বাবুকে কামিনীর নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন; অতএব আর বিলম্ব করিও না,—চল, আমাদিগের যাইবার জন্য সমস্তই উদ্যোগ হইয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনের কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা উভয়ে একখানি শকট আরোহণ করিয়া বসন্তপুর গ্রামে যাত্রা করিলাম; পথিমধ্যে মহিষীর খুল্লতাত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, সুশীলা, তুমি তোমাদিগের রাজা বাহাদুরকে কি রূপ লোক বলিয়া বিবেচনা কর?"

আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়, আমার বিবেচনা হইতেছে যে, ও ব্যক্তি সহজ লোক নহে, এবং কোন রাজাও নহে, কোন ছদ্মবেশী জোয়াচোর হইবে, যেহেতু তিনি রাজা বা ধনাঢ্য লোক হইলে মহিষীর ওরূপ সর্ব্বস্বান্ত করিতে বসিতেন না?" এইরূপ বলিয়া আমি তাঁহাকে বিমলার পত্রে লিখিত রাজপুত্র-বেশধারী জোয়াচোরের কথা আদ্যোপান্ত সমস্তই জ্ঞাত করিলাম ও বলিলাম "আমার বিবেচনা হইতেছে, এই ব্যক্তিই সেই।"

খুল্লতাত বলিলেন, "আশ্চর্য্য নাই! হইলেও হইতে পারে; যাহা হউক, আমি এ বিষয় তদন্ত করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ প্রদেশের পুলিষ কমিসনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছি; এবং তোমাদিগের রাজা বাহাদুরের আকৃতি এরূপ বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া দিয়াছি যে, তাহা পাঠ করিলে, যদি এই ব্যক্তি অপরাধী হয় এবং পুলিষ কমিসনর সাহেব যদি কোন কালে তাহাকে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাকে চিনিতে পারিবেন।"

আমরা এইরূপ ও অপরাপর অনেক বিষয় কথোপকথন করিতে করিতে বসন্তপুর গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম; কিন্তু বসন্তপুরে “ভিখারী সাধুখাঁ” নামক ব্যক্তিটী কে? আমি খুল্লতাত মহাশয়কে বলিলাম, “মহাশয় যদি সেই অশ্বরক্ষকবেশধারী ব্যক্তির নাম ভিখারী সাধুখাঁ হয়, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাহার নাম ধরিয়া তাহাকে সন্ধান করিয়া লইতে পারিব, কিন্তু যদি সে ব্যক্তির নাম, ভিখারী সাধুখাঁ না হয়, অর্থাৎ আমি যে পত্রখানি দামোদর নদীর বাঁধের নিকট কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, সে খানি যদি অপর কাহারও হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সকল পরিশ্রম বিফল হইবে। যেহেতু যে ব্যক্তির সহিত রাজা বাহাদুর সে দিবস কথোপকথন করিতেছিলেন, সে ব্যক্তি এক জন সামান্য লোক এবং তাহার নাম বা বাসস্থান কিছুই আমরা জ্ঞাত নহি।”

খুল্লতাত বলিলেন, “সুশীলা, নিরাশ হইও না, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, হয়ত, কোন না কোন সুযোগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।”

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা সেই বসন্তপুর গ্রামের অনেক স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না এবং কেহই ভিখারী সাধুখাঁ নামক ব্যক্তির সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। খুল্লতাত মহাশয়ের মুখখানি শুকাইয়া গেল। অবশেষে আমরা যে সময় নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমনের কল্পনা করিতেছি, সে সময় দেখিতে পাইলাম, আমাদিগের অদূরে, একটী অট্টালিকার দ্বারদেশে সেই রূপ অশ্বরক্ষকবেশধারী এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে; আমি দেখিবামাত্রই তাহাকে চিনিতে পারিলাম, এবং খুল্লতাত মহাশয়ের সন্নিকট হইয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, “মহাশয় ঐ ব্যক্তিই সে দিন দামোদর নদীর বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া রাজা বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতেছিল।”

মহিষীর খুল্লতাত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “সুশীলা, তবে তুমি এইখানে একটু অবস্থিতি কর, আমি অগ্রে ঐ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিয়া আসিতেছি, যদি ঐ ব্যক্তির নাম “ভিখারী সাধুখাঁ” হয়, তাহা হইলে

উহাকে তোমার নিকট লইয়া আসিব।" এইরূপ বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন, ও তাহার সহিত দুই একটী কথা কহিয়া তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিলেন।

খুল্লতাত আমার নিকটে আসিয়াই বলিলেন, "সুশীলা, হইয়াছে, এই ব্যক্তির নামই ভিখারী সাধুখাঁ।" (পরক্ষণে তিনি তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন) "আমি তোমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিতেছিলাম কেন, তাহা বলিতেছি, শুন;—তুমি কি আমতা গ্রামনিবাসী কোন রাজা বাহাদুর উপাধিধারী ব্যক্তিকে জ্ঞাত আছ?"

সাধুখাঁ উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ—আমি তাহাকে বিলক্ষণ জানি, এবং তাহার নিকট আমি কিছু টাকাও পাইব। যাহা হউক, সে যখন আমার সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিবে বলিয়া গিয়াছে এবং তদতিরিক্তও কিছু দিতে স্বীকৃত আছে, তখন তাহার কোন কথা আমি আপনাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

খুল্লতাত উত্তর করিলেন, হুঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সে ব্যক্তি লোভ দেখাইয়া তোমার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ভাল আমিও তোমাকে টাকা দিতে অস্বীকৃত নহি, ফলে তুমি এটী মনে করিও না যে, আমরা তাহার কথা কিছুই জানি না, আমরা তাহার সমস্তই জানি—এবং সকলই শুনিয়াছি, তবে সেইগুলি, আমরা পুনরায় তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। ভাল বল দেখি, সেই অযথানামধারী রাজা বাহাদুর যে আমতা গ্রামে বাস করিতেছেন, একথা তুমি কি রূপে জানিতে পারিলে?"

সাধুখাঁ বলিল, "আমি, আমারই এক জন আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি। রাজা বাহাদুর এবারে যে সময় গাড়ী ঘোড়া খরিদ করেন, তখন তিনি ইহারই নিকট হইতে লইয়াছিলেন। আমার আত্মীয় ব্যক্তি ইহাতে যথেষ্ট লাভ করিয়াছিল, ও বলিয়াছিল, এই ব্যক্তি কোন বড় লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছে এবং অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে। অধিক কি, আমি শুনিয়াছি, ইনি ঢাকাই কাপড়ের এক দিকের পাড় ছিঁড়িয়া পরিধান করিতেন। যাহা হউক, আমি এতাবৎ

শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ ব্যক্তির নাম কি, ও তাহার বাড়ী কোথায় এবং দেখিতেই বা কি রূপ। তাহাতে তিনি আমাকে সবিশেষ জ্ঞাত করিলেন এবং আমি এই রাজা বাহাদুরকে আমারই দেনাদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম। সে দিবস আমি তাঁহাকে বসন্তপুরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম।"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ আমি সে সমস্তই জানি, এবং সে ব্যক্তি যে তোমার সহিত দামোদর নদীর বাঁধের উপর সাক্ষাৎ করিয়াছিল, একথাও আমার অগোচর নাই; এক্ষণে বল দেখি, এই পত্র খানি তুমি তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলে কি না?" এইরূপ বলিয়া তিনি আপন গাত্রাবরণের পকেট হইতে আমার পথপ্রাপ্ত পত্র খানি বাহির করিয়া তাহার হাতে প্রদান করিলেন।

সাধুখাঁ পত্র খানি পাঠ করিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, এখানি আমারই প্রেরিত পত্র বটে, যাহা হউক, মহাশয় আমি দেখিতেছি, আপনাদিগের নিকট কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনারা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা করিতে আমি স্বীকৃত আছি, কিন্তু যাহাতে আমার টাকা গুলির কিনারা হয়, এরূপ করিবেন।"

খুল্লতাত বলিলেন, "অবশ্যই করিব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও, এবং যদি সে ব্যক্তি তোমার টাকা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে আমি নিজ হইতে তোমাকে সে টাকা দিয়া যাইব ও এতদ্ব্যতীত তুমি যদি আমাদিগের আদেশ মত কর্ম্ম করিতে স্বীকার কর, তাহা হইলে এখনই তোমাকে আমি কিছু দিয়া যাইতে পারি।"

সাধুখাঁ উত্তর করিল, "কেনই বা স্বীকার করিব না, সে ব্যক্তি আমার কোন আত্মীয় নহে যে তাহারই মতে আমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে; যেরূপে হউক আমার টাকা গুলি আদায় হইলেই হইল।"

এই সময়ে মহিষীর খুল্লতাত মহাশয়কে আমি ইঙ্গিত করিয়া ভিকারী সাধুখাঁকে, বিমলার ও হরমুখ বাবুর টাকার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম, যে হেতু সে সময় আমার স্মরণ হইল যে, যদি আমার প্রভু বিমলার

পত্রোল্লিখিত রাজপুত্র-বেশধারী জোয়াচোর হয়েন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই কাশীতে থাকিয়া বিমলার সঞ্চিত টাকা গুলি এবং হরনাথ বাবুর নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন এবং সে সময় এই ভিখারি সাধুখাঁ নামক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল।

মহিষীর খুল্লতাত এতচ্ছ্রবণে সাধুখাঁর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে যে, যখন তুমি কাশীতে ছিলে, তখনই এই ছদ্মবেশী জোয়াচোর তোমার টাকা গুলি ঠকাইয়া ছিল—কেমন ?"

সাধুখাঁ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সেখানে যাইয়া এই ব্যক্তি আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া ছিল। আমি তাহার সামান্য এক জন অশ্ব-রক্ষক ছিলাম মাত্র। এই ব্যক্তিকে রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোক জানিয়া, আমার পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল; তাহা সমস্তই ইহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। আমি কি জানিতাম, এ ব্যক্তি আমার এইরূপ করিবে ? শুদ্ধ আমার কেন ? এ ব্যক্তি কাশীতে থাকিয়া যে বাটীতে বাস করিয়াছিল, তাহার স্বামীকে এবং ইহার আর আর দাস দাসী ও পরিচারকবর্গ সকলকেই ফাঁকি দিয়া চলিয়া আসিয়াছে।"

আমি সাধুখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, তুমি কি কাশীতে থাকিয়া বিমলা নামে কোন পরিচারিকার নাম শুনিয়াছ ?"

ভিখারী বলিল, "হাঁ—বিমলা হরনাথ বাবুর বাটীর এক জন পরি-চারিকা, সে সময় হরনাথ বাবু কাশীতে ছিলেন, সেই, কারণ আমি তাঁহা-দিগকে জ্ঞাত আছি। পরে শুনিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি বিমলার নিকট হইতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আনিয়াছে এবং হরনাথ বাবুর নিকট ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

ভিখারীর কথা শেষ হইতে না হইতে মহিষীর খুল্লতাত হাঃ হাঃ, করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং পরিহাসচ্ছলে, আপনার জামার পকেটে হাত দিয়া বলিলেন, "দেখি, এই ব্যক্তি আমার কিছু লইয়া আসিয়াছে কি না ?" এইরূপ বলিয়া তিনি সাধুখাঁর গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যখন এই ছদ্মবেশী রাজা তোমার

নিকট হইতে বিদায় লইয়া যান, তখন তিনি তোমাকে কি বলিয়া গিয়াছেন?"

সাধুখাঁ। তিনি বলিয়াছেন যে, লক্ষ্ণৌ প্রদেশে তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া, শীঘ্রই আমার টাকা পরিশোধ করিবেন এবং শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহার টাকা পরিশোধ করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া তিনি আমাকে একখানি গিনী পুরস্কার স্বরূপ দিয়া গিয়াছেন।

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ—সে তোমাকে একটি গিনী দিয়া যাইবে, এ কথা অসম্ভব নহে, যেহেতু সে যখন আমতাগ্রাম হইতে যাত্রা করে, তখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর নিকট হইতে তাহার পথ খরচের স্বরূপ তিনটি গিনী আনিয়াছিল—তন্মধ্যে তোমাকে একটী দিয়া থাকিবে। যাহা হউক এক্ষণে সে কথার আবশ্যক নাই—তোমার সহিত আমার আবশ্যক এই যে, যখন সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, তখন তুমি আমাকে তাহার অজ্ঞাতসারে একখানি পত্র লিখিও—অর্থাৎ রাজা বাহাদুর কোন্ দিবসে বসন্তপুরে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে—এবং কোন্ দিকেই বা আমতা গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, এতাবৎ তাহার নিকট সন্ধান লইয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবে এবং যে দিন রাজা বাহাদুর আমতা গ্রামে পৌঁছিবে, এরূপ বিবেচনা করিবে, তাহার পূর্ব্বে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—বুঝেচ কি না?"

সাধুখাঁ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তাহাই করিব।"

খুল্লতাত। সে তোমার টাকা পরিশোধ করুক বা না করুক, তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই এবং তজ্জন্য তুমি তাহাকে পীড়নও করিও না,—আমি তোমাকে সে টাকা পাওয়াইয়া দিব, এবং আমি তোমাকে যে রূপ অনুমতি করিলাম সেই রূপ কার্য্য করিবে বলিয়া আপাতত ৫০্ টাকার একখানি নোট পুরস্কার দিতেছি।" এইরূপ বলিয়া তিনি তাঁহার জামার পাকেট হইতে একখানি ৫০্ টাকার নোট বাহির করিয়া সাধুখাঁর হাতে প্রদান করিলেন।

ভিখারী তাঁহার নিকট এককালীন ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়া আহ্লাদে দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক হাস্ত করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমিত আপনাদিগেরই দাস—যে রূপ অনুমতি হয়, করিব, তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

যাহা হউক ভিখারী সাধুখাঁর সহিত এই রূপ পরামর্শ করিয়া আমরা সে দিবস তথা হইতে চলিয়া আসিলাম, পথিমধ্যে মহিষীর খুল্লতাত আমাকে বলিলেন, "সুশীলা, বাটীতে যাইয়া তোমাকে আর একটী কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে—তুমি ইতিমধ্যে বিমলাকে তাহার টাকা পাইবার আশ্বাস দিয়া একখানি পত্র লিখিবে, আমার ইচ্ছা আছে যে, যে দিন রাজা বাহাদুরের আগমন সংবাদ পাইব, সেই দিন তোমার বন্ধু বিমলাকেও আমাদিগের বাটীতে উপস্থিত রাখিব; কিন্তু যখন রাজা বাহাদুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন যেন কোন দাস দাসী বা অপর কেহ তাহাকে বিমলা ও সাধুখাঁর উপস্থিতি বার্ত্তা জ্ঞাত না করে, তাহা হইলে হয়ত রাজা বাহাদুর, ভিখারী ও বিমলার নাম শুনিয়া পলায়ন করিতে পারে—বুঝলে কি না?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, আপনার যে রূপ আদেশ, আমি তাহাই করিব কিন্তু বিমলা আমাদিগের অবধারিত সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, সে কথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যেহেতু সে পরাধীন, পরের চাকরী করে।" এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা সে, দিবস আমতা গ্রামের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ ঘটনা।

" সে সুখের দিন আজি, এখন কোথায়।
কোথা সে মিলন সুখ, সে প্রণয় হায়! "

ললিতাসুন্দরী।

দেখিতে দেখিতে আট দশ দিন কাটিয়া গেল। কালের উড্ডীয়মান পাখা তোমার সংসার ক্ষেত্রের উপর দিয়া উড়িয়া গেল; নিঃশব্দে—আস্তে—আস্তে—সরীসৃপের গতির ন্যায় অতি অস্ফুটভাবে তোমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল;—ঐ দেখ; না—তুমি দেখিতে পাইলে না, তোমার নয়ন-সম্মুখে ঊর্ণনাভের জালের ন্যায়, ইহ-সংসারের একখানি মায়াজাল বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই জন্য তুমি দেখিতে পাইলে না, কিম্বা হয়ত তোমার পুত্র কলত্রের স্নেহ, বিষয়-লালসা, বা ইন্দ্রিয়াসক্তি তোমার দিব্য জ্ঞান চক্ষুর আবরণ স্বরূপ হইয়া তোমাকে দেখিতে দিল না, সেই জন্য দেখিতে পাইলে না; আপন করপুটদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া চক্ষের জালি মুক্ত করিয়া ফেল, দেখিতে পাইবে, কাল যাইতেছে—তোমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিতেছে—তোমার জীবনের এক এক মুহূর্ত্ত অপহরণ করিয়া তস্করের ন্যায় অতি সাবধানে পলায়ন করিতেছে, তুমি মূঢ়—মোহান্ধ, সেই জন্য দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু কাল দেখিতেছে; তুমি যে কামিনীর প্রণয়াসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া আছ, কাল তাহা দেখিতেছে—তুমি যে পুত্রের শুভাশুভ আশয়ে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ, কাল তাহা লক্ষ্য করিতেছে,—তুমি যে বিষয়ামোদে মত্ত থাকিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ,

কালের তাহা কিছুই অবিদিত নাই,—কাল সমস্তই দেখিতেছে। ইহ সংসা-রের দক্ষিণ পার্শ্বে কালের একটী কার্য্যালয় আছে, তুমি এখানে থাকিয়া যে যে কর্ম্ম করিতেছ, কাল অতি গুপ্তভাবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই কার্য্যালয়ের খাতায় হিসাব রাখিতেছে—তুমি আপন ঝুঁড়াজালির ভিতর কয় বার হরিনামের মালায় কড় রাখিয়া "হরিনাম" উচ্চারণ করিয়াছ, কাল তাহাও গিয়া আপনার খাতায় তুলিতেছে।

এই রূপে বৈশাখ মাসের পাঁচ দিবস কাটিয়া গেল; চৈত্র মাসের পঞ্চবিংশ বা সপ্তবিংশ দিবসে আমরা বসন্তপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া ভিখারী সাধুখাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছি; এক্ষণে বৈশাখ মাসের পঞ্চ দিবস, এই আট বা দশ দিনের মধ্যে রাজসংসারে এমন কিছুই বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই, যাহা আমরা পাঠক মহাশয়কে বিদিত করি; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, রাজা বাহাদুরের গৃহ পরিত্যাগ অবধি, মহিষী সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ভাবে থাকিতেন, এবং কখন কখন একাকিনী বসিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। রাজা বাহাদুরের অনুপস্থিতি যে, তাঁহার এরূপ বিষণ্ণতা ও চিন্তার কারণ তাহা নহে, তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসি-তেন সত্য, অতএব সেই জন্যই হউক বা রাজা বাহাদুরকে এক জন ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তি জানিয়াই হউক, তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজা বাহাদুরের হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি এরূপ দুরাচার যে ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় আত্মসাৎ করিয়াছেন। মহিষী এই বিষয়টী যে সময় চিন্তা করি-তেন, সেই সময় তিনি তাঁহার জীবনের ভাবী দুরবস্থা এবং আপন অবগণ্ড শিশুটীর ভবিষ্যৎ কষ্ট চিন্তা করিয়া মনে মনে যার পর নাই বিষণ্ণ হইতেন। মহিষীর খুল্লতাত সেই জন্য সর্ব্বদাই আমাকে মহিষীর কাছে থাকিতে আদেশ করিতেন।

যাহা হউক, আজি, আমি ও মহিষী উভয়ে একত্র বসিয়া রাজা বাহা-দুরের চরিত্র সংক্রান্ত বিষয়টী লইয়া আন্দোলন করিতেছি, এমন সময় মহিষীর খুল্লতাত বহির্বাটী হইতে আসিয়া বলিলেন, "সুশীলা, ভিখারী সাধুখাঁর পত্র আসিয়াছে, রাজা বাহাদুর তথায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ

করিয়াছিল; ভিখারী সাধুখাঁ লিখিয়াছে যে, সে রাজার নিকট হইতে টাকা পায় নাই, বাহাদুর যাহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলেন, সে তাহাকে টাকা দেয় নাই; যাহা হউক সে, কাল বেলা দুই প্রহর নাগাইত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং ভিখারীও তাহার আসিবার পূর্ব্বাহ্নে এখানে উপস্থিত থাকিবে;—তুমি বিমলার উপস্থিত থাকিবার বিষয় কি করিলে?"

আমি বলিলাম, "আমি বিমলাকে ইতি মধ্যে এক খানি পত্র লিখিয়া ছিলাম, পত্রোত্তরে জানিয়াছি যে, হরনাথ বাবু অদ্য তারিখে সপরিবারে তাঁহার নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, যদি তাঁহারা অদ্য আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিমলা কাল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে,—এইটী স্থির কথা।"

আমি মহিষীর খুল্লতাত মহাশয়কে এই কথাগুলি বলিয়া শেষ করিয়াছি মাত্র, এমন সময় বিমলা এক খানি পত্র হস্তে আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিমল!—তোমরা কবে আসিয়াছ।"

বিমলা বলিল, "অদ্য প্রাতে। তোমার সহিত আমার কাল প্রাতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, কিন্তু অদ্য মাঠাকুরাণীর এই পত্রখানি লইয়া আসিতে হইল।" এই কথা বলিয়া বিমলা তাহার হস্তস্থিত পত্র খানি আমার মহিষীর হস্তে প্রদান করিল। পত্র খানির সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, হরনাথ বাবুর স্ত্রী, আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া, মহিষীকে আমার অবসরের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মহিষী চিঠি খানি পাঠ করিয়া তদ্‌বৃত্তান্ত আমাকে জ্ঞাত করিলেন এবং বিমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার মাঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার জানাইয়া বলিও যে, সুশীলা আমারই কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ অদ্য যাইতে পারিল না, পরশ্ব বা অপর যে কোন দিবসে হউক যাইবে।"

মহিষীর খুল্লতাত মহাশয় পত্রোত্তর প্রকাশ কাল পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ছিলেন, এক্ষণে বিমলার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি

বিমলা ?—এই ছদ্মবেশধারী রাজপুত্র কি কাশীতে যাইয়া তোমারই টাকা গুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল ?"

আমি বিমলার হইয়া উত্তর করিলাম, "আজ্ঞা হাঁ,—আমিই ইহার কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম।"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, তবে উহাকে কাল সকালে এখানে উপস্থিত থাকিতে বল, আমি উহার টাকার সুবিধা করিয়া দিব—বুঝ্‌লে কি না ? কিন্তু প্রাতে—বেলা ঠিক্ ৮ টা বা ৯ টার সময়।"

আমি বলিলাম, "যে আজ্ঞা।"

অতঃপর খুল্লতাত মহাশয় বহির্বাটীতে চলিয়া গেলে, আমি মহিষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিমলার সহিত আপনার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ; আমি বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিমল, বল দেখি, কেন মাঠাকুরাণী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কি শারীরিক কোন অসুখ হইয়াছে এবং হরনাথ বাবু কি তাঁহাকে এখনও সেই রূপ মনঃকষ্ট দিতেছেন ?"

বিমলা উত্তর করিল, "না সুশীলা, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, বোধ হয় বলিলে তুমি সে কথা বিশ্বাস করিবে না। হরনাথ বাবুর এক্ষণে আর সে রূপ অন্তঃকরণ নাই ; তিনি মাঠাকুরাণীকে যার পর নাই ভাল বাসিয়াছেন ; এমন কি এক দণ্ডও তিনি মাঠাকুরাণীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ সুশীলা, তাঁহার অকস্মাৎ এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিবেচনা হইতেছে যে, হয়ত তিনি মাঠাকুরাণীর শারীরিক অবস্থা দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত হইয়া থাকিবেন এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে বিরত হইয়াছেন।"

আমি বিমলার কথায় কোন উত্তর করিলাম না ; যেহেতু আমি জানিতাম যে, হরনাথ বাবু এক জন কুটিল প্রকৃতির লোক, অতএব তাঁহার এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের অবশ্যই কোন গূঢ় অভিপ্রায় থাকিবে। যাহা হউক সেটী আমি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, সেই জন্য বিমলাকে কোন কথা বলিলাম না।

বিমলা আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "সুশীলা, তোমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি হরনাথ বাবুর কথা শুনিয়া মনে মনে বিস্মিত হইয়াছ; বস্তুতঃ সুশীলা আমারও এ বিষয়ে এক একবার সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং মাঠাকুরাণীও তাঁহার স্বামীর এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে সন্দিহান হইয়াছেন।

আমি বলিলাম, " বিমল, আমি সে কথা এক্ষণে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না, মাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।"

যাহা হউক, সে দিবস বিমলা এই রূপ ও অপরাপর অনেক কথোপকথন করিয়া চলিয়া গেল, আমিও সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পর অবিন বাবুকে দুধ খাওয়াইয়া শয়ন করিলাম; কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা হইল না, রাজা বাহাদুর সংক্রান্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিতে লাগিলাম,—তিনি একজন ছদ্মবেশী জোয়াচোর, দেশে দেশে এই রূপ আপনাকে রাজা পরিচয় দিয়া জোয়াচুরি করিয়া বেড়াইতেছেন; হতভাগিনী বিমলাও ইহার প্রতারণাজালে পতিত হইয়া আপনার সঞ্চিত টাকাগুলি হারাইয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে, এই ব্যক্তি এরূপ দুষ্টস্বভাব যে, মহিষীকে হস্তগত করিবার জন্য গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার স্বামীর প্রাণ সংহার করিয়াছে এবং অবশেষে তাঁহাকে হস্তগত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। পাঠক মহাশয়ের এ কথা স্মরণ থাকিতে পারে,—যেহেতু কামিনী পূর্ব্বে এ বিষয় আমাকে জ্ঞাত করিয়াছিল। ফলতঃ এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। যাহা হউক গোঁয়ার গোপাল ও গদাধরকে সেই পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাই নাই, বোধ হয়, পুলিষ হইতে তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মের বিষয় মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপিত হওয়াতে তাহারা উভয়েই আত্মগোপন করিয়াছে। ওঃ—কি ভয়ানক লোক! এই সমস্ত কদাচারী ব্যক্তি যত শীঘ্র পৃথিবী হইতে বিদায় হয়—যত শীঘ্র রাজদণ্ডের অধীনে আইসে, ততই মঙ্গল। আমি এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সে রাত্রি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পর দিন প্রভাত হইল, আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, কিন্তু অদ্য সুপ্রভাত বলিয়া বোধ হইল না; কে যেন আমার অন্তঃকরণে কোন

ভাবী অমঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল, মনে হইল যেন, আজি সংসারে কোন একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে, প্রাতঃসমীরণ যেন এই রূপ একটী সংবাদ লইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল—হৃদয় এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মধ্যে মধ্যে বিষাদিত হইতে লাগিল।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর। বিমলা ও ভিখারী সাধুখাঁ উভয়েই রাজ বাটীতে উপস্থিত। তাহারা উভয়েই মহিষীর শয়ন গৃহে উপস্থিত হইয়া খুল্লতাত মহাশয়কে আপনাদিগের টাকার কথা বলিতেছে; আমি ও মহিষী তথায় বসিয়া আছি, এমন সময় অকস্মাৎ এক খানি গাড়ী আসিয়া আমাদিগের সদর দরজায় লাগিল, শকট আগমনের শব্দ প্রাপ্তি মাত্রই খুল্লতাত মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "সুশীলা, বোধ হয়, রাজা বাহাদুর আসিয়াছে, তুমি বিমলা ও সাধু খাঁকে ইহার পার্শ্বের গৃহে গোপন করিয়া রাখ; সাবধান, ইহাদিগের আগমন সংবাদ যেন কোন রূপ প্রকারে রাজা জানিতে না পারে।" এই রূপ বলিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ রাজকীয় ভাবে কৌচের উপর হেলান দিয়া বসিয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহার আদেশ মত উহাদিগের উভয়কেই মহিষীর শয়ন গৃহের পার্শ্বস্থ গৃহটীতে লইয়া গেলাম। যে গৃহে আমি তাহাদিগকে রাখিয়া আসিলাম, সে গৃহটী মহিষীর শয়ন গৃহ সংলগ্ন কিন্তু তাহা অন্দর মহলের সংক্রান্ত নহে—বহির্বাটীর অন্তর্গত। ইহার মধ্যভাগে একটী প্রাচীর সন্নিবেশিত দ্বার থাকাতে এক গৃহের কথা অপর গৃহ হইতে শুনা গিয়া থাকে। যাহা হউক, বিমলা ও ভিখারী সাধুখাঁ এই রূপে রক্ষিত হইলে, আমরা রাজা বাহাদুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাঁচ সাত মিনিট গত হইল কিন্তু রাজা বাহাদুর বাটীর ভিতর আসিলেন না; কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া মহিষীর খুল্লতাত মহাশয়কে সংবাদ দিল যে, লক্ষ্ণৌপ্রদেশ হইতে একজন পুলিষ কর্ম্মচারী আসিয়া আপনকার তত্ত্ব করিতেছেন।

"আমার!" খুল্লতাত মহাশয় বিস্মিত ভাবে এই রূপ বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও পরক্ষণেই বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। পুলিষকর্ম্মচারীব

নাম শুনিয়া আমার আত্মা পুরুষ উড়িয়া গেল, ভাবিলাম, না জানি আজ আমাদিগের সংসারে কি না অনিষ্ট ঘটিবে!—রাজা বাহাদুরের সঙ্গে পুলিষ-কর্ম্মচারীরই বা কি সম্পর্ক! আমার বোধ হইল, ইতিপূর্ব্বে মহিষীর খুল্লতাত মহাশয়, রাজা বাহাদুরের চরিত্র বিষয় জানিবার জন্য লক্ষ্ণৌ প্রদেশের পুলিষ কমিসনর সাহেবকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি তাহারই কোন প্রত্যুত্তর আনিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ইহার সবিশেষ আমাকে জানিতে হইল। আমি এইরূপ ভাবিয়া মহিষীর খুল্লতাত মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইলাম এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে না দাঁড়াইয়া একটু অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

খুল্লতাত মহাশয় পুলিষ কর্ম্মচারীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি হরিহর শর্ম্মা?"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ।"

পুলিষ কর্ম্মচারী। আপনি কি লক্ষ্ণৌ প্রদেশের পুলিষ কমিসনর সাহেবকে কোন বিষয়ের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন?

খুল্লতাত। আজ্ঞা হাঁ—সে আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল।

পুলিষ কর্ম্মচারী। সে বিষয় আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি, এবং যদিও পত্রমধ্যে আপনি সে ব্যক্তির যথার্থ নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই, শুদ্ধ "রাজা বাহাদুর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তথাচ আপনি তাহার অবয়বের যেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনকার জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিটি কে চিনিতে পারিয়াছি। ইহার নাম রাজা বাহাদুর নহে, "লক্ষ্মীনারায়ণ লোদ"—বোধ হয় আপনি ইহা জানিতেন না।"

খুল্লতাত মহাশয় বলিলেন, "না—আমি উহার কিছুই জ্ঞাত নহি—ভাল, সে সমস্ত কথা এরূপ প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া বলিবার নহে—চলুন আমরা উপরে গিয়া কথোপকথন করি।" এই রূপ বলিয়া তিনি পুলিষ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া বহির্বাটীর উপরে লইয়া গেলেন, এবং যে গৃহে ভিখারী ও বিমলা উপস্থিত ছিল, সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন।

আমি উহাদিগের সহিত তথায় না যাইয়া বাটীর ভিতর মহিষীর শয়ন-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং মহিষী ও আমি সেই উভয়-গৃহ-মধ্য-স্থিত দ্বারের পার্শ্ব দিয়া উহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

পুলিষকর্ম্মচারী বলিতে লাগিল, "এই ব্যক্তি এক জন বিখ্যাত জালিয়াৎ ও জোয়াচোর। ইহার পিতা লক্ষ্ণৌ প্রদেশের এক জন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নানা রূপ দুষ্কর্ম্মে পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার প্রথম কর্ম্ম জোয়া খেলা; ষষ্ঠদশ বৎসর বয়সে ইহার জোয়া খেলার আরম্ভ হয়, এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইহার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। যখন ইহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, তখন এই লোক লক্ষ্ণৌ প্রদেশের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া আনে এবং সেই জন্য ইহার ৭ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মিয়াদ হয়। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে এই ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণের কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করে; তাহাতেও ইহার যথোচিত দণ্ড হয়; এবং পরিশেষে আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, এই ব্যক্তি ব্যাঙ্ক নোট জাল করিয়া লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা বাহির করিয়া আনিয়াছে; সেই পর্য্যন্ত ইহার নামে খাড়া ওয়ারেণ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার কোন সন্ধান পাই নাই বলিয়া ইহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি নাই। আপনি যে পুলিষ কমিসনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, সামান্য পত্র হইলে তিনি আপনার পত্রের শুদ্ধ প্রত্যুত্তর দিতেন মাত্র, কিন্তু এ ব্যক্তি নাকি প্রকৃত জালিয়াৎ এবং ইহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রহিয়াছে বলিয়া তিনি আমাকে এবং আমার সহিত আর চারি জন লোক দিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে আপাততঃ লুক্কায়িত রাখিয়া আসিয়াছি।"

মহিষী এতাবৎ কাল আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দরজার পার্শ্ব হইতে পুলিষ কর্ম্মচারীর কথা শুনিতেছিলেন, এক্ষণে তাহার মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অকস্মাৎ বাম গণ্ডে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। আমি

তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া বলিলাম, "মহিষি, আপনার ঐ বৃত্তান্ত শুনিবার আবশ্যক নাই—আপনি ঐ কৌচখানির উপর গিয়া শয়ন করুন।"

মহিষী কোন উত্তর করিলেন না। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাম গণ্ডে হস্ত প্রদান করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবশেষে আমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটস্থ কৌচখানির উপর গিয়া শয়ন করিলেন। আমিও তাঁহাকে কাতর ও বিষন্ন দেখিয়া তাঁহার শিরোদেশের সন্নিকট উপবেশন করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সদর দরজায় আর একখানি শকট আগমনের শব্দ হইল। খুল্লতাত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের পার্শ্বস্থ গৃহে পুলিষ কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, শকট আগমনের শব্দ প্রাপ্তি মাত্রেই তিনি সেই মধ্যস্থ দ্বার খুলিয়া মহিষীর শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় আবার দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন। খুল্লতাত মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইবামাত্রই বলিলেন, "সুশীলা, বোধ হয়, এইবারে রাজা বাহাদুর আসিতেছেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, পার্শ্বস্থ সিঁড়িটিতে রাজা বাহাদুরের পদ শব্দ শুনা গেল, তিনি সিঁড়িতে উত্থান কালীন তাঁহার খানসামা শ্রীদামকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "শ্রীদাম, বাড়ীর খবর কি—মঙ্গল?"

শ্রীদাম। আজ্ঞে সম্পূর্ণ নহে—মহিষী কিঞ্চিৎ অসুস্থ আছেন।

রাজা। অ্যাঁ, অসুস্থ! বোধ হয় কোন গুরুতর অসুখ নয়?"

শ্রীদাম। আজ্ঞে না—সে রূপ কিছুই নয়।

রাজা। ভাল, আর কোন নূতন সংবাদ?

শ্রীদাম। আজ্ঞে, মহিষীর খুল্লতাত মহাশয় আসিয়াছেন?

রাজা। (বিস্মিত ভাবে) অ্যাঁ, মহিষীর খুল্লতাত! কেন—কবে?

শ্রীদাম। আজ্ঞে, আপনি যে দিবস এখান হইতে যাত্রা করেন।

রাজা আর কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার সিঁড়িটীতে উত্থান শব্দ আর শুনা গেল না—আমি অনুমান করিলাম যে, হয়ত তিনি খুল্লতাত

মহাশয়ের আগমন সংবাদ পাইয়া মনে মনে বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হইয়া স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়াইলেন। যাহা হউক, পরক্ষণেই আবার পূর্ব্ববৎ পদশব্দ শুনা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মহিষীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

খুল্লতাত মহাশয় এতাবৎকাল একখানি কৌচের উপর রাজকীয় ভাবে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন ও এখনও বসিয়া রহিলেন। বাহাদুর গৃহে প্রবেশ মাত্রই খুল্লতাত মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কতক্ষণ?"

খুল্লতাত। আজ প্রায় চারি দিন হইল—তোমারই সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

"আমার জন্য!" এই রূপ বলিয়া তিনি যেন কিয়ৎক্ষণ মনে মনে আপনার কোন অনিষ্ট জানিতে পারিয়া ভীত হইলেন—তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার আপন মনোগত ভাব গোপন রাখিবার জন্য বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য।"

বাহাদুর পরক্ষণে মহিষীকে শয্যাগত ও বিষণ্ণ দেখিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীলা, তোমার মহিষীকে ওরূপ শয্যাগত দেখিতেছি কেন?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে উনি কিঞ্চিৎ অসুস্থ আছেন।"

রাজা। অ্যাঁ অসুস্থ,—বোধ হয় কোন গুরুতর অসুখ নহে? আমার বোধ হচ্চে যে, আমারই অনুপস্থিতি বশতঃ উনি ওরূপ অসুস্থ হইয়া থাকিবেন।

খুল্লতাত। হুঁম্, তোমারই অনুপস্থিতি বশতঃ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমার বোধ হচ্চে যে, তুমিও উহার অদর্শনে মনে মনে ব্যথিত হইয়াছিলে।

বাহাদুর। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি মহাশয়! যাহা হউক, আপনি পূজনীয় ব্যক্তি, অতএব সে সমস্ত কথা আপনার সম্মুখে বলা উচিত নহে—ফলে আপনি তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছেন।

খুল্লতাত। হুঁ আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। ভাল, বাহাদুর, এক্ষণে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে জন্য লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্কে গিয়াছিলে, তাহার কি

হইল? সে বিষয় জানিতে না পায়াও মহিষীর এরূপ বিষণ্ণতার অন্যতর কারণ বলিতে হইবে।

রাজা। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু আমি সে সমস্ত আপনাকে সময়ান্তরে বলিব,—নির্জ্জনে, যখন কেহ থাকিবে না।

খুল্লতাত। হুঁ, সময়ান্তরে,—নির্জ্জনে, যখন কেহ থাকিবে না,—কেন? একথা বলিবার কারণ কি? ভাল তুমি এক্ষণে আপন বসনাদি পরিত্যাগ করিয়া আইস, পরে এবিষয় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাহাদুর এইরূপ অবসর পাইয়া পার্শ্বস্থ গৃহে আপন পরিধেয় বসন পরিত্যাগ করিতে গেলেন। খুল্লতাত মহাশয় ইত্যবসরে মহিষীকে চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ বিনয়কামিনী, আমার বর্ত্তমানে তুমি বাহাদুরের সহিত কোন কথা কহিতে লজ্জিত হইও না, তোমার যে যে বিষয় বক্তব্য থাকে বলিও, তাহাতে কিছু মাত্র দোষ নাই।

মহিষী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন—মৌনে সম্মতির লক্ষণ জানা গেল। ইত্যবসরে রাজা পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। খুল্লতাত মহাশয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুঁ বাহাদুর, আসিয়াছ, উত্তম, এক্ষণে বল দেখি, তোমার লক্ষ্ণৌ গমনের কিরূপ সুবিধা হইয়াছে?

রাজা। আমি, আপনাকে সে সমস্ত কথা সময়ান্তরে বলিব,—যখন কোন দাস দাসী আমাদিগের নিকটে থাকিবে না।

মহিষী বলিলেন, "কেন এখানে আর অপর কে আছে যে, আপনি বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, শুদ্ধ সুশীলা বৈত নয়, তাহাতে হানি কি? বিশেষতঃ সুশীলাকে আমি কোন দাস দাসীর মত ভাবি নাই;—তোমার অনুপস্থিতিবশতঃ যখন আমার মন অত্যন্ত কাতর হইত, তখন সুশীলাই আমার নিকটে থাকিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিত।

খুল্লতাত মহাশয় মহিষীর বাক্যের পোষকতা করিবার জন্য বলিলেন, "হাঁ—সুশীলা অতি সজ্জন, এবং আমিও উহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু আমি দেখিতেছি যে, সুশীলা তোমাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসে

এবং অবিন বাবুকে আপনার পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করে, অতএব সুশীলার এখানে উপস্থিত থাকিবার ক্ষতি কি ?"

বাহাদুর তাঁহাদিগের উভয়ের এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ শুনিয়া বিস্মিত ও মনে মনে সন্দিহান হইলেন, আমি তাঁহার মুখপানে দৃষ্টি করিয়া বোধ করিলাম, যেন তিনি তাহার কোন ভবিষ্যৎ অনিষ্ট জানিতে পারিয়া আন্তরিক অধৈর্য্য হইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি এইরূপ সন্দিগ্ধ হইয়া একবার আমার দিকে, একবার মহিষীর দিকে এবং এক একবার খুল্লতাত মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা প্রকাশ করিলাম না। প্রায় দুই তিন মিনিট পর্য্যন্ত সকলেই নিস্তব্ধ—গৃহমধ্যে কোন কথারই আন্দোলন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহিষীর খুল্লতাত গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাহাদুরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহাদুর, আমি তোমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার লক্ষ্ণৌ গমনের সংবাদ কি ? আমরা সকলেই তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত, বোধ হয় তুমি অবশ্যই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকিবে।

বাহাদুর বলিলেন, "আপনি কি আমাকে এক জন সামান্য পরিচারিকার সম্মুখে আমার কোন বৈষয়িক কথা বলিতে আদেশ করেন ?" এইরূপ বলিয়া তিনি মহিষীর প্রতি দৃষ্টি করতঃ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিলেন।

মহিষী উত্তর করিলেন, "কেন তাহাতেই বা আপত্তি কি ? সুশীলাকে আমি আপন সহচরীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি—এবং আমি, নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তুমি লক্ষ্ণৌ প্রদেশ হইতে কখনই শূন্য হস্তে আইস নাই, অতএব তোমার সে বিষয় গোপন করিবারইবা আবশ্যক কি ?"

যাহা হউক, আমার উপস্থিতি, তাঁহাদিগের এ রূপ তর্কের কারণ হওয়াতে আমি মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিবার মনঃস্থ করিলাম এবং মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অর্দ্ধ-উত্থিত হইয়াছি মাত্র, এমন সময় মহিষী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। তিনি যেরূপ

চতুরতার সহিত আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন, তাহা যখনই সামান্য চক্ষের দ্রষ্টব্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহা কোন এক জন সূত্রানুধ্যায়ী দোষী অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম দৃষ্টির বহির্ভূতও নহে। বাহাদুর সেটি দেখিতে পাইয়া মনে মনে নিতান্ত কাতর ও অধৈর্য্য হইলেন, তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গেল।"

খুল্লতাত মহাশয় এই রূপ সময়ে একটু প্রবঞ্চনাভাবে কাশিয়া এবং রাজা বাহাদুর খেতাবটির উপর ব্যঙ্গ ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হুঁ, বা—হা—দু—র—তবে তুমি অনেক দিনের পর আপন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলে, রাজ্যের সমস্তই কুশল ত?"

"হাঁ, সকলই কুশল, সমস্তই মঙ্গল।" বাহাদুর এইরূপ ভাবে অতি-স্বচ্ছন্দতার সহিত উত্তর করিলেন।

খুল্লতাত। হুঁ—আমি বোধ করি, তোমার রাজ্যোপস্থিতি তথাকার যাবতীয় অধীনস্থ রাজা, জমীদার ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের সম্মান লাভ করিয়াছে?

রাজা। না, আমার সময় অতি অল্প, সেই জন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ পাই নাই।

খুল্লতাত। হুঁ, তবে বোধ করি, তুমি আপনার টাকার জন্যই ব্যস্ত ছিলে এবং টাকার সুবিধাও করিয়াছ?

রাজা। না, আপাততঃ নহে—তবে—

খুল্লতাত। তবে কি, তোমার আমলা বর্গ গত সনের জমীদারীর আয় ব্যাঙ্কে জমা দেয় নাই? সেই জন্যই তুমি টাকার সুবিধা করিতে পার নাই? কিম্বা কোন দুর্দ্দৈব বশতঃ তোমার জমীদারীটি বন্ধক পড়িয়াছে—পাওনা-দারেরা তোমার ব্যাঙ্কের সঞ্চিত টাকার উপর ক্রোক করিয়া রাখিয়াছে, অথবা বাকী খাজানায় জমীদারী নিলাম হইয়া থাকিবে?"

বাহাদুর কপটভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন, "না—না, এতদূর হয় নাই,—তবে।"

"তবে কি?" লাহিরী জিজ্ঞাসা করিলেন। "বাহাদুর তোমার বিষয় সংক্রান্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তৎসমুদায় তুমি কাকাকে খুলিয়া

বল না কেন? অবশ্যই উহাঁর দ্বারা তোমার কোন না কোন উপকার হইতে পারে।"

বাহাদুর বলিলেন, বলিব, কিন্তু সময়ান্তরে—যখন অপর কোন লোক আমাদিগের নিকট থাকিবে না।

মহিষী অপর কোন উত্তর করিলেন না, শুদ্ধ এই মাত্র বলিলেন, "বাহাদুর আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম যে, তোমার এমন জমীদারী যাহার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয়, তাহা হইতে তুমি তিন টাকাও আপনার খরচের জন্য আনিতে পারিলে না। হাঁ, ভাল এই সময় আর এক কথা আমার মনে পড়িল, সেই যে জহরৎ বিক্রেতা, যাহার বিষয় তুমি আমাকে একবার বলিয়াছিলে, সে ব্যক্তির সহিত কি তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? বোধ হয় তাহাকে তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, যে ব্যক্তি একদিন বৈকালে তোমার ফিটনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া এক খানি চিঠির ভিতর ১০০০০, টাকার এক খানি ব্যাঙ্ক চেক্ উপঢৌকন দিয়াছিল এবং তোমাকে তাহাদিগের জহরতের দোকানে একবার পদার্পণ করিতে অনুনয় করিয়াছিল।"

খুল্লতাত মহাশয় এইরূপ শ্রবণে মহিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জহরৎ বিক্রেতাটি কে?"

মহিষী। তাহাকে আপনি চিনিবেন না; দুরাত্মা একবার রাজাকে ১০,০০০, টাকা উপঢৌকন দিয়া উঁহাকে তাহার দোকানে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করে, সে ভাবিয়াছিল যে, মহারাজকে কোন সুযোগে একবার তাহার দোকানে লইয়া যাইতে পারিলে, আপনার সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জহরৎগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার উপঢৌকনের টাকার চারি গুণ লাভ করিয়া লইবে, কিন্তু রাজা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার দোকানে পদার্পণ করেন নাই, একখানি কঠিন প্রত্যুত্তর পত্র লিখিয়া সেই ১০,০০০, টাকা ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।"

খুল্লতাত মহাশয় উত্তর করিলেন, "হুঁ, আমার বোধ হচ্চে যে, এইবারে লক্ষ্ণৌ প্রদেশে গিয়া সেই জহরৎ বিক্রেতার সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইলে কখনই উনি ওরূপ শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিতেন না। যাহা হউক, সে সকল ত

পরের কথা, রাজা যদি নিজের টাকা পাইতে ইচ্ছা করেন এবং আমাকে যদি সেই জন্য একখানি পত্র লিখিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি যে কোন প্রকারে হউক উঁহার টাকা আনিয়া দিতে পারি।" এই প্রকার বলিয়া তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাহাদুর, তোমার যদি পুনঃ পুনঃ তথায় যাইতে কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া দাও, আমি নিজে যাইয়া তোমাকে টাকা আনিয়া দিতেছি।"

বাহাদুর এইরূপ কথায় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয় আপনি আপনার কার্য্যে মনোযোগী হউন,—অন্যের বিষয় সংক্রান্ত কোন কথা আপনার বলিবার আবশ্যক নাই।"

খুল্লতাত। হুঁ, একজন পূজ্য ব্যক্তির সহিত ঐ রূপই কথা কহা উচিত!

মহিষী বলিলেন, "বাহাদুর, আমি দুঃখিত হইলাম যে, তুমি এক জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে আমার কাকার সহিত এই রূপ ভাবে কথা কচ্চো।"

রাজা। সত্য, কিন্তু কি করি?—আমার নিশ্চয় বোধ হোচ্চে যে, কোন্ ব্যক্তি আমার বিপক্ষে তোমাদিগকে কোন কথা বলিয়া থাকিবে; সেই জন্যই তোমরা আমাকে একটি সামান্য বিষয় লইয়া পুনঃ পুনঃ ওরূপ বলিতেছ। যাহা হউক, আমার এরূপ স্থলে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে,—এই প্রকার বলিয়া বাহাদুর খুল্লতাত মহাশয়ের সন্নিকট একখানি কেদারায় বসিয়া ছিলেন, অর্দ্ধ-উত্থিত হইয়া গৃহ পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন।

মহিষী তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া বলিলেন, "বাহাদুর, তুমি ক্রুদ্ধ হইও না, এই সমস্ত ক্রোধের কথা নহে, এবং কেহই আমাদিগকে তোমার বিপক্ষে কোন কথা বলে নাই; তবে অনেক দিন হইতে তুমি আমাকে টাকার আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিলে; মনে কর দেখি, কোন বিষয়ে বার বার নৈরাশ হইলে মন কিরূপ নিরাশ হয়! যাহা হউক, তুমি যদি তোমার বৈষয়িক অবস্থা আমার কাকাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই উঁহার দ্বারা তোমার উপকার হইতে পারে। আমি বোধ করি, অতি সামান্য টাকার জন্য তোমার জমীদারী বন্ধক পড়িয়াছে?"

রাজা। হুঁ, অতি সামান্য—সামান্য টাকা।

খুল্লতাত মহাশয় বলিলেন, "ভাল, যদি সামান্য টাকার জন্য হয়, তাহা হইলে আমি অনায়াসেই তোমাকে ঐ টাকা দিতে পারি, কিন্তু অগ্রে কত টাকা, তাহা আমার জানা আবশ্যক।"

রাজা। (আশ্বস্ত হইয়া) অবশ্য—অবশ্য, অতি সামান্য টাকা, ২০,০০০ ব্যতীত নহে।

"ওঃ! বিশ হাজার টাকা, এই মাত্র!" খুল্লতাত মহাশয় এই রূপ বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটস্থ একটি টেবিলের সমীপবর্ত্তী একখানি কেদারায় গিয়া বসিলেন, এবং তথা হইতে কাগজ ও কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

খুল্লতাত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তোমার জমীদারীটি কোথায়?—বোধ করি লক্ষ্ণৌ প্রদেশের সন্নিকট হইবে—না?"

বাহাদুর শ্রবণ মাত্রেই মনে মনে আশ্বস্ত ও প্রলোভিত হইয়া অতি ব্যগ্র ভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে—হাঁ, সন্নিকট—অতি সন্নিকট।"

খুল্লতাত। কিন্তু দেখ, ওখানে লোদ মহাশয়দিগের অনেকগুলি জমীদারী আছে, সেই সকল জমীদারী ত নহে?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ, সেই সমস্ত জমীদারীরই আমি উত্তরাধিকারী—আমি সেই বংশেরই পুত্র।

খুল্ল। হুঁ, বটে, তবে বোধ করি "লোদে মহাশয়দিগের জমীদারী" লিখিলেই যথেষ্ট হইবে—প্রকৃত নামের আর আবশ্যক নাই।

রাজা। আজ্ঞে না—কিছু মাত্র আবশ্যক নাই—এই জমীদারী আমরা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।

খুল্লতাত মহাশয় উত্তর করিলেন, ভাল, "লোদ মহাশয়দিগের জমীদারী;" এইরূপ বলিয়া তিনি আপনার কাগজে তাহা লিখিয়া লইলেন, এবং লেখনী দ্বারা মসিপাত্র হইতে কালি লইয়া বাহাদুরের মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, যদি তোমাকে আমি ঐ টাকা কর্জ্জ দি, তাহা হইলে তুমি কত দিনে উহা পরিশোধ করিতে পার?"

টাকা কর্জ্জ পাইবার আশা পাইয়া রাজা বাহাদুরের মুখখানি পুনরায় উৎসাহে প্রফুল্লিত হইল. তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "ওঃ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি পরিশোধ করিব, বোধ করি, এক সপ্তাহের ভিতরেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

খুল্ল। হুঁ, এক সপ্তাহের মধ্যে, ভাল, আমি তোমাকে আরও কিছু সময় দিলাম, "একমাস"—এই এক মাসের মধ্যে তোমাকে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

রাজা প্রফুল্লিত হইয়া বলিলেন, "ওঃ নিশ্চয়—নিশ্চয়; একমাস যথেষ্ট সময়; আপনি যথার্থই ভদ্রলোকের ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিতেছেন, এবং ভদ্রলোকের উপকার করিতে হইলে এইরূপই করা উচিত।"

খুল্লতাত মহাশয় এই রূপ সময়ে, একটু নিস্তব্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করতঃ বলিলেন, "না, তোমাকে টাকা দেওয়া হইল না,—তুমিত এই মাত্র বলিলে যে, আমার অন্যের বিষয়সংক্রান্ত কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই।"

বাহাদুর এই কথা শুনিয়া নৈরাশ ও যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "না, মহাশয়, আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমার অপরাধ লইবেন না,—সে সময় আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনারা আমার বৈষয়িক কথা লইয়া উপহাস করিতেছেন এবং সেই জন্য বিরক্তও হইয়াছিলাম।"

খুল্লতাত মহাশয় বলিলেন, "ভাল, সে সমস্ত কথায় এক্ষণে আবশ্যক নাই, আমার মনোগত অভিপ্রায়টি তোমাকে বলিতেছি, শুন, আমি তোমাকে ঐ টাকা অনায়াসেই দিতে পারি এবং দিতে স্বীকৃতও হইলাম, কিন্তু আমি তোমার জমীদারী সংক্রান্ত দলিলগুলি একবার না দেখিলে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। তবে যদি তুমি আমাকে আপাততঃ ৫০,০০০ টাকার একখানি খত (Hand Note) লিখিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ঐ টাকা দিতে পারি।"

রাজা আগ্রহের সহিত উত্তর করিলেন, "কেন পারিব না, এখনই আমি খত লিখিয়া দিতেছি।" এই রূপ বলিয়া তিনি খুল্লতাত মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খুল্লতাত বলিলেন, "তবে সেই কথাই শ্রেয়ঃ।" অতঃপর তিনি একখানি ইংরাজী ভাষায় খত লিখিয়া রাজাকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইল না, কিরূপে তুমি স্বাক্ষর করিবে ?"

রাজা। কেন ? আমার জামার পাকেটে একখানি রসীদ-ষ্ট্যাম্প আছে, মহাশয় যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এখনই গিয়া সে খানি লইয়া আসি।"

খুল্লতাত মহাশয় বলিলেন, "উত্তম।"

পরক্ষণেই বাহাদুর অপর গৃহে উপস্থিত হইয়া, তিনি যে জামাটি পরিধান পূর্ব্বক বিদেশ গমন করিয়াছিলেন, সেই জামার পাকেট হইতে এক খানি রসীদ-ষ্ট্যাম্প আনিয়া দিলেন।

খুল্লতাত মহাশয় বলিলেন, "বাহাদুর, তোমার পাকেটে এই টিকিট খানি থাকিবার কারণ কি ? ইতিপূর্ব্বে তোমার কি অপর কাহারো কাছে টাকা কর্জ্জ করিবার কথা ছিল ?"

বাহাদুর তাচ্ছিল্য ভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন, "না মহাশয়, আমি লক্ষ্ণৌ ব্যাঙ্কে টাকা পাইয়া রসীদ দিবার জন্যই এই টিকিট খানি সঙ্গে রাখিয়াছিলাম—সুতরাং না পাওয়াতে ফেরৎ আনিয়াছি।"

"উত্তম, তবে এইখানে সহি কর" এই রূপ বলিয়া খুল্লতাত মহাশয় সেই টিকিট খানি, খতের নিম্ন দেশে লাগাইয়া বাহাদুরকে স্বাক্ষর করিতে বলিলেন।

বাহাদুর শ্রবণ মাত্রেই ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক খুল্লতাত মহাশয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "কৈ—কোথায় সহি করিতে হইবে—কোথায় ?"

খুল্লতাত মহাশয় আপন হস্তস্থিত লেখনীটি বাহাদুরের হস্তে দিয়া বলিলেন, "অপেক্ষা কর—একটু বিলম্ব আছে, এখানি অধিক টাকার খত, সেই জন্য আমার বিবেচনা হইতেছে যে, দুই এক জন সাক্ষী থাকিলে ভাল হয়।" এই বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যদি কেহ সাক্ষী থাক, তবে এই বেলা আইস, নতুবা আমার ২০,০০০, টাকা মারা যায়।"

এইটি বলিতে না বলিতে পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে, পুলিষ কর্ম্মচারী, বিমলা ও ভিখারী সাধুখাঁ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ছদ্মবেশী রাজা তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই ভয় ও বিস্ময়ে বিকটমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! সাক্ষী! সাক্ষী!! ও বাবা, এরা কে?"

পরক্ষণে পুলিষকর্ম্মচারী ও তাহার সমভিব্যাহারী আরও চারি জনে মিলিত হইয়া রাজাবাহাদুরের হাত বাঁধিয়া ফেলিল ও বলিল, "কি বাহাদুর? ব্যাঙ্কের নোট জাল করিয়া এখানে আসিয়া বাহাদুরী করিতেছ? এখন চল, আমরা তোমাকে লইয়া বাহাদুরী করি।

রাজমহিষী এতাবৎ দেখিয়া শুনিয়া হতভম্বা! তিনি কিয়ৎক্ষণ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; পুলিষকর্ম্মচারিগণ জোয়াচোর রাজাকে লইয়া বাটীর বহির্গমন করিল—বাড়ীর অপরাপর কর্ম্মচারী সকলে অবাক্!!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

Calcutta:—Printed at the New Bengal Press.—1879.